বৈজ্ঞানিক

|২য় সংস্করণ। **দাম্পত্য-প্রণালী।** ২য় সহস্র।

ঢাকা মেডিকেলস্কুলের কেমিকেল এসিস্‌টাণ্ট

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত।

"আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন। সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় দমন॥
এইরূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান। যে পথে হইবে ইচ্ছা করহ প্রয়াণ॥

ব্রহ্মচারী সাধ্বী বিধবা, পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যায়।

পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র, পুত্র বলিয়া শাস্ত্র পরিগণিত নহে।



পবিত্রাচারে উৎপন্ন পুত্র পিতৃমাতার
স্বর্গে গতিপ্রদ কর্ত্তা।

পুন্নামনরক।

অত্যাচারের কি শোচনীয় পরিণাম! পাপীর পরকালে কি নিদারুণ যন্ত্রণা। সুকৃতির কিরূপ অবশ্যম্ভাবী মধুর পুরস্কার এই চিত্রে বেশ দেখা যাইতেছে। অত্যাচারী, ব্যভিচারী, নাস্তিক ও কুলটা নরকে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইতেছে, সচ্চরিত্র সদাশয় ধর্ম্মপরায়ণ নরনারী, ঐ শেষের সেই ভয়ানক দুস্তর পুন্নামনরক অবহেলে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গে যাইতেছেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

দুই বৎসর মধ্যে প্রথম সংস্করণের সহস্রখণ্ড পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে ইহার আদ্যন্ত পরিশোধিত ও অনেক স্থানে নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ের গঠন, ক্রিয়া ও ব্যবহার, গর্ভসঞ্চার, সম্মোহন প্রভাবসঞ্চারক যন্ত্র, অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রতিফল এই কয়টি অতি প্রয়োজনীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছি। সহজে বোধগম্য করিতে ছয়খানি পরিষ্কার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে জনসাধারণের নিকট ইহার সমুচিত আদর দেখিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এবারে প্রতিকৃতি ও নূতন বিষয়গুলিকে কেহ২ অশ্লীল মনে করিতে পারেন, কিন্তু যদুবাবুর ধাত্রীবিদ্যায় গর্ভিনীর প্রসবচিত্র এবং বঙ্গসমাজে বিস্তীর্ণভাবে প্রচলিত অনেক পুস্তক অপেক্ষা ইহার শ্লীলতা রক্ষা করিতে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছি, অপিচ ইহা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং বঙ্গসমাজের হিতসাধন উদ্দেশ্যেই লিখিত এজন্য ইহাতে আমাদের যদি কিছু ত্রুটী থাকে তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পরন্তু কাহারও কোনস্থান বিশেষ অপ্রীতিকর বোধ হইয়াছে জানিলে পর সংস্করণে তাহা সংশোধন বা পরিত্যাগ করিব।

ঢাকা—মেডিকেল স্কুল।
১লা বৈশাখ ১২৯৪ সাল।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

যে জগন্মান্য আর্য্যজাতি, প্রকৃতির প্রকৃত ইঙ্গিতানুযায়ী বিবাহ, ইন্দ্রিয়-সেবন, অপত্য উৎপাদন ইত্যাদি দাম্পত্যকর্ত্তব্যের বিধি সংস্থাপন করিয়া সবংশে নীরোগ সবল দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বংশোদ্ভব ব্যক্তি-গণকে এক্ষণে মঙ্গলময় কৌলিক আচারভ্রষ্ট হইয়া দাম্পত্যকর্ত্তব্য পালনে যথেচ্ছাচারী হইতে দেখিয়া 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী' প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে মৎসদৃশ ব্যক্তির একাগ্য সাধন করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করা একপ্রকার দুরাশামাত্র। যদি ইহাদ্বারা জনসাধারণের কিছুমাত্রও উপকার না হয় তথাচ এই গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই আমার সমুদয় শ্রম সার্থক মনে করিব।

বিবিধ অনিবার্য্য কারণবশতঃ মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে, স্থানেং ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এবারে অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত করাতে, সাধারণের দয়ার পরিচয় পাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল স্থান বিধিমত সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

আজকাল দাম্পত্য বিধিবিষয়ে, দুই একখানি কালোচিত পুস্তক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির অনেক স্থান বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা লিখিত, ঐ পুস্তক গুলির আবির্ভাব দেখিয়াই প্রধানতঃ 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী' প্রণয়ন ইচ্ছা বলবতী হয়; কিন্তু প্রকৃতির নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশরূপ কঠোরব্রত পালন করিতে আমি যেরূপ ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে, এবিষয়ে যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি না করিলেও সম্পূর্ণ সফলতালাভ করিবার আশা করিতে পারি না।

ঢাকা—মেডিকেল স্কুল।
১০ই কার্ত্তিক, ১২৯১ সাল।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ।

বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী

অর্থাৎ

বিজ্ঞানানুমোদিত বিবাহ, ইন্দ্রিয়সেবন ও সন্তান-
উৎপাদনপদ্ধতি।

সৃষ্টিরক্ষার্থে প্রকৃতির কৌশল।

বিশ্বপতির এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যে নিত্যসংঘটিত বিষয়সকল অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে, মন বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। ইহার যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, ইহার যে কোন অবস্থার বিষয় আলোচনা করি না কেন, তাহাতেই বিশ্বশিল্পীর অসংখ্য কৌশল, নিপুণতা ও মহত্ত্বের ভূরি ভূরি চিহ্ন দেখিতে পাই। অম্লজান, জলজান, অঙ্গার, স্বর্ণ ও রৌপ্যপ্রভৃতি মূলপদার্থগুলির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ বা পরমাণুর বিনাশ নাই, এক অবস্থাহইতে প্রতিনিয়ত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও ইহারা আদৌ যে পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার যে হ্রাস হইতেছেনা ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে সামান্য বোধ থাকিলেই সহজে জানিতে পারা যায়। মিশ্রদ্রব্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রকৃতি কৌশল উদ্ভাবন করিতে বিরত হন নাই। একখণ্ড প্রস্তর, কাল ও জলের গতিতে বালুকাকারে সমুদ্রে উপনীত হইতেছে এবং কালক্রমে আবার বিবিধ-শক্তি-প্রভাবে পুনরায় প্রস্তর আকার প্রাপ্ত হইতেছে। নানাপ্রকার লৌহমৃত্তিকা প্রস্তর আকারে ভূগর্ভে জন্মিতেছে, মনুষ্য বুদ্ধিকৌশলে তাহাহইতে লৌহ প্রস্তুত করিয়া জগতের নানাপ্রকার কার্য্যসাধন করিতেছেন; আবার কালক্রমে ঐ লৌহ অন্তিমে মৃত্তিকা অবস্থায় পুনরায় ভূগর্ভে উপনীত হইতেছে। এই প্রকার ভিন্ন২ শ্রেণীস্থ নির্জ্জীব জড়পদার্থ সকলের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সতত সংঘটিত হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত না হইবার অসংখ্য কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে। নির্জীবের পর সজীব পদার্থগণের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমে উদ্ভিদ্‌গণই দৃষ্টিপথে পতিত হয়,

তৎপরেই প্রাণিপুঞ্জ। নাস্তি পস্তর ইত্যাদির অবস্থান্তর ও পুনবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যত সহজ, উদ্ভিদ ও প্রাণিগণমধ্যে সে প্রকার সহজ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত নাই কিন্তু অসাক্ষাৎভাবে তাহা পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাণিদেহ লীন হইয়া উদ্ভিদ দেহে ও উদ্ভিদ দেহ লীন হইয়া প্রাণিদেহে সতত প্রবিষ্ট হইতেছে. এই ক্রিয়া জগতের সর্ব্বত্রই অবিরত মুক্তভাবে সাধিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে উদ্ভিদ্গণ মৃত উদ্ভিদের অংশ ও প্রাণিগণ মৃতপ্রাণীর অংশ নিজ নিজ দেহে সংযোজিত করিতেছে। যাহাহউক, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণমধ্যে এইপ্রকার আদান, প্রদান বা বিনিময়ের কোশল বিদ্যমান থাকাতে ইহাঁদের দেহ যেমন ক্ষীণ হইতেছে, ক্ষতিও তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইতেছে কিন্তু উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহ যন্ত্রদ্বারা গঠিত যন্ত্রদ্বারা রক্ষিত এবং যন্ত্রদ্বারাই বর্দ্ধিত। এই যন্ত্রগুলি নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত উত্তম অবস্থায় থাকে তৎপরে দুর্ব্বল ও পরিশেষে বিকল হইয়া যায়, সুতরাং যন্ত্রময় উদ্ভিদ ও প্রাণিজীবন ঐ সঙ্গে লীন হয়। যদি এই প্রকারই হইল, তবে জগতে উদ্ভিদ ও প্রাণিজীবনের অস্তিত্ব কিপ্রকারে রক্ষিত হয়? এস্থলেও ব্রহ্মাণ্ডপতির অদ্ভুত কোশল বিদ্যমান থাকিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। উদ্ভিদ্গণ নিশ্চল, নিঃসহায়, তাহাতে আবার প্রভূতশক্তিসম্পন্ন জীবগণের জীবনরক্ষার উপকরণ, সুতরাং তাহাদের অস্তিত্ব অতি শীঘ্রই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বিধাতা উদ্ভিদশ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষার নানাপ্রকার উপায়স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যেক বৃক্ষ কেন প্রত্যেক ফুলের মধ্যে এমন সুকৌশল নিহিত রহিয়াছে এরূপ স্বর্গীয় শক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে যে, তাহার বলে ইহারা অন্যের অণুমাত্র সাহায্যব্যতীত উদ্ভিদ্বংশ রক্ষার উপযোগি বীজ উৎপাদন করিতে পারে। সেই শক্তি ফুলমধ্যে স্ত্রী ও পুং উভয়বিধ যন্ত্ররূপে একত্র সংস্থিত। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে উদ্ভিদ্গণের পত্র, শাখা, মূল, কন্দপ্রভৃতি হইতেও বংশধর উৎপন্ন হইয়া উদ্ভিদ্বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। নিঃসহায় উদ্ভিদ্গণের প্রতি প্রকৃতি এরূপ অনুকূল যে, যেসকল ফুলে কেবল

মাত্র স্ত্রীশক্তি রহিয়াছে, মক্ষিকা ও বায়ুদ্বারা* তাহাতে পুংশক্তি পুষ্পান্তর হইতে সঙ্করণের উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অধিকন্তু যেসকল উদ্ভিদ্, ফল পক্ক হইলেই নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের বীজহইতে অঙ্কুর উৎপাদন, বর্দ্ধন ও ফলোৎপাদনপ্রভৃতি এত দ্রুতগতিতে সাধিত হয় যে, তাহাতে তাহাদের বংশ যথেষ্টপরিমাণে রক্ষা পায়। প্রাণিগণ যেরূপ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, সংস্কার ও বুদ্ধি-বলে বলবান্, সেই প্রকার ইহাদের অস্তিত্ব বা বংশরক্ষার উপায় কিছু জটিল। যদিও পুরুভুজ ও কৃমিপ্রভৃতি নীচশ্রেণীস্থ কোন কোন প্রাণীর এক এক অঙ্গহইতে এক একটি স্বতন্ত্র জীব উৎপন্ন হইতে পারে ও কোন কোন কৃমিজাতি ও অধম প্রাণীর দেহের এক পার্শ্বে স্ত্রী ও অন্য পার্শ্বে পুং জননেন্দ্রিয় প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ঐসকল জীব সংস্কার ও বুদ্ধিপ্রভৃতি শক্তিহইতে অনেকপরিমাণে বঞ্চিত; সুতরাং অধম, এইজন্যই করুণাময় পরমেশ্বর ঐ সকল শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উহাদিগকে উক্ত অসাধারণ উপায় দিয়াছেন, এরূপ অনুমিত হয়। সমুদায় প্রাণী ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ম যাহাদের কঙ্কাল অস্থিনির্ম্মিত, যথা—মনুষ্য, গো, মেষ ইত্যাদি। ২য় কোমল দেহ বা মাংসময় প্রাণী, যথা—শঙ্খ, শম্বুক ইত্যাদি। ৩য় যাহাদের দেহে বহুবিধ সন্ধিস্থল আছে, যথা—বৃশ্চিক, মক্ষিকা ইত্যাদি। ৪র্থ যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের মধ্যভাগহইতে চারিদিকে কদম্বকেশর বা আলোর ন্যায় বিন্যস্ত। এই ৪র্থ শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীকে পণ্ডিতেরা বহুকালপর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কেবল এই ৪র্থ শ্রেণীস্থ প্রাণিদেহের এক২ অঙ্গ পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র জীব হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে (১) ইনফিউসরিয়া বা উদ্ভিদ্‌রসজ কীটাণু, (২) এণ্টোজোয়া বা অন্ত্রকৃমি, (যাহা আমাদের উদরে জন্মিয়া কৃমিপীড়া উৎপাদন করে), (৩) জুফাইটা বা প্রাণী উদ্ভিদ্ অর্থাৎ উদ্ভিদধর্ম্মা প্রাণী, (৪) রেডিয়েটা বা কদম্বকেশরবৎ অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী। এই কয় প্রকারই প্রধান। যাহা-

* ঘাসপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ উদ্ভিদের পুংশক্তি সচরাচর বায়ুদ্বারাই পুষ্পান্তরে নীত হইয়া তাহাদের বীজ উৎপাদন করে।

হউক, প্রাণিগণ সংস্কার ও বুদ্ধিবলে উদ্ভিদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাদের সন্তানাদি উৎপাদনের শক্তি একাধারে ন্যস্ত হয় নাই। সাধারণতঃ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণিগণের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি, স্ত্রী ও পুং দেহে নিহিত হইয়াছে, কেবল স্ত্রী নিজ শক্তিতে ইচ্ছামত অপত্য উৎপাদনকরিতে পারে না, আবার কেবল পুরুষও যদৃচ্ছা সন্তানাদি জন্মাইতে সক্ষম নহে। আমরা বিজ্ঞানানুশীলনদ্বারা দেখি, জগতে দুইটী ভিন্ন২ দ্রব্য যত বিভিন্ন গুণ ও ধর্ম্মবিশিষ্ট হয় তাহাদের ততই পরস্পর আকর্ষণ বা ভালবাসা ও মিলন গাঢ় ও দৃঢ়তর হয়। অম্লজান ও জলজান বাষ্পের গুণ ধর্ম্ম বিশেষরূপ বিভিন্ন হওয়াতে উহাদের পরস্পর মিলন যেরূপ দৃঢ়তর হয় অন্য সধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের সহিত সেরূপ হয় না। একটী বৃক্ষে লতা জড়াইলে যেরূপভাবে বাঁধা যায়, অপর একটী বৃক্ষদ্বারা সেরূপ হয় না। কোন চুম্বকীয় সূচীর উত্তরাগ্র অন্য চুম্বকীয় সূচীর দক্ষিণাগ্রকে ভালবাসে, কারণ তাহারা পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত, এজন্য উভয়ের উত্তর ও দক্ষিণাগ্র একত্র হইলে পরস্পর আলিঙ্গন না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত অস্থির থাকে। তাড়িতের প্রবল অংশ ক্ষীণাংশের উদ্দেশে নিয়ত ধাবিত হয় এবং মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এই সকল কৌশলের সঙ্গে প্রকৃতি মহোদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাণিগণের স্ত্রী পুরুষ ভেদে প্রকৃতি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, এজন্যই উভয়ে উভয়ের সঙ্গলাভের জন্য স্বভাবতই সমাসক্ত হয়। প্রকৃতি যদি প্রাণিপুঞ্জের স্ত্রী-পুরুষের মিলনের এপ্রকার সুযোগ করিয়া রাখিয়া থাকেন, তবেত প্রাণিগণ ইচ্ছা করিলেই অল্পদিন মধ্যে জগৎ প্রাণিপূর্ণ করিতে পারে? ইহাতে ত কোন অন্তরায় দেখি না? না, তাহা পারেনা; প্রকৃতি এবিষয়ে বেশ বিচক্ষণ, মূলযন্ত্র নিজ হস্তেই রাখিয়া প্রাণিগণকে, সন্তান উৎপাদন বিষয়ে নিজের একান্ত অধীন রাখিয়াছেন।

সন্তান উৎপাদনের সমুদয় উপকরণ প্রাণিগণের হস্তে পূর্ণভাবে দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা শতসহস্র চেষ্টা করিলেও একটি বিশেষ প্রকার

অনির্দ্দেশ্য অবস্থার অধীন হইতে না পারিলে কদাচ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না। সুচতুরা প্রকৃতি সে শক্তি নিজ হস্তে রাখিয়া জীবসংখ্যার আধিক্য নিবারণ ও জগতের অন্যান্য সুমহৎ উদ্দেশ্য গুপ্তভাবে সাধন করিতেছেন। স্ত্রীপুরুষের বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া দিয়াও প্রকৃতি নিশ্চিন্ত হন নাই। সংসারে অনেক গোলযোগ আছে, প্রাণিগণের বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ মানবগণ নানাপ্রকার জটিল কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিবার সম্ভাবনা, এজন্য ঐসকল বিঘ্ন বাধা উচ্ছেদ করিয়া স্ত্রীপুরুষের মিলনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি একটি শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন; সেই শক্তির নাম "সম্মোহিনীশক্তি"। পাঠক! এই সম্মোহিনী শক্তিবলে মহাযোগী মহেশ্বরের যোগ ভঙ্গ হয়,—মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাতপ ভঙ্গ করিয়া অপ্সরা গর্ভে শকুন্তলা উৎপাদন করেন, এই শক্তিবলে দেবেন্দ্র অধীর ও মুগ্ধ হইয়া অবৈধ আচরণে বিকলাঙ্গ হন; ইহার বলে অবৈধ আচরণ জন্য রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হন, মহর্ষি পরাশর পাত্র, কাল ও স্থান বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া হীনজাতীয়া নারীর সহবাসে দ্বৈপায়নের জন্ম দেন। এখন দেখুন, যে শক্তি দেবাদিদেবকে মোহিত ও মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ করিতে পারে,—দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, নরেন্দ্র প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অধীর ও বিবেকশূন্য করিতে পারে, সে শক্তি যে সামান্য মানবকে অনুক্ষণ মুগ্ধ ও অধীর রাখিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্য শতগুণে সাধন করিবে তাহাতে বৈচিত্র কি? যাহাহউক, এই সম্মোহিনী শক্তি নরনারীকে সন্তান উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী করিবার প্রকৃতিদত্ত স্বর্গীয় শক্তি।

বিবাহ।

"ভার্য্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ"—চাণক্য।

স্ত্রী পুরুষের মিলন জন্য প্রকৃতি কিরূপ কৌশল স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী, নির্দ্দিষ্ট পুরুষের

সহিত আজন্ম মিলিত থাকিবে, প্রকৃতি এরূপ বলিয়া দেন নাই। যে কোন যুবক যে কোন যুবতীর সহিত সহবাস করুন না কেন, তাহাতেই সন্তান উৎপন্ন হইবার সমান সম্ভাবনা, সুতরাং যদৃচ্ছা সহবাস প্রকৃতির নিষিদ্ধ নহে, আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে। আমরা এবিষয়ে একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, ভূমণ্ডলের প্রায় সমুদয় নরনারী যে সকল প্রথা অতি প্রাচীনকালহইতে অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহার মধ্যে যেগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক বলিয়া আদর করিতেছেন তৎসমুদয়ই সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির বাঞ্ছিত, সুতরাং মঙ্গলকর। ভূমণ্ডলের সকল দেশ ও সকল সম্প্রদায়মধ্যে বিবাহপ্রথা অতি প্রাচীন-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হীনবুদ্ধি, সংস্কারাশ্রিত পশু পক্ষিগণের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সমুদয় পশুপক্ষীর স্ত্রীপুরুষ অটলভাবে মিলিত হইয়া কালযাপন করে। কোন কোন স্থানে যে এই, স্বর্গীয় দৃশ্যের ব্যভিচার লক্ষিত হয় তাহা অনেকাংশে পরা-ধীনতা, অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবমাত্রেরই যে স্বাভাবিক ইচ্ছা একচেটে প্রণয়ভোগ করা তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। বিজন অরণ্যবাসী সিংহ, ব্যাঘ্রপ্রভৃতি জন্তু, এবং সারস, কপোত, ময়ূরপ্রভৃতি স্বাধীন বিহঙ্গমগণ এই স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া কাল কাটাইতেছে।

আজকালের কলঙ্কিত সভ্যসমাজের স্ত্রীপুরুষগণ দিন দিন প্রণয়রজ্জুর বন্ধনকে কষ্টকর ভাবিয়া মুক্তপ্রণয়ের প্রয়াসী হইতেছেন এবং বিবাহকে ঐহিক সুখভোগের একমাত্র কারণবোধে তদর্থ প্রয়োজনীয় বিষয় দেখিয়া মিলিত হইতেছেন। এইগুলি কিন্তু প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে। কি জন্য নহে, আমরা ক্রমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

১। নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাদি সংস্থান করা এবং গর্ভাবস্থায় ও শিশু সন্তানাদির লালনপালনকালে তাহারা পুরুষের সাহায্যে যতদূর নিরাপদ হয়, নিরাশ্রয় অবস্থায় সেরূপ

সম্ভবেনা। যদি যদৃচ্ছা সহবাসপ্রথা প্রচলিত হয়, তাহাহইলে কাহাদ্বারা কখন গর্ভসঞ্চার হইল, নিশ্চয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন সাধারণের দ্রব্য বলিয়া তৎপ্রতি তৎসম্পর্কীয় বহুব্যক্তির তাদৃশ যত্নও থাকে না।

২। নিঃস্বার্থ নৈসর্গিক প্রণয় যুবকের সহিত যুবকের ও বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধেরই হইয়া থাকে, আর অনধিক বিসদৃশ বয়সের স্ত্রী পুরুষের সংযোগে সন্তান সন্ততি যেরূপ নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয়, অত্যন্ত বিসদৃশ অবস্থায় সেরূপ কদাচ সম্ভবে না। এজন্য একজন নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীর সহিত একজন নির্দ্দিষ্ট পুরুষের আজীবন অচলভাবে মিলন, প্রকৃতির একান্ত বাঞ্ছিত।

৩। যদৃচ্ছা সহবাসে উপভোগ্য বস্তুর অভিনবত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয় সেবন ইচ্ছাও অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নব নারী অটল প্রণয়পাশে আজীবন আবদ্ধ থাকিলে, উপভোগ্য উপকরণের বিচিত্রতার অভাববশতঃ ইন্দ্রিয়সেবন ইচ্ছা অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে না, সুতরাং বিবাহপদ্ধতি প্রকৃতির একান্ত বাঞ্ছিত।

৪। দীর্ঘকালের বহুদর্শিতায় দেখা গিয়াছে যে, অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়।

৫। মানব মন নিতান্ত দুর্ব্বল, শিক্ষাদি কারণে সবল হইলেও ইহার দৃঢ়তা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জগৎ প্রলোভন পূর্ণ, রিপুকুল নিত্যপিপাসিত মানবকে মরীচিকামোহে মুগ্ধ করিয়া নাসাবিদ্ধ বৃষের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালন করিতেছে, আর ভূমণ্ডলে অসংখ্য প্রকার উপভোগের উপকরণসকল মানববংশ ধ্বংস করিবার জন্য আস্ফালন করিতেছে। তাপিত, পিপাসিত দেহে সুশীতল জলদান করিয়া রিপুকুলের অযথা বিড়ম্বনা হইতে ও চারিদিগের মানববংশধ্বংসপ্রয়াসী করাল প্রলোভন রাক্ষসের হস্তহইতে রক্ষা করিবার যদি কিছু যৎসামান্য উপকরণ থাকে, তাহা স্ত্রী পুরুষের বিবাহসূত্রে সম্মিলনের নিকটেই আশা করা যায়, এজন্যই বিবাহিত ব্যক্তি গড়ে অবিবাহিত অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। আমাদের আর্য্য পণ্ডিতগণ এবিষয়ে কেমন বিচক্ষণ ছিলেন! প্রকারান্তরে বিবাহপদ্ধতিকে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সহিত কেমন

দৃঢ়গ্রন্থিতে বন্ধন করিয়াছিলেন! তাঁহাদের সারকথা "পুত্রের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন, পুন্নাম নরকহইতে উদ্ধার জন্য পুত্রের প্রয়োজন" প্রত্যেক হিন্দুকে বিবাহকার্য্যে বলপূর্ব্বক ব্রতী করিতেছে। বিবাহে মানব দীর্ঘজীবী হয়, নানাপ্রকার আপদ বিপদের হস্তহইতে রক্ষা পায়, ইত্যাদি নানাপ্রকার সুবিধা ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবাহ পদ্ধতিকে প্রকৃতিবাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হয় এবং এজন্যই ভূমণ্ডলের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী ও সকল সম্প্রদায়মধ্যে ইহা আদৃত ও মুক্তভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

এখন দেখা গেল, বিবাহ প্রকৃতিবাঞ্ছিত, এবং তজ্জন্যই সকল সমাজে সমান আদরে প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সকল সমাজে সাধিত হইবার অনেক বিঘ্ন আছে। স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়ের আজীবন মিলনই বিবাহনামে অভিহিত, কিন্তু অনেকস্থলে স্বার্থপরতা জন্য বা নানাকারণে স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ সুবিধার উপায় করিয়া লইয়াছেন, তজ্জন্য বিবাহবিষয়ে প্রকৃতির প্রকৃত ইচ্ছা কি তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আজীবন মিলনই বিবাহ; কিন্তু এই মিলনে সংসারে অন্যান্য বিবিধ সামান্য কার্য্যসাধন হইলেও ইহার মূল উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। যদি তাহাই হইল, তবে সুসন্তান উৎপাদনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহ করিতে কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, দেখা যাউক।

১। বহুবিবাহ।—স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী এককালে বিবাহ করার প্রথা একবারে অপ্রচলিত না হইলেও উহা এত বিরল যে, এ প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি নারী এককালে একাধিক স্বামী গ্রহণ করিলে কাহার দ্বারা কখন কোন্ সন্তান উৎপাদিত হইল এবং কাহার সাহায্যে কোন্ সন্তানকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিবেন, নিশ্চয় করা একান্ত দুরূহ। এতদ্ভিন্ন একটী স্ত্রীলোক সাধারণের সম্পত্তি হইলে দাম্পত্য প্রণয়ও তত গাঢ় এবং দায়িত্বও তত গুরুতর হয় না। বহুপতি

সহবাসে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সেবনের মাত্রা নিশ্চয় লঙ্ঘন করিতে হয়, তজ্জন্য পুরুষের অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের ন্যায় নারীদেহ তত বলহীন না হইলেও অতিরতি ও বিবিধ রস সংস্পর্শে নানাপ্রকার সঙ্গমজ ব্যাধি জন্মে। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইলেও ত প্রকৃতির কতকটা অবমাননা হইয়াই শেষ হইত, কিন্তু সন্তান উৎপাদনরূপ যে স্বর্গীয় শক্তি লাভার্থে প্রকৃতি মনুষ্যকে জননেন্দ্রিয় ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়াছেন, বহুপতি সহবাসে সেই ইন্দ্রিয়সেবনের মাত্রা উল্লঙ্ঘন করিলে জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইয়া যায়, তখন প্রকৃতি এপ্রকার কৃতঘ্ন দুশ্চারিণী নর-পিশাচীর নিকট হইতে সন্তান উৎপাদিকাশক্তি একবারে অন্তরিত করিয়া দেন। বারাঙ্গনাগণ এবিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এককালে একাধিক বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক মহাপাপ। সৌভাগ্যক্রমে ভূমণ্ডলে এ পাপের অস্তিত্ব আছে কি না, সন্দেহ। পুরুষসকল সমাজে অপেক্ষাকৃত প্রতাপান্বিত, সুতরাং সামাজিক নিয়মাদি সংগঠনকালে তাহারা যে, মানবসুলভ স্বার্থপরতা ভুলিয়া যাইবেন ইহাও অসম্ভব। সভ্যজাতিমধ্যে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ে পুরুষের এককালে একাধিক দারপরিগ্রহের নিয়ম প্রচলিত আছে। খৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম, রাজশাসন, সমাজশাসন, সমুদয়ই পুরুষের এককালে একাধিক দারপরিগ্রহের নিতান্ত প্রতিকূল। ভারতে প্রাচীন রাজবংশে ও বঙ্গদেশে কুলীনবংশে পুরুষের বহুবিবাহের যত প্রচার, মুসলমান বাদসাহপ্রভৃতির মধ্যেও ঐ প্রকার দেখা যায়। যাহা হউক, সন্তান উৎপাদন জন্য পুরুষের অতি সামান্য সাহায্য অতি অল্পকালের নিমিত্ত আবশ্যক হয়, আর ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি শতাধিক নারী ও সহস্রাধিক সন্তানকে অবলীলাক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ, লালনপালন ও উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে পারেন; সুতরাং ঐশ্বর্য্যশালীর একাধিক পাণিগ্রহণ প্রকৃতির ইচ্ছার প্রতিকূল নয় আপাততঃ এরূপ বোধ হয়। আর অনেক হীনজাতীয়া স্ত্রী স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া গ্রাসাচ্ছদন ও সন্তান পালন করিয়া থাকে; এমন কি, কোন কোন জাতির

কন্যা "গাছে থেকে নাম তুমি, মাটি কেটে খাওয়াব আমি" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পরিণীতা হয়, এরূপ জাতির পুরুষের বহুদারপরিগ্রহই বা প্রকৃতির ইচ্ছার প্রতিকূল কিরূপে?

অতুল ঐশ্বর্য্যশালীর বহুবিবাহ প্রকৃতির ইচ্ছার প্রতিকূল নয় এরূপ ভাবিলে, উপভোগ্য বস্তুর অভিনবত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয়সেবনের ইচ্ছা অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, উহা প্রকৃতির ইচ্ছার নিতান্ত প্রতিকূল। বহুদারপরিগ্রহে ইন্দ্রিয়সেবনের মাত্রা কদাচ পরিমিত রাখা যাইতে পারে না, সুতরাং ভোগাধিক্যবশতঃ দেহ ও মনের বলহীনতাহেতু অকালে জরা উপস্থিত হয়। এই জীর্ণ অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান পীড়িত না হইলেও জীর্ণশীর্ণ হইবে। স্বেচ্ছায় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কুসন্তান উৎপাদন করা মহাপাপ। আর আত্মঘাতী হওয়া যেমন একটী মহাপাপ সেইরূপ স্বেচ্ছায় দেহ ক্রমেঃ নষ্ট বা জীর্ণ করাও তদপেক্ষা মহাপাপ। একাধিক দারপরিগ্রহে অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন পাপানুষ্ঠান হয় এবং এই পাপজন্য ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ ও বন্ধ্যাতারোগ জন্মে। প্রকৃতি যে মহৎ উদ্দেশ্যে জননেন্দ্রিয় দিয়াছেন তাহাকে এপ্রকারে স্বেচ্ছায় কলঙ্কিত করা অপেক্ষা ভূমণ্ডলে আর অধিক পাপ কি আছে? হে অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিন ভাগ্যধর! তুমি এই কথা নিয়ত মনে রাখিও, মনুষ্যের অবস্থা নিয়ত চক্রনেমির ন্যায় উৰ্দ্ধ ও অধোগামিনী হইতেছে, একথা জগতের অতীত ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তুমি আজ আমীর আছ, কাল যে ফকির হইবে না, তাহা কে বলিল? আজ আমীররূপে যে সহস্র নিঃসহায় পুত্রকন্যা ও শত শত অসহায় নারীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আস্ফালন করিতেছ, আগামী কল্য যে, তোমাকে সহস্রদ্বার ভ্রমণ করিয়া আর্ত্তনাদসহকারে অশ্রুবারিসিক্তবদনে উদরান্ন সংগ্রহ করিতে হইবে না তাহার স্থিরতা কি? আরও দেখ, মনুষ্যের জ্ঞান উপার্জ্জন, শিক্ষা ও উন্নতির সীমা নাই; সুতরাং শতপুত্রে শিক্ষাদান জন্য যত অর্থ ব্যয় করিবে, অল্পসংখ্যক পুত্রের জন্য যদি তত ব্যয় করা হয় তাহাহইলে সে যে তোমার কুলতিলক—কুলতিলক

কেন, মানব-কুলতিলক হইবে না, কে বলিতে পারে? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, বহু নারী ও বহু পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন জন্য যত অর্থ, যত্ন ও ক্ষমতা ব্যয়িত হইবে, তাহার কিয়দংশ এক নারী ও কয়েকটি পুত্রের জন্য ব্যয় করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিবার উপযোগি অন্যান্য শত শত উৎকৃষ্ট কার্য্যে কি অবশিষ্ট অর্থ করা সুসঙ্গত নহে?

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চারি প্রকার সাধনার জন্য শরীর ধারণ। শুদ্ধ একপ্রকার সাধনায় কি মানবজন্ম সার্থক হইবে? তুমি তোমার ষোল আনা দাম্পত্যপ্রণয়, যদি একটী নারীর ষোল আনা দাম্পত্যপ্রণয়ের সহিত বিনিময় কর, তাহাতে তোমার যত লাভ, বহু নারীর প্রত্যেকের ষোল আনার সহিত তোমার ষোল আনার বহু অংশের একাংশ বিনিময় করিতে যাইয়া কি সেরূপ লাভবান্ হইবে?—কখনই নয়, কেবল দুরাশা ও বিড়ম্বনাই সার হইবে। বহুরমণীমোহন হইয়া তুমি যাহার সহিত যতটুকু ভালবাসা বিনিময় করিতে যাইবে, নিশ্চয় জানিও, তাহার নিকটহইতে তদপেক্ষা কম পাইবেই পাইবে। তুমি কি দেখ নাই অবোধ সংস্কারাধীন সিংহ, ব্যাঘ্র, কপোত, ময়ূর, কীট, পতঙ্গপ্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ এককালে একাধিক মিলনকে নরকবৎ ঘৃণা করে। তুমি কি তাহাদের স্ফূর্ত্তি, মনের সুখ, একচেটে দাম্পত্যপ্রণয়ের স্বর্গীয় সুখ দেখে শিক্ষালাভ করিতে পারনা যে, একাধিক দারপরিগ্রহ কদাচ প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে, সুতরাং এপ্রকার আচরণে সুখ হয় না, এই অবৈধ আচরণের কৃত্রিমসুখ পিশাচীবিভূষিত নরদেহেই শোভা পায়।

হীন জাতি! তুমি ইহা ভাবিও না যে, গবাদি ইতর জন্তুর ন্যায় গ্রাসাচ্ছাদন ও কোনরূপে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল। সন্তান জন্মাইতে হইলে, নীরোগ ও সবল-দেহ-মনযুক্ত সুসন্তান জন্মাইতে তুমি দায়ী। আর সন্তান লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে যুক্ত হইতে হইলে, তুমি জানিও প্রকৃতির নিকট সন্তান সন্ততি যে উন্নত মস্তিষ্ক লাভকরিয়াছে তুমি তাহাতে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ও শিক্ষা সঞ্চার করিতে

দায়ী,--তোমার সন্তান সন্ততি যে আত্মাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উন্নতির উপায় করিয়া দিতে তুমি দায়ী। আর তুমি নিজে যে দেহ মন প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাকে সবল ও সুস্থ রাখিতে তুমি সম্পূর্ণ দায়ী। না রাখিলে তুমি মহাপাপ-গ্রস্ত হইবে এবং সে পাপের ফল তোমাকে যে কোন প্রকারেই হউক না কেন ইহজন্মে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, যত কেন সতর্কতা অবলম্বন না কর, একাধিক নারী পরিণয়ে প্রকৃতিবাঞ্ছিত ইন্দ্রিয়সেবনের মাত্রা তোমাকে বাধ্য হইয়া লঙ্ঘন করিতে হইবেই হইবে। এই সকল কারণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নরনারীর এককালে একাধিক বিবাহ করা প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, দম্পতির মধ্যে একের মৃত্যু হইলে, কি একজন কোন কারণে চিররোগী বা বন্ধ্যা ইত্যাদিরূপে পতিত হইলে, পুরুষ অন্য নারী এবং স্ত্রী অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে পারে কি না? অথবা কোন জাতির মধ্যে স্ত্রী বা পুংজাতির সংখ্যার আধিক্য হইলে, তাহাদের গতি কিরূপ হইবে? এককালে একাধিক দারপরিগ্রহ প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে; কিন্তু অভাবে অবর্ত্তমানে সুসন্তান উৎপাদন করাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুনরায় বিবাহ করা অবশ্যই প্রকৃতিবাঞ্ছিত। এই নিয়ম যে কেবল স্ত্রী কি পুং জাতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে, প্রকৃতির এরূপ ইচ্ছা নহে, স্ত্রীপুরুষ এবিষয়ে সমান অধিকারী। হায়! জগতের সভ্যতা ও জ্ঞানের আদর্শ স্থানীয় হিন্দুসমাজে এই অধিকার কেবল পুরুষকেই দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রকৃতির অপ্রীতিকর স্বার্থপরতা জন্য, হিন্দুসমাজের শত শত অবলা প্রকৃতির বিশেষ আপত্তিকর ইন্দ্রিয়সেবনের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পরমাত্মা-সংযুক্ত জীবশ্রেষ্ঠ মানবজন্মকে পিশাচী অপেক্ষাও হীন করিতেছে। প্রাচীন পুণ্যভূমি ভারত আর নিহতভ্রূণদেহ বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। হে সুবিজ্ঞ সুমতে হিন্দু ভারতসন্তানগণ! তোমরা তোমাদের দুর্গতি অপনয়ন জন্য শতপ্রকার চেষ্টা করিতেছ; কাজে কিছুতেই

রথ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সমাজের একাঙ্গ যতদিন গগনভেদী আর্ত্তনাদে ব্যথিত থাকিবে, সমাজবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া কুলটাসম্প্রদায় পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, প্রকৃতির একান্ত নিষিদ্ধ নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যাপাপস্রোতে দেশ প্লাবিত করিতে থাকিবে, ততদিন তোমরা বদ্ধপরিকরভাবে যত চেষ্টা করনা কেন, পূর্ণাকারে দুর্গতি দূর করিতে প্রয়াস পাইলে কি কখন সিদ্ধমনোরথ হইবে? যে দেহের একাঙ্গ দুঃসহযন্ত্রণায় ব্যথিত, সেদেহের অপরাঙ্গের শান্তি কোথায়? সেদেহে সুষুপ্তির আশাই বা কোথায়? যে মস্তিষ্কের একাংশ দুঃসহ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত, তাহার অপরাংশে হর্ষ বা সুখ উৎপাদক শক্তির প্রভাব কোথায়? যাহা হউক, দম্পতির মধ্যে একজন লোকান্তরিত হইলে অন্যের কান্তান্তর গ্রহণ প্রকৃতির অনিচ্ছা নহে। এপ্রথা প্রায় সকলসম্প্রদায়মধ্যে প্রচলিত ও সকল প্রধান২ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। দম্পতির একজন উৎকট পীড়ায় চিররোগী, নিরুদ্দেশ বা ইন্দ্রিয়সেবন কি জননশক্তিহীন হইলেও অন্যে কান্তান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এবিষয়ের ব্যবস্থাও সকল শাস্ত্রে আছে। * তবে তদনুযায়ী কার্য্য করা নাকরা মনুষ্যের মহত্ব, নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করে।

---

* বিবাহ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মত—বিবাহ ৮ প্রকার—(১) পণদিয়া বিবাহকে "আসুর" (২) বরকন্যা উভয়ের সম্মতিমত তুমি আমার পতি, তুমি আমার ভার্য্যা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহকে "গান্ধর্ব্ব," [৩] যুদ্ধাদিজয় করিয়া বিবাহকে "রাক্ষস" [৪] কন্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় বা সুরাদি পানদ্বারা মুগ্ধকৃত অবস্থায় নির্জ্জনে উপগমন করাকে পৈশাচ, [৫] সগুণ বা নির্গুণ বরকে আহ্বান করিয়া ধনরত্নসমন্বিত কন্যাদান করাকে "ব্রাহ্ম" [৬] পুরোহিতকে দক্ষিণারূপে কন্যাদানকে "দৈব," [৭] গো যুগল পাত্রের নিকট হইতে লইয়া কন্যার সহিত উভয়দানকে "আর্ষ," (৮) এবং কন্যার্থীকে "এই কন্যার সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া কন্যাদানকে "প্রাজাপত্য" বিবাহ কহে। আজকাল "ব্রাহ্ম" ও "আসুর" বিবাহ মাত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে।

ভূমণ্ডলের সমুদয় মনুষ্যই প্রকৃতির নিকট একজাতি; যদি মনুষ্যেরা তদনুসারে কার্য্য করে, তাহাহইলে সমগ্র পৃথিবীতে স্ত্রী বা পুরুষ জাতির

হিন্দুজাতির বিবাহ মন্ত্র আর বেশী কিছুই নহে, পূজা মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া, কন্যাদাতা বলেন যে অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্রী, অমুকের পৌত্রী, অমুকের পুত্রী অমুক নাম্নী কন্যাকে, অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্র, অমুকের পৌত্র অমুকের পুত্র অমুককে ধর্ম্ম, সন্তান ও সুখসম্ভোগের জন্য ভার্য্যারূপে প্রদান করিতেছি।

বর—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলাম।

হিন্দু বিবাহের পাত্রাপাত্র—মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, মাতামহের ও পিতার অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে। ক্রিয়াহীন, স্ত্রীজনক, বেদাধ্যয়নশূন্য, ও দীর্ঘরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বেতী ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বংশসম্ভূত কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

কপিলকেশী অধিকাঙ্গ, চিররোগগ্রস্তা, লোমহীনা বা অতিলোমযুক্তা এবং নিষ্ঠুরবাদিনী ও পিঙ্গললোচনা কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী পর্ব্বত, ম্লেচ্ছ, পক্ষী সর্প দাস ইহাদের নামে যে কন্যার নাম, অথবা যাহার নাম অতি ভয়ঙ্কর একপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

অবিকলাঙ্গী—অর্থাৎ যে অঙ্গহীনা নয় যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, যাহার গতি হংস ও মাতঙ্গের ন্যায়, যাহার লোম, কেশ সূক্ষ্ম ও দন্ত ক্ষুদ্র, একপ কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

বয়স—যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর সে দ্বাদশ বৎসরের কন্যাকে যাহার বয়স ২৪ বৎসর সে অষ্টম বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। একপ নিয়ম অতিক্রম করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

অঙ্গিরা বলেন—অষ্টবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলে, নববর্ষ বয়স্কাকে রোহিণী, দশম বর্ষ বয়স্কাকে কন্যা এবং তদুপরের কন্যাকে রজস্বলা বলে অতএব দশম বৎসর বয়স্কা উপস্থিত হইলে যত্নশীল হইয়া কন্যাদান করিবে তখন আর কালদোষ জন্য দোষ নাই। ১২ বৎসর উপস্থিত হইলে যে কন্যাদান না করে, সে নরকে যায় ও তাহার পিতৃলোক কন্যার রজোবিন্দু পান করে এবং যে ব্যক্তি এই প্রকার কন্যা বিবাহ করে, সে পতিত হয়। এই প্রকার কন্যার সহিত একরাত্রি সহবাস করিলে তিন বৎসর ভিক্ষান্নভোজন ও জপদ্বারা শুদ্ধ হইতে হয়।

সৃষ্টির সংখ্যার কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষে তাদৃশ ক্ষতি হয় না। সুতরাং ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও জাতিভেদ প্রথাপ্রযুক্ত কোন সম্প্রদায়ে স্ত্রী বা

[মনু] কন্যা ঋতুমতী হইয়া তিনবৎসর অপেক্ষা করিতে পারে; এইকাল মধ্যে যদি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি উহার বিবাহ না দেয় তবে সে স্বয়ংবরা হইতে পারে।

নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ—যাহাকে কন্যাদান করাযায় সেব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত ক্লীব, যথেচ্ছাচারী, সগোত্র, দাস অথবা চিররোগী হয় তাহা হইলে বিবাহিত কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্যপাত্রে সম্প্রদান করাযায়।

[পরাশর] স্বামী মরিলে, পতিত হইলে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, নিরুদ্দেশ হইলে, নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে।

পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ—স্ত্রী মদ্যপানে রতা, দুঃশীলা, পতির প্রতিকূলাচারিণী, কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা, হিংস্রস্বভাবা ও অর্থনাশকারিণী হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারাযায়। প্রথম ঋতু হইতে ৮ বৎসর মধ্যে সন্তান না জন্মিলে, স্ত্রী বন্ধ্যা বলে অবধারিত হয়, তৎপর বিবাহ করা যাইতে পারে। যাহার কেবল কন্যা জন্মে সে প্রথম ঋতু হইতে একাদশ বর্ষ পরে দ্বিতীয়দার গ্রহণ করিতে পারে।

যাহার সন্তান হইয়া নষ্ট হয়, সে প্রথম ঋতু হইতে দশম বর্ষে দ্বিতীয়দার গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে স্ত্রী রুগ্না, পরন্তু অনুকূলা ও সুশীলা, পতি তাহার সম্মতি লইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে কোন অবস্থাতেই স্ত্রীকে অবমাননা করিতে পারে না। স্ত্রী ত্যাগ করা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈধ নহে।

ঢাকা নিবাসী মৌলবী মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট হইতে মুসলমান শাস্ত্রসম্মত বিবাহের নিম্নলিখিত বিবরণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি,—

১। বালক ও নাবালক সকল অবস্থাতেই বিবাহ হইতে পারে, শাস্ত্রে ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বালকদিগের আপন ইচ্ছাতে বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু নাবালকদের অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। পুরুষ ১২ বৎসরের কম ও স্ত্রী ৯ বৎসরের কম হইলেই নাবালক।

২। বিনা তিন প্রকার সকল বংশেই বিবাহ হইতে পারে।

৩। পুরুষের একত্রেই ৪ বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রথম তিন স্ত্রীর সমান

পুরুষের সংখ্যা অধিক হইলে যে, বহুবিবাহ প্রকৃতির বাঞ্ছিত, এরূপ চিন্তা করা কদাচ উচিত নহে। সভ্যদেশ সকলে কুলটা, বিধবা ও অবিবাহিতা অবস্থায় অনেক নারী পতিতা আছেন, এই সামাজিকবিভ্রাটেই নরনারীর সংখ্যার সামঞ্জস্য প্রকারান্তরে রক্ষিত হইতেছে। অধিকন্তু নারীর জননশক্তি স্বভাবতঃ ২০।২৫ বৎসর মাত্র থাকে, কিন্তু পুরুষের জননশক্তি উহার দ্বিগুণ-কাল থাকে। এই নৈসর্গিক নিয়মেও নারীজাতি, সংখ্যায় অধিক হইলেও জননকার্য্যসম্বন্ধে অত্যধিক সংখ্যক বলিয়া গণনীয় নহে। আর জননকার্য্যে পুরুষের সাহায্য ক্ষণিক, কিন্তু নারীর সাহায্য দীর্ঘকাল স্থায়ী; অন্ততঃ এক বৎসর। এই কারণে নারীসংখ্যার আধিক্য হইলেও জননকার্য্যসম্বন্ধে সে আধিক্য গণ্য নহে। জননকার্য্যে নারীজীবন অনেক নষ্ট হয়। এই সকল কারণেও উভয় জাতির সামঞ্জস্য অনেক রক্ষিত হয়। হিন্দুজাতির মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহ যেন একটা সখের কাজ, ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করা হয়, অনেকস্থলে সন্তানসন্ততি না জন্মিলেই পুনরায় বিবাহ করিতে দেখা যায়; কিন্তু এরূপস্থলে সাবধানতাসহকারে দেখা উচিত, পুরুষ কি স্ত্রী বন্ধ্যা। আজ কাল যেরূপ "দিন কাল" পড়িয়াছে, যেরূপ কাঁচা বয়সে অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের প্রাদুর্ভাব, বারবিলাসিনীগণের প্রতি লোকের বাল্যকাল হইতে যেরূপ অচলা ভক্তি, তাহাতে উপদংশ, প্রমেহ, শুক্রমেহ ইত্যাদি পীড়া জন্য অনেকস্থলে জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইয়া পুরুষই বন্ধ্য হয়; দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপন্ন না হইলে এবিষয় জানিতে আর বাকী থাকে না। যাহাহউক, এই কুরীতির বিষয়ে লোকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। পুত্র উৎপাদনই যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, তবে যেস্থলে শাস্ত্রে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি আছে, সেস্থলে অপুত্রক

বা অসম্মতি থাকিলেও পরং ৪র্থ বিবাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু ৪টি জীবিত থাকিতে ৫ম বিবাহ হইতে পারে না।

৩। খরিদা দাসী হইলে একশত কি ততোধিক রাখিতেও সহবাস করিতে পারে, তাহাদের সহিত বিবাহ হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

ব্যক্তি অনিশ্চিত আশায় বহুবিবাহরূপ পাপাচরণদ্বারা বৈজ্ঞানিক অবৈধ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আত্মহত্যাকে যে কারণে পাপ বলাযায়, বহুবিবাহকেও ঠিক সেই কারণে পাপ বলা যাইতে পারে।

২। বৈজ্ঞানিক বিবাহের কাল।—জ্রূণদেহের গঠন বিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া নিজের যন্ত্রবলে নিজদেহ স্বাধীনভাবে রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিবার শক্তি পাইলেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত মাতৃ-দেহের তাপ ও মাতৃ স্তন্যপান ভিন্ন স্বাধীনভাবে জীবিত থাকিতে পারে না। শিশুদেহের বাহ্যগঠনাদি যদিও দেখিতে প্রায় পূর্ণ, তথাপি বৈজ্ঞানিক পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির দেহ ও শিশুর দেহে শতং প্রভেদ দেখা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ৭।৮ মাসে উপনীত হইলে, এইকাল মধ্যে উহার পাকযন্ত্রের গঠন অনেকটা পূর্ণহইতে থাকে, দন্ত উদ্ভিন্ন হয়, এই সময়হইতেই উহার পাকস্থলী মাতৃদুগ্ধভিন্ন অন্য দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুকোমল অস্থিগুলি ক্রমে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে বালক গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। ক্রমে দুই বৎসর বয়সে সমুদয় দন্ত উদ্ভিন্ন ও ব্রহ্ম, তালু ইত্যাদি স্থানের অপূর্ণ অস্থি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সমুদয় 'দুধেদাঁত' বাহির হইলেই বুঝাযায় যে, শিশুর পাকস্থলীর গঠন পূর্ণ হইয়াছে। ঐসময় দন্তদ্বারা কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিবার শক্তি জন্মে, পরিপাকের উপযোগী লালা ও পাকস্থলীর পাকরসউৎপাদক গ্রন্থিগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, ক্রমে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধিসহ-কারে বালকের পাকস্থলী দৃঢ় ও সুচারুরূপে কার্য্যোপযোগী হইলে, ৭।৮ বৎসরের পর দুধেদাঁতগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎস্থানে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দৃঢ় ও অধিকসংখ্যক স্থায়ী দন্ত উদ্ভিন্ন হয়। আমরা যেমন বাহিরহইতে বালকের দন্তের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, উহার দেহের ভিতরেও ঠিক সেই প্রকার নানারূপ পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যভাবে সংঘটিত হইতে থাকে। শিশু কাজ কর্ম্ম কিছুই করে না, অথচ অনেকবার আহার করে এবং তাহার

দেহের তুলনায় যুবা ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ অধিকাংশ কাল নিদ্রাতেই অতিবাহিত করে। বৈজ্ঞানিক প্রাপ্ত বয়সে দেহ শ্রমদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নিদ্রাকালে সেই ক্ষতি পূর্ণ হয়, কিন্তু শিশু হস্ত পদ সঞ্চালন ইত্যাদিতে ক্ষতি সামান্য শ্রম করে এবং দীর্ঘকাল নিদ্রা যায়, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আছে,—শিশুর দেহ অপূর্ণ, সুতরাং নিদ্রাকালে খাদ্যের সার দ্রব্যাদিতে উহার দেহের অপূর্ণ অংশ গঠিত হইতে থাকে, এজন্য শিশু এত দীর্ঘকাল নিদ্রা যায় ও এত অধিক আহার করে। বালকের দেহের কোন স্থানে ক্ষত হইলে, কি কোন স্থান আহত হইলে বা কাটিয়া গেলে, কত শীঘ্র তাহা সংস্কৃত হয়, এই ঘটনা যিনি মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনিই উহা সম্যকপ্রকারে বোধগম্য করিতে পারিয়াছেন। যাহাহউক, এইপ্রকারে বালকের দেহের কোমলাংশসকল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে এই গঠন শেষ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের প্রয়োজন। এইকালে দেহের সমুদায় কোমল ও কঠিন উভয়বিধ নির্ম্মাণ পূর্ণাকার প্রাপ্ত ও দৃঢ় হয় এবং নিজ২ কার্য্য পূর্ণাকারে সাধন করিতে সক্ষম হয়। এইকালেই যোড়ার উপযোগী অস্থির ভিন্ন২ অংশ একত্র মিলিত হইয়া অস্থিগুলি পূর্ণভাব ধারণ করাতে কঙ্কাল সুদৃঢ় ও পূর্ণ হয়, জ্ঞান-দন্ত উদ্ভিন্ন হয়, অর্থাৎ দন্তের ৩২টি সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই সময় দেহ পূর্ণ হওয়াতে পূর্ব্বে রক্তে যে সার অংশ অপূর্ণ দেহের পূর্ণতা সংসাধনে ব্যয়িত হইতেছিল, তাহা এখন দেহের সমুদায় নির্ম্মাণের দৃঢ়তাসম্পাদন করে। এইপ্রকারে মানবদেহ বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অঙ্গগুলি পূর্ণঅবস্থা প্রাপ্ত হয়, জননেন্দ্রিয় ও সেই প্রকার পূর্ণভাব ধারণ করিতে থাকে। মনুষ্য ২২-২৫ বৎসর বয়সে বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ জন্তুগণ যতদিন বাঁচে, তাহাদের দেহ বৈজ্ঞানিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে অন্ততঃ ঐকালের এক পঞ্চমাংশ আবশ্যক। মনুষ্য মোটামোটি একশত বৎসর বাঁচে, এজন্য ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মানবদেহ কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক পূর্ণ-

তাপ্রাপ্ত হয় না। ২৫ বৎসর ধার্য্য করিবার কারণ এই যে নানাবিধ কারণে দেহের পূর্ণতাপ্রাপ্তির কখনও কিছু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির ১৩—১৪ ও পুংজাতির ১৬—১৭ বৎসর বয়সেই জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু গঠন পূর্ণ হইলেই উহারা সুদৃঢ় ও নিজ২ কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে কদাচ সক্ষম হয় না। যেমন দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে একটী মাটীর হাঁড়িকে ঠিক কার্য্যোপযোগী বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে জল রাখিলে বা হাঁড়ির অন্যান্য কার্য্য করিলে উহা অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; সেইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রাপ্ত বয়স্ক হইবার পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণ দেখা গেলেও তাহা, অদগ্ধ হাঁড়ির ন্যায় নিজকার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকে। যেরূপ ফল উৎপাদনে বৃক্ষের কিয়দংশ নষ্ট হয়, সেই প্রকার সন্তান উৎপাদনেও পিতামাতার দেহের কিয়দংশ ব্যয়িত হয়। দেহের গঠন পূর্ণ হইলে, পোষণউপযোগী দ্রব্যে শ্রমজনিত ক্ষয় প্রাপ্ত অংশ পূর্ণ করিয়া, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা অনায়াসে সন্তান উৎপাদন কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে, কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়সে যে অংশ দেহগঠনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহার অধিকাংশ যদি সন্তান উৎপাদনেই ব্যয় করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে অপক্ক, অপূর্ণ দেহ কোনকালেও পক্ক ও পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে যদি অতিশ্রম, ইন্দ্রিয়সেবন, বিশেষতঃ অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন আরম্ভ করা যায়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই দেহ চির কালের জন্য অপূর্ণ থাকে, অকালবার্দ্ধক্য বা জরা উপস্থিত হয় এবং আয়ুর্হ্রস্ব হইয়া থাকে। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করা প্রকৃতির অনুমোদিত নহে। বস্তুতঃ ২২—২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করা বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় সেবন করা বৈজ্ঞানিক মহাপাপ। এই পাপের ফল পাপিমাত্রকে নিশ্চয়ই আজীবন ভোগ করিতে হয় এবং বংশপরম্পরাও ঐ পাপজনিত ফলের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

যৌবন অবস্থা ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালি-

কার ডিম্বকোষ অত্যন্ত-ক্ষুদ্র ও তথায় রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত মৃদু থাকে। যদিও বালিকার ডিম্বকোষহইতে বিশেষপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়; তথাপি তাহা এতদূর পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না যে, তাহাতে ডিম্বকোষ ভেদ করিয়া গর্ভাশয় প্রভৃতি স্থানে আসিতে পারে। এই দ্রব্য ডিম্বকোষে সন্তান উৎপাদনউপযোগী না হইয়া শীঘ্রই তথায় লয়প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ ইহাতে স্ত্রীশক্তি থাকে না। যৌবন অবস্থায় জননেন্দ্রিয় ও দেহের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের সহিত এই দ্রব্য পূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু দেহের গঠন পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কদাচ সুপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হয় না। এই কাঁচা স্ত্রীশক্তি সন্তান উৎপাদন কার্য্যে নিযোজিত করিলে তাহাতে পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট সুসন্তান কদাচ উৎপন্ন হয় না। রজঃপ্রকাশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বালিকার যোনিপ্রণালী "সতীচ্ছদ" নামক সুদৃঢ় পর্দ্দায় আবৃত থাকে, অতএব রজঃপ্রকাশের পূর্ব্বে বালিকার ইন্দ্রিয়সেবনে প্রকৃতি কেমন প্রতিবন্ধকতা সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। রজঃপ্রকাশের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সেবন করিলে বালিকা প্রায় গর্ভবতী হয় না, কিন্তু তাহাতে অকালে রজোদয় হয় এজন্য এস্থলে ইহা উক্ত হইল।

এদিকে বালক যৌবন অবস্থার নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দেহে পুংশক্তি হয়না; ১২—১৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শুক্ররস উৎপন্ন হইলেও তাহাতে শুক্রের সারবস্তু-শুক্রকীট থাকে না। আর থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত কম এবং গঠন ও অবস্থা এত হীন যে, তাহাতে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই শুক্রসার পূর্ণযৌবনে পূর্ণকায় প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক প্রাপ্ত বয়সেই সুপক্ক ও সুসন্তান উৎপাদনের উপযোগী হয়, এইজন্য বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে পুংশক্তি এত হীনাবস্থায় থাকে যে, তাহাতে কদাচ সুসন্তান উৎপাদিত হইতে পারে না।

বিবাহ ও ইন্দ্রিয়সেবন এককথা নহে, এজন্য অনেকে বলিতে পারেন যে, বাল্যবিবাহ দূষণীয় নহে, ইন্দ্রিয়সেবন না করিলেইত হইল। আমরা বলি, বিবাহ হইলেই বালক বালিকা বা যুবক যুবতীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত

হইতে থাকে, যৌবনাবস্থার প্রারম্ভেই উত্তেজনা ও প্রলোভনের আধিক্য ইত্যাদিতে বালিকা অকালে ঋতুমতী হয়, এবং যুবার দেহে অকালে শুক্র উৎপন্ন হয়। মনের গতি বিশেষ প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও মনে নানা-প্রকার সুখভোগের ইচ্ছা উদিত হওয়াতে শোণিতস্রোতঃ জননেন্দ্রিয়ের দিকে ধাবিত হইয়া অকালে তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ইহা সকলেই জানেন যে, ইন্দ্রিয়সেবন বিষয়ক চিন্তা ও উত্তেজনায় যৌবন অকালে প্রস্ফুটিত হয়, এই কারণেই আমাদের এই হতভাগ্য দেশে বালিকাদেহে রজোদয় হয় এবং এই অবৈজ্ঞানিক বিবাহ পাপেই বালিকা কুপুত্র প্রসব করিয়া দেশ অপবিত্র করিয়া থাকেন। এতাবতা প্রতিপন্ন হইতেছে, বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করা বিবিধপ্রকারে বৈজ্ঞানিক মহাপাপ। এই মহাপাপেই বাঙ্গালী জাতির বংশ পরম্পরা উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত এইপ্রকার অবৈজ্ঞানিক বিবাহের অন্তর্দ্ধান না হইবে, সে পর্য্যন্ত শত চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালীর দেহ মন কদাচ সবল হইবে না।

বার্দ্ধক্য বা স্বাভাবিক জরাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কদাচ পূর্ণাঙ্গ, সবল ও সুস্থকায় হইতে পারে না, এবং দাম্পত্যসুখও উৎপন্ন হয় না, এজন্য বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক পাপ।

৩। নরনারীর বয়সের অধিক বিসদৃশ অবস্থায় তাহাদের মিলনে কদাচ সুসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না, এজন্য অত্যন্ত বিসদৃশ বয়সে বিবাহ করাও বৈজ্ঞানিক মহাপাপ। যখন দেখা যায় বাল্যাবস্থায় মনুষ্য চঞ্চলস্বভাব, মিষ্টান্ন ও ক্রীড়া প্রিয় থাকে, যৌবনাবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শণ ইত্যাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়সুখ ও উপভোগইচ্ছা প্রবল হয়, আশা, অধ্যবসায়, শ্রম-শক্তিপ্রভৃতি প্রবল হয়; বৃদ্ধাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও সংসার সুখ অকিঞ্চিৎকর বোধ ও বৈরাগ্য উদয় হয়, যখন জীবনের ভিন্ন২ অবস্থায় মতি গতিপ্রভৃতি অবশ্য ভিন্ন২ হওয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তখন বালকের সহিত বৃদ্ধা, বা বৃদ্ধের সহিত বালিকার মিলন কিপ্রকারে সম্ভবে? এবং এপ্রকার অবৈধ বিবাহে সুপুত্র

প্রসবের আশাইবা কিপ্রকারে করা যায়।

৪। রুগ্ন বা জরাগ্রস্ত অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কদাচ সুসন্তান হইতে পারে না, এজন্য চিররোগী জরাগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক পাপ। এমন অনেকগুলি রোগ আছে যে, তাহা সাক্ষাৎভাবে পিতা কি মাতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হয়। ঐসকল রোগের প্রবল অবস্থায় অথবা চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক পাপ। যক্ষ্মাকাশ, গণ্ডমালা, উপদংশ, মৃগী, কুষ্ঠ, উন্মাদ, শ্বাসকাশ প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ রোগ।

৫। বিবাহের পাত্রাপাত্র ভেদ—সমগুণবিশিষ্ট রক্তের যোগে সন্তানাদি উৎপাদন করিলে, সে সন্তান প্রায়ই নির্ব্বোধ, অঙ্গহীন, কুষ্ঠ, বধির, অন্ধ, কুব্জ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। এজন্য রক্তসংস্পৃষ্ট নিকটসম্পর্কে বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক পাপ। ইহা বেশ জানা আছে যে, একক্ষেত্রে পুনঃ২ একপ্রকার শস্য রোপণ করিলে তাহা উত্তরোত্তর অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যের পক্ষেও এই নৈসর্গিক নিয়মপ্রভাবে একপ্রকার বীজও ক্ষেত্র যত পুনঃ২ ব্যবহৃত হয় ততই উহার ফল ক্রমশঃ অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়।

৬। নরনারীর বয়স, আচার ব্যবহার ও বাসস্থানগত পার্থক্য।—মুসলমান ও খৃষ্টান জাতীয় পুরুষ, ইচ্ছামত বয়োধিক বা বয়ঃকনিষ্ঠা নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু হিন্দুজাতির মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীর পাণিগ্রহণই শাস্ত্রসম্মত* এই হিন্দুপ্রথার ৩টি সামাজিক ও ২টি বৈজ্ঞানিক কারণ দেখা যায়।

সামাজিক—(১) মনুষ্য বিবাহিত হইলেই সংসারের গুরুভার বহন করিতে বিশেষপ্রকারে বাধ্য হয়, আর পুরুষকেই এই ভারের অধিকাংশ বহন করিতে হয়। বয়োধিক ব্যক্তি স্বভাবতঃই বয়ঃকনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্ঞানী ও কার্য্যক্ষম, এজন্য পুরুষ বয়োধিক হইলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়।

* শুষ্কমাংস আর বৃদ্ধানারী নবপ্রাত, শরৎকালিন রৌদ্র দধি অন্ন আতি, প্রভাতে মৈথুন আর নিদ্রা এই ছয়, শীঘ্র প্রাণ হরণ করতে নিশ্চয়।

(২) কোন কারণে পুরুষ নারী অপেক্ষা হীনমতি ও দুর্ব্বল হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নারীর নিকট সম্মানিত হইতে পারেন, পুরুষ নারীর নিকট সতত সম্মানিত হইলে তাহা অনেক প্রকারে শুভকর। নারী স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য করিলে পদে২ বিপন্ন হয় ইত্যাদি। (৩) নারী অপেক্ষা পুরুষ বিলম্বে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক পরে সন্তান উৎপাদিকাশক্তি হীন হয়। যৌবনান্তে নারীর যৌবনমাধুরী শীঘ্র অন্তরিত হয়, এরূপ অবস্থায় নারী বয়োধিকা হইলে পুরুষের অনাস্থা হইতে পারে। ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক (১)—চুম্বকীয় চিকিৎসকগণ বলেন, দুইব্যক্তি একত্র অবস্থান করিলে, অবস্থাবিশেষে দুর্ব্বল ও বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির দেহহইতে চুম্বকীয়শক্তি সবল ও বয়োধিক ব্যক্তির দেহে পরিচালিত হয়। সঙ্গমাদিতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অধিক বলক্ষয় হয়, আর সাংসারিক গুরুভারের অধিকাংশ পুরুষকেই বহন করিতে হয়। এই সকল কারণে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের শক্তির প্রয়োজন এবং ঐ শক্তি রক্ষার উপায় বিধানেরও প্রয়োজন, সুবিজ্ঞ হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তগণ সম্ভবতঃ এজন্যই বয়ঃকনিষ্ঠা নারীর পাণিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

(২) বহুদর্শিতায় দেখা গিয়াছে যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়স যত অধিক হয়, তাহাদের সংসর্গে পুত্র জন্মিবার তত অধিক সম্ভাবনা। যদিও প্রকৃতির নিকট পুত্রকন্যা উভয়ই সমান, তথাপি কন্যাজনক বংশ পরিণামে উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। আর্য্যজাতির মধ্যে পুত্রেরই আদর অধিক এবং তাঁহারা এবিষয় বেশ জানেন যে, সংসারের অধিকাংশ কঠোরকার্য্য সাধন পুরুষেরই সাধ্যসাপেক্ষ, নারী তাহার সহকারীমাত্র। বস্তুতঃ নারীজাতির আকার, গঠন বল, বুদ্ধি ইত্যাদি দৃষ্টে তাহারা যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, তাহার লালনপালন ও অন্যান্য লঘুকার্য্য সাধনজন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়; এবং সংসারে এই বিষয়ের ভূরি২ সাক্ষ্যও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এইজন্য সুবিজ্ঞ আর্য্যপণ্ডিতগণ পুত্র উৎপাদন প্রধান লক্ষ রাখিয়া বয়োকনিষ্ঠা নারীর পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

কেহ২ বলেন সবল ও দুর্ব্বল জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে দুর্ব্বল জাতির অবস্থা উন্নত হয়, আমরা একথা স্বীকার করি, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীও বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম মেধা ও উক্ত জাতিগণের দৈহিক বল বাঙ্গালিজাতির মধ্যে পরিচালিত হইয়া সকলের উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু মার্কিন ও ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশবাসী অতি বিসদৃশ আচার ব্যবহার ও অতি বিসদৃশ রক্ত সংযুক্ত জাতির সহিত বাঙ্গালি জাতির পুত্র কন্যার আদান প্রদানে যে জাতীয় অবস্থা উন্নত হয় আমরা এরূপ বিবেচনা করি না, চুণাগলির কেলেসোনারাই একথার দৃষ্টান্ত। যখন নরনারীর অতি বিসদৃশ বয়স হইলে তাহাদের সংযোগে সুপুত্র হয় না, আর আমেরিকার পেরুদেশসম্ভূত সিঙ্কোনা প্রভৃতি বৃক্ষ যেখানে সেখানে নানাপ্রকার মাটীতে তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় না, তখন অতি বিসদৃশ জাতির পরস্পর মিলনে সুপুত্রের আশা কিরূপে সম্ভবে? এমনকি কোন২ চিকিৎসক বলেন যে রিকেটস্ নামক অস্থিপীড়া (যাহাতে বালক উপযুক্ত বয়সে চলিতে পারে না, সময়ে দাঁত উঠে না, হাড় সকল বাঁকা হইযা যায়, সময়ে কথা কহিতে পারে না) অসবর্ণ বিবাহসম্ভূত সন্তান সন্ততিরই অধিক হইয়া থাকে। (Reynolds System of Medicine)

৭। কৌলিকস্বভাব, দেহপ্রকৃতি ও বিশেষ২ প্রকার দেহের অবস্থায় বিশেষ২ প্রকার পীড়া সহজে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বিশেষ অবস্থাকে ধাতুপ্রকৃতি বলে নরনারীর একপ্রকার ধাতুপ্রকৃতি সংযোগে সুসন্তান উৎপন্ন হইলে বিশেষকপ্রার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। এজন্য সমান ধাতু ও দেহপ্রকৃতি বিশিষ্ট নরনারীর বিবাহ হওয়া বৈজ্ঞানিক দোষ। এই বিশেষ২ প্রকার ধাতুপ্রকৃতির লক্ষণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(১) রক্ত প্রধান ধাতু—দেহ হৃষ্টপুষ্ট মাংসপেশী সকল দৃঢ, চক্ষু নীলবর্ণ, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, চর্ম্ম কোমল ও তথায় রক্তচলাচল প্রবল, নাড়ী পূর্ণ, ও চঞ্চল, মুখশ্রী সজীবতাপূর্ণ গমনাগমন দ্রুত, কামক্রোধাদি সহজে উত্তেজিত

হস্ব, মন দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ চঞ্চল।

(২) শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বা রসপ্রধান ধাতু—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দেহের সাধারণ গঠন পূর্ণ বা গোল, মাংসপেশী কোমল, চুলের বর্ণ অগাঢ়ীর, চক্ষু নীলাভ অর্থাৎ স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণের গাঢ়তা কম, চর্ম্ম মলিন বা অনুজ্জ্বল, অধরোষ্ঠ বৃহৎ, রক্তচলাচল মৃদু, নাড়ী মৃদু, দৈহিক ও মানসিক সমুদায় ক্রিয়া মৃদু।

(৩) পিত্তপ্রধান ধাতু—মাংসপেশী দৃঢ়, শরীরের বাহ্যদৃশ্য রুক্ষ, দেহের আকারপ্রকার গঠনাদি সুস্পষ্ট, চুল ও চক্ষু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শরীরের বর্ণ গাঢ়, চর্ম্মের শিরাসকল উচ্চ, নাড়ী পূর্ণ, দৃঢ় ও অল্প চঞ্চল, আকৃতি বেশ উদ্যমযুক্ত, দৈহিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা অধিক, কোন বিষয়ে একাগ্রতা দীর্ঘস্থায়িনী।

(৪) স্নায়ুপ্রধান ধাতু—দেহ খর্ব্বাকার ও ক্ষীণ, মাংসপেশী সংকীর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, চুলের বর্ণ লঘু, দেহের কান্তি অনুজ্জ্বল, অধরোষ্ঠ ক্ষীণ, চক্ষুর্দ্বয় ভাসা অর্থাৎ অগভীর ও উজ্জ্বল, নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও চঞ্চল, শোক দুঃখ নিরাশাদিতে সহজে অভিভূত হয়। অনুভবশক্তি তীক্ষ্ণ, কার্য্যকলাপ ও চিন্তা দ্রুত, কল্পনাশক্তি প্রবল, সহানুভূতি সুতীক্ষ্ণ। এই সকল ধাতুর অমিশ্র অবস্থা অতি বিরল, অধিকাংশ দেহে একাধিক প্রকার ধাতুপ্রকৃতির সন্নিবেশ দেখা যায়, ফলতঃ প্রায়ই এক২ প্রকার ধাতুগত লক্ষণের প্রবলতা থাকে। প্রত্যেক প্রকার ধাতুতে বিশেষ২ প্রকার পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে।—১, রক্ত প্রধান ধাতুতে প্রবল প্রদাহ, প্রবল রক্তস্রাব। ২, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুতে রক্ত সঞ্চয় ও অপ্রবল প্রদাহ, গ্রন্থি পীড়া ও গুটিকা সঞ্চয়কারী ব্যাধি (যথা যক্ষ্মা, গণ্ডমালা)। ৩, পিত্তপ্রধান ধাতুতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের নানাপ্রকার পীড়া, উদ্যমরাহিত্য বা নিরুদ্যমতা। ৩, স্নায়ুপ্রধান ধাতুতে অস্বাভাবিকরূপ মানসিক উত্তেজনার আধিক্য এবং স্নায়বীয় (বায়ু পীড়া) পীড়া, অধিক হইতে দেখা যায়।

যেসকল আকার ও গঠনগত লক্ষণদ্বারা ধাতু জানিতে পারা যায় দেহের বলবীর্য্য পরীক্ষা জন্য তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, যথা—প্রশস্তবক্ষ, শক্তিপ্রকাশক; সঙ্কীর্ণবক্ষ, দুর্ব্বলতাপ্রকাশক। সঙ্কীর্ণ ওষ্ঠ,

.সুস্পষ্ট আকারপ্রকার ও সন্ধিস্থল ক্ষুদ্র হইলে দৈহিক বল ও দৃঢ়তার পরিচায়ক হয়। ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট) স্থূল, দেহের গঠন ও আকারপ্রকার পূর্ণ, বৃহৎ সন্ধিস্থল সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

ঐ প্রকার আবার কতকগুলি অবস্থা আছে যে, তাহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি যে বিশেষপ্রকার পীড়াক্রান্ত হইবে, তাহা বলাযায়, যথা—বর্ণ সুন্দর, সূক্ষ্ম২ কেশ, চক্ষের বর্ণের গাঢ়তা কম, চক্ষের পাতার চুল লম্বা, ওষ্ঠ স্থূল, সচরাচর গণ্ডমালা ধাতুতে উপস্থিত থাকে এবং ঐ সকল লক্ষণ সত্বে যদি ওষ্ঠ স্থূল না হইয়া সূক্ষ্ম হয় তাহাহইলে উহা যক্ষ্মাকাশ ধাতুর লক্ষণ পরিচায়ক।

অতি প্রাচীনকালহইতে হিন্দুজাতির বরকন্যার জন্মতিথি, নক্ষত্র, রাশি-প্রভৃতির গণনা করিয়া নির্দ্দোষ বিবাহের যোগ্য হইলে বিবাহ দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আজ কালের অর্দ্ধশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় এই আর্য্য-প্রথাকে নিতান্ত হেয় ও কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে এই প্রথার সহিত বিজ্ঞানের বিশেষ সংশ্রব দেখা যাইবে। ধূমকেতু পৃথিবীর বিশেষস্থানের সহিত বিশেষ সংশ্রবে আসিলে তথায় মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চন্দ্র, পৃথিবীর সহিত বিশেষ সংশ্রবে আসিলে জোয়ার ভাটা হয়; জোয়ার ভাটা কেন, তাহাতে প্রত্যেক মানবদেহের ন্যূনাধিকরূপে ভাবান্তর হয়। অনেকের অনেক পুরাতন রোগ প্রবল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, অধিকাংশ পূর্ণগর্ভানারী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে প্রসব করেন, অনেক মুমূর্ষু ব্যক্তি উক্ত তিথিতে প্রাণত্যাগ করে। গণনা ঠিক হইলে যেং তিথিতে ঝড় তুফান বৃষ্টিপ্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকে তাহা নিশ্চয় সংঘটিত হয়। শুদ্ধ বায়ুর চাপের ব্যতিক্রম দেখিয়া ঝড়, তুফান, বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় অবধারণ করা যাইতে পারে। কোনং আধুনিক বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে গগনস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাবে পৃথিবীস্থ ওজন বাষ্প, চুম্বকীয় ও তাড়িতীয়শক্তি, ভূবায়ুর চাপ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি ভৌতিক অবস্থা স্থান-বিশেষে ইতরবিশেষ হওয়াতে তথায় ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ দেশব্যাপক-রূপে প্রকাশ পায়। যাহাহউক, গগন ও তৎসংসৃষ্ট ভৌতিক অবস্থার

সহিত মানবদেহের ও স্বাস্থ্যের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে অতি অল্প সন্দেহ থাকিতে পারে। তিথিবিশেষ বা নক্ষত্রবিশেষে অর্থাৎ চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর বিশেষ সম্বন্ধকালে মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলে সাক্ষাৎভাবে পৃথিবীর সহিত সংস্রবে আইসে। তৎকালের বিশেষ প্রকার ভৌতিক প্রকৃতিপ্রভাবে তাহার দেহ-প্রকৃতি যে বিশেষপ্রকার হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? জ্যোতিঃশাস্ত্র ও গগনতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিলে যে, জন্ম-কালের ভৌতিক ও গাগনিক অবস্থা দৃষ্টে মানবের দেহগত বিশেষ অবস্থা জানা যাইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? যাহাহউক, যথাবিধি সম্পন্ন হইলে বরকন্যার রাশি, জন্মতিথি ইত্যাদির বিষয় গণনা করিয়া বিবাহ দেওয়া অবৈজ্ঞানিক নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া নিরক্ষর, লোভী, সামান্য আচার্য্য-প্রস্তুত জন্মপত্রিকা ও গণনাকে কখনই বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

নানাপ্রকার রোগও কৌলিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। বিশেষপ্রকার বিবাহ উৎপন্ন সমুদায় বা অধিকাংশ সন্তান সন্ততি বিশেষ প্রকার বয়সে সামান্য কারণে নিধন প্রাপ্ত হয়, অথবা যক্ষ্মাকাশ, সন্ন্যাস ইত্যাদি বিশেষ প্র-কার পীড়াগ্রস্ত হয়। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক অবৈধ বিবাহসংঘটিত পিতা মাতার মধ্যে কাহারও গণ্ডমালা, যক্ষ্মাকাশ, গেঁটেবাত, মৃগী, উন্মাদ, কর্ক-টিকা, শ্বাসকাশ, কুষ্ঠ, উপদংশ, তদ্ভিন্ন পাথরি, মূত্রের সহিত বিশেষ প্রকার দ্রব্যের আধিক্য ও তৎসহ দৈহিক নানাপ্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা, শিরা সকলের স্ফীততা (ভেরিকোজ ভেইনস) দদ্রু, ছুলী, শ্বেতী, আঁচিল, অধি-কাঙ্গ, অঙ্গহীনতা, বিকৃতদন্ত প্রভৃতি রোগও পুরুষানুক্রমে দেখা যায়।

সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থকায় নরনারীর উপযুক্ত সময়ে উৎপন্ন সন্তান সন্ততি বহুপুরুষপর্য্যন্ত নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইবার কৌলিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। আবার একপুরুষের অবৈজ্ঞানিক বিবাহ বা অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনাদি অত্যাচারসম্ভূত পুত্র, কন্যা, বহুপুরুষপর্য্যন্ত বংশ কলঙ্কিত করে।

কোন২ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ প্রকার সংক্রামকাদি পীড়াক্রান্ত হইবার প্রবণতা ধারণ করে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, সমগুণবিশিষ্ট রক্ত-

সংস্পৃষ্টব্যক্তিগণ ভিন্ন২ দেশে থাকাতেও একই সময় একপ্রকার সংক্রামক পীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

স্বভাব, দৈহিকপ্রকৃতি, আকার প্রকার ও অস্বাভাবিক বিষয়ের প্রবৃত্তি ও কৌলিক পীড়া কখন২ একপুরুষে তিরোহিত হইয়া পুরুষান্তরে পুনরোদিত হইতে দেখা গিয়াছে।

অধুনাতন কোন২ ব্যক্তির মতে, যে সকল ব্যক্তি পরোপকারব্রত পালন, ধর্ম্মসাধন বা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে একমাত্র ব্রতী, তাহাদের বিবাহ করা উচিত নহে। এই উপদেশ প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে, সুতরাং ইহাকে নৈতিক ও সামাজিকই বা কি প্রকারে বলিব? যেহেতু মিল্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বিবাহ তাহাদের উন্নতির প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হইয়াছিল। আবার হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে বিবাহিত ভার্য্যার সাহায্য (সভার্য্য) ভিন্ন সাধিত হইতে পারেনা, অতএব উক্ত মত আমরা কোন মতে পোষণ করিতে পারিনা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি বিষয় যিনি সংসাধন করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃতির নিকট ঋণমুক্ত হইলেন, তিনিই মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিলেন। ঐ চারিটির কোন একটি সাধনা পূর্ণাকারে বা অতিরিক্ত সাধন করিয়া অন্যগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য করিলে প্রকৃতির নিকট দায়মুক্তি কৈ হইল এবং শরীর ধারণের সার্থকতাইবা কৈ হইল? আর যদি সকলেই ঐ পথের পথিক হয় তবে সৃষ্টিরক্ষাইবা হয় কিরূপে? প্রকৃতি অতিযত্নে নরদেহে যে কার্য্য সাধন জন্য জনন শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সুযোগসত্বে যদি তাহার একেবারে ব্যবহার করা নাহয় তবে কি সেই পদার্থের অপব্যবহার করা হয় না? তজ্জন্য কি মনুষ্য প্রকৃতির নিকট দায়ী নহেন? উক্ত সাধনার কোন একটি পূর্ণাকারে সাধন করা অপেক্ষা যিনি চারিটি সাধনাই যথাবিধি সংসাধন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহারই মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

বিবাহপ্রস্তাবের উপসংহার কালে আমাদের দুইটি অতি প্রয়োজনীয় অনুরোধ আছে। ১ম,—বৃহৎনগরবাসিগণের স্বাস্থ্য বিবিধ কারণে পুরুষানুক্রমে অবনত হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় নগরবাসীর সহিত অধিকাংশ-

স্থলে নগরবাসীরই বিবাহ হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় গ্রামবাসী ও বৃহৎ নগরবাসীর মধ্যে কন্যা পুত্রের পরস্পর আদান প্রদান হইলে, নগরবাসীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নত না হইলেও উহার সমতা রক্ষা পায় এবং এই প্রথায় যে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা বৃহৎ নগরবাসীরা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, তাহাতে অল্প সন্দেহ থাকিতে পারে। অপিচ বর্ত্তমান অবস্থার অনেক জটিল রোগ যে, ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়।

২য়,—আজকাল বিলাতী প্রথার অনুকরণে অনেকে ছেলের মনোমত কন্যার সহিত বিবাহ দিতেছেন। আমরা অভিভাবকদ্বারা পাত্রী মনোনীত প্রথাকে নানাকারণে প্রকৃতিবাঞ্ছিত মনে করি; তবে প্রাচীন প্রথায় যে, বরের কিছুমাত্র সম্মতি লওয়া হয় না, এই দূষণীয় নিয়ম আমরা পরিহার করিতে অনুরোধ করি। অভিভাবকগণ শুভাশুভ লক্ষণ, জন্মলগ্ন, কুল ইত্যাদি দেখিয়া পুত্রের স্বাস্থ্য ও সুসন্তান উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু বর তৎকালে যৌবনভারেপ্রমত্ত অবস্থায় কেবল কন্যার রূপমাধুরীকেই অমূল্যনিধি মনে করেন, তখন কন্যার স্বভাব, চরিত্র, বংশ, উৎপাদিকাশক্তি ও লক্ষণ ইত্যাদি ভাবিতে তাহার অবকাশ বা আবশ্যকতা বোধ হয় না,—পিতা মাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তির সহিত সুমিষ্টালাপ ও সদ্ব্যবহার করিবে কি না, সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষা ও বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে কি না, তাহার সহিত সহবাসে সুসন্তান উৎপাদন ও নিজের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবে কি না, ইত্যাদি বিষয় ভাবিবার শক্তি ও সুযোগ থাকে না। আমরা এজন্য প্রাচীন প্রথাকে শুভকর মনে করি। ফলতঃ বিবাহরূপ গুরুতর ভার যাহার স্কন্ধে বহন করাইতে হইবে সে মুটে কিপ্রকার মোট জন্মের মত স্কন্ধে লইতেছে, তাহা তাহাকে একবার বিশেষরূপে জানিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ও নীতিসম্মত।

জননেন্দ্রিয়।

প্রায় যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ্, বীজহইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্ ও অনেক অধম প্রাণীর দেহের এক একটী অংশ স্বতন্ত্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণিরূপে জন্মিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ উদ্ভিদ্ও প্রাণীর বীজহইতে উৎপত্তি। জাতিবিশেষে বিশেষ বয়সে উদ্ভিদের ফুল উৎপন্ন হয়। ফুল হইলেই জানিতে হইবে উহাদের যৌবন হইয়াছে এবং বীজ উৎপন্ন হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্গণ প্রাণিগণের ন্যায় মস্তিষ্ক ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং উহারা সকল বিষয়ে অধম, এজন্য ইহাদের বীজোৎপত্তির কৌশল একাধারে অবস্থিত। প্রত্যেক ফুলে স্ত্রী ও পুং বীর্য্য একত্রে অবস্থান করে, পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মিলিত হইয়া বীজ উৎপাদন করে। ইহাদের সহজে মিলন হইবার জন্য যে পুষ্প যেভাবে প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক, প্রকৃতি তাহাকে সেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কৌশল সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের পুংবীর্য্য সহজে নষ্ট হয় না; মক্ষিকা ও বায়ুদ্বারা পুষ্পহইতে বহুদূরস্থ পুষ্পান্তরে নীত হইয়া উহার বীজ উৎপাদন করিতে পারে। উদ্ভিদের পুষ্পগুলি ঝড়, বৃষ্টি, শিশির, রৌদ্র প্রভৃতি ভৌতিক ঘটনার সম্পূর্ণ অধীন, সুতরাং যাহাতে সহজে নষ্ট না হইতে পারে এরূপ কৌশলসংযুক্ত। উদ্ভিদের বীজগুলিও আবার কঠিন আবরণদ্বারা সুরক্ষিত, এজন্য ইহারাও সহজে নষ্ট হয় না। ধান্য, গোধূম, বাদাম, নারিকেল, সর্ষপ, যব প্রভৃতির বীজ কোনপ্রকার শস্য পরিবেষ্টিত থাকে না, কারণ অঙ্কুর উৎপাদনী উপযোগী বিশেষ প্রকার শস্য বীজমধ্যে থাকে। আম, জাম, লেবু প্রভৃতির বীজ বিশেষ প্রকার শস্য পরিবেষ্টিত থাকে, আর অঙ্কুর উৎপাদক বিশেষ প্রকার শস্য ও বীজের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে থাকে। ফলগুলি বৃক্ষদেহহইতে রসাদি আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মাটীতে পতিত হয়, তথায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন বৃক্ষ উৎপাদন করে। অধম প্রাণী, উদ্ভিদরসজকীটাণু, স্পঞ্জ প্রভৃতির দেহের এক একটী অংশ পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র জীব উৎপন্ন হইতে পারে। উদ্ভিদরসজ কীটাণুর ডিম্ব হয়, এই ডিম্ব নিরাপদে বহুকালপর্য্যন্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে পারে, দৈব-

ঘটনায় সহজে নষ্ট হয় না। মৎস্যাদি প্রাণীর ডিম্ব প্রসূত হইবার পর নিরাশ্রয়ভাবে জলে ভাসিতে থাকে, শত শত বিড়ম্বনায় সহজে নষ্ট হয় না, পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইবামাত্র নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। সন্তান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবার যাবতীয় উপকরণ অণ্ডমধ্যে সঞ্চিত থাকে। সুতরাং প্রসূত হইবার পর পিতামাতার সহিত কোন সংশ্রবের প্রয়োজন করে না। ক্রমে প্রাণিজাতির উচ্চশ্রেণীর বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইহাদের ফুল ফুটিলে অর্থাৎ ডিম্ব পক্কতা প্রাপ্ত হইলে ইহারা সহবাসার্থে উৎসুক হয়, উপযুক্তকালে পুং জাতির সহিত সংসর্গ ঘটিলেই ঐ ডিম্ব নিষিক্ত হয় অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন উপযোগী হয়। পক্ষিজাতির ডিম্ব কঠিন আবরণে আবদ্ধ হইলেও প্রসূত হইবার পর জননীকে উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্তরূপ উষ্ণ রাখিতে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, নচেৎ নষ্ট হইয়া যায়।

পক্ষীর পরে আরও উন্নত স্তন্যপায়িজীব। ইহাদের স্ত্রীজাতির যৌবনকালে উদ্ভিদের ন্যায় দেহের উপর ফুল প্রস্ফুটিত বা পক্ষিজাতির ন্যায় কেবল চিত্তচঞ্চল হয় না, জননেন্দ্রিয় হইতে একপ্রকার গন্ধ বা রস নির্গত হয়, সহবাসার্থে চিত্তচঞ্চল হয়, ইহাদের ফুল অতি সুরক্ষিত দেহাভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত হয় এবং ডিম্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানেই সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়। মনুষ্য, স্তন্যপায়িজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, এজন্য ইহাদের স্ত্রীজাতির দেহে ফুল ফুটিলে জননেন্দ্রিয়হইতে শোণিত নির্গত হয়। ফুলপ্রস্ফুটনকালভিন্ন অন্য সময়েও সহবাসেচ্ছা থাকে। যাহাহউক, যেমন উদ্ভিদের পুংশক্তি বায়ু ও মক্ষিকাদ্বারা স্থানান্তরে নীত হইলেও উহারা অপূর্ণ ডিম্বকে পূর্ণ বা নিষিক্ত করে, মৎস্যাদির নিষিক্ত ডিম্ব অযত্নে রক্ষিত হইয়া শত শত বিড়ম্বনা ভোগ করিলেও উহাহইতে শাবক উৎপন্ন হয়। স্তন্যপায়িজীবের প্রকৃতি সেরূপ নহে। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য স্তন্যপায়িজীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির কথা বলিতেছি।—

নারীর ডিম্ব যৌবনকালে পক্ক হইলেই দেহাভ্যন্তরে যন্ত্রবিশেষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, পুংজাতিরও যৌবন অবস্থায় দেহাভ্যন্তরে যন্ত্রবিশেষে পুংশক্তি পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পুংশক্তি অতি যত্নে, বিশেষ কৌশলে ঠিক সময়ে সদ্য অবস্থায় নারী দেহাভ্যন্তরস্থ প্রস্ফুটিত ফুল বা ডিম্বের সহিত মিলিত

হইলে উহা নিষিক্ত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; এই ডিম্ব উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইলেই ভূমিষ্ঠ হয়।* যে সকল যন্ত্রদ্বারা নারীদেহে পুষ্প প্রস্ফুটিত, তথায় পুংবীর্য্য নীত, পূর্ণ বা নিষিক্ত ডিম্ব প্রতিপালিত ও উপযুক্তকালে প্রসূত হয়, তাহাদিগকে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় কহে; আর যেসকল যন্ত্রদ্বারা পুংবীর্য্য উৎপন্ন ও নারীদেহে পুষ্পসমীপে পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে পুংজননেন্দ্রিয় বলে। এই স্ত্রী ও পুরুষ জননেন্দ্রিয় সকলের আকার, প্রকার, গঠন ও ক্রিয়াদি সংক্ষেপে বলিতেছি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।

নারীদেহে যৌবনোদয় হইলে, দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রবিশেষে পুষ্প প্রস্ফুটিত বা ডিম্ব পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, ইহার চিহ্নস্বরূপ শোণিতাক্ত বিশেষ প্রকার রস (১) যে দ্বার দিয়া বহির্গত হয়, (২) পুংবীর্য্য সযত্নে আহরণ করিয়া ডিম্ব সমীপে উপনীত করে, (৩) যে স্থানের বিশেষ প্রকার নির্ম্মাণ ও গঠনে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব হয় এবং যাহার প্রলোভনে স্ত্রীজাতির সংসর্গে প্রবৃত্তি জন্মে, আর (৪) সন্তান পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এই চারি প্রকার প্রয়োজনসাধনের দ্বারকে প্রসবদ্বার, যোনিদ্বার, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই প্রসবদ্বারে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মাণ আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের জানিবার তত প্রয়োজন নাই। যোনিমুখ বেষ্টন করিয়া একটী মাংসপেশী অবস্থান করে, উহার বলে যোনিমুখ স্বভাবতঃ মুদিত থাকে। আমাদের মুখ, চক্ষু প্রভৃতি স্থানে যেরূপ বিশেষপ্রকার

---

* মৎস্যাদি জলজন্তু, সর্পাদি সরীসৃপ ও পক্ষিপ্রভৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল, স্তন্যপায়িজীব অপেক্ষা অনেক অধম, এজন্য ডিম্বমধ্যস্থ সামান্য পুষ্টিকরদ্রব্য উহাদের দেহগঠন জন্য যথেষ্ট হইলেও স্তন্যপায়িজীব বিশেষতঃ মানবজাতির উত্তম অঙ্গ মস্তিষ্ক স্নায়ুপ্রভৃতির গঠনে দীর্ঘকাল ও প্রচুরপরিমাণ উপাদেয় দ্রব্যের প্রয়োজন; সম্ভবতঃ এই জন্যই উহাদের সন্তান মাতৃগর্ভে, মাতৃরক্তে গঠিত হয়, নারীর নিষিক্ত ডিম্ব প্রথম তিনমাস স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হয়, তৎপরে পূর্ণকাল পর্য্যন্ত মাতৃদেহ হইতে প্রতিপোষিত হইয়া থাকে।

পেশী থাকাতে উহাদিগকে মুদিত রাখিতে পারি, যোনিমুখও সেই কৌশলের অন্তর্গত। এই প্রসবদ্বার একটী নালী বা অপ্রশস্ত নলের সহিত সংমিলিত। এই নালী বাহিরে যোনিদ্বার ও ভিতরে জরায়ুকোষ বা গর্ভাশয়ের মুখের সহিত সংযুক্ত। এই নালীকে যোনিপ্রণালী বলে। এই যোনিদ্বার ও যোনিপ্রণালী দেহের বাহিরে অবস্থান করে বলিয়া ইহাদিগকে বাহ্যজননেন্দ্রিয় বলে। ইহারা সন্তান উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ নহে, সহকারিমাত্র; সঙ্গমক্রিয়া সাধনই ইহার প্রধান প্রয়োজন।

যোনিপ্রণালী।

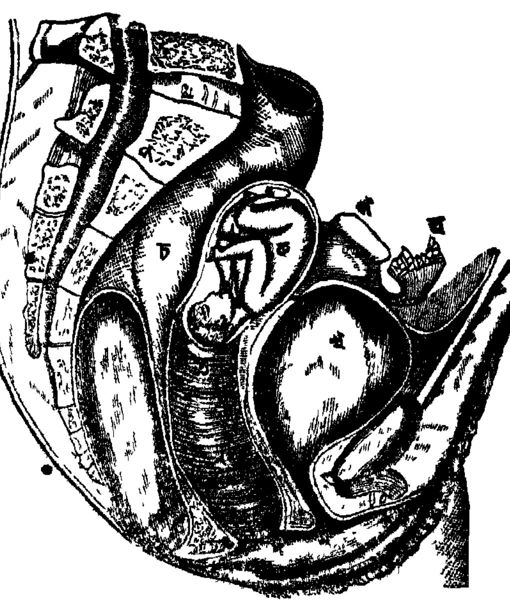
যোনিপ্রণালী মাংসনির্ম্মিত একটী নলী বা লম্বা থ'লে মাত্র। ইহার আকার গঠনাদি কুমারী, যুবতী ও প্রসূতা ইত্যাদি বিবিধ অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কুমারী অবস্থায় যোনিমুখের অধিকাংশ চর্ম্মাবরণে আবৃত থাকে। এই আবরণকে "সতীচ্ছদ" (Hymen) বলে*। এই আবরণ সচরাচর যোনিমুখের নিম্ন বা পশ্চাৎ অংশ আবৃত রাখে, কিন্তু কখনং ইহার আকারের নানাপ্রকার বিভিন্নতা দেখা যায়। কখন যোনিমুখ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, কখন চক্রাকারে চারিদিকে বেষ্টিত, কেবল মধ্যস্থলে সামান্য রন্ধ্র থাকে, কখন চালনী বা জালের ন্যায় ক্ষুদ্রং রন্ধ্রময়, কখন লম্বা থ'লের ন্যায় বিবর্দ্ধিত, কিন্তু ইহা এরূপ পাতলা ও ছিন্নতাপ্রবণ যে, প্রথম সঙ্গমেই এমনকি রজঃশোণিতবেগে ছিন্ন হইয়া যায়। কদাচ এরূপ সুদৃঢ় হয় যে, অস্ত্রচিকিৎসাভিন্ন কোনমতে ছিন্ন হয় না, এরূপ অবস্থাপন্ন যুবতী সঙ্গম জন্য না হইলেও রজঃশোণিত নির্গমন জন্য, বাধ্য হইয়া অস্ত্র চিকিৎসা করাইয়া থাকে। সতীচ্ছদ নষ্ট হইয়া উহার চিহ্নস্বরূপ যোনিমুখে কতকগুলি মাংসনির্ম্মিত গুটিকা অবশিষ্ট থাকে।

---

* পূর্ব্বে জানা ছিল, সঙ্গমব্যতীত এই আবরণ নষ্ট হয় না, এজন্য এই আবরণ অক্ষুণ্ণ থাকা পর্য্যন্ত, নারীকে সতী বলিয়া জানা হইত, কিন্তু ইদানীং জানা গিয়াছে, সঙ্গমব্যতীত অন্য কারণে এই আবরণ নষ্ট হইতে পারে এবং সঙ্গমসত্ত্বেও ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

১ম চিত্র।

ডিম্বকোষ, গর্ভাশয় যোনিপ্রণালী প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয় সকলের অবস্থান ও আকারপ্রকার দেখান যাইতেছে। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য জরায়ুকোষে ভ্রূণদেহ পূর্ণগর্ভকালে যেভাবে থাকে তাহা দেখান গিয়াছে। পূর্ণগর্ভকালে জরায়ুকোষ অত্যন্ত বৃহৎ হয়, যোনিপ্রণালীর উপর ঝুলিয়া পড়াতে উহার দৈর্ঘ্য খর্ব্ব হয়, কিন্তু চিত্রে সে সকল অবস্থা দেখান হয় নাই। যৌবন অবস্থায় যোনপ্রণালীপ্রভৃতি স্বভাবতঃ যেরূপ থাকে, আকারপ্রকার সেইরূপ দেখান যাইতেছে, অধিকন্তু জরায়ু মধ্যে একটী ভ্রূণদেহ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। চিত্রে (প) সর্ব্বপশ্চাতে মেরুদণ্ডের শেষ বা নিম্নভাগের অংশ দুইটী, ইহাদিগকে সেক্রম্ ও কক্সিস্ কহে। (চ) অন্ত্রের শেষ অংশ; (ব) মলদ্বার, (ক) গর্ভাশয় ও তন্মধ্যে ভ্রূণদেহ; (ত) গর্ভাশয়ের মুখ, (ন) যোনিপ্রণালী, (দ) প্রসবদ্বার বা যোনিমুখ, (থ) মূত্রাশয়, (ম) মূত্রনালীর মুখ বা প্রস্রাবদ্বার, (গ) ডিম্বাধার, (ঘ) ডিম্ববাহী নালীর ঝালরবৎ মুখ।



যোনিপ্রণালী মাংসনির্ম্মিত নলাকার বক্রখণ্ড মাত্র (১ম চিত্রে (ন) স্থানে দেখ) ইহা বিলক্ষণ প্রসারণশীল, ইহার কেন্দ্র বক্র, এজন্য অগ্রভাগ পশ্চাৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বাহিরের মুখ অর্থাৎ প্রসবদ্বারের নিকট অপ্রশস্ত, মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, অগ্রদিকে মূত্রাশয় ও পশ্চাৎদিকে সরল অন্ত্র (অন্ত্রের শেষাংশ) ইহাকে অগ্রপশ্চাৎ উভয়দিকহইতে চাপিয়া রাখে, এজন্য পাশাপাশিভাবে চেপ্টা, অগ্রপ্রাচীর অধিক স্থূল, ইহার মধ্যদেশ শ্লৈষ্মিক আবরণাবৃত*।

এই আবরণে বহুসংখ্যক অনুপ্রস্থ বা চক্রাকার উচ্চ রেখা, ও অগ্র পশ্চাৎ উভয়দিকে অনুলম্ব দুইটী উচ্চ রেখা থাকাতে যোনিপ্রণালীর মধ্যদেশ বিলক্ষণ বন্ধুর। দীর্ঘায়তন দ্রব্য ঝালরের মত আকুঞ্চিত করিয়া অল্পস্থানে থাকাতেই এইপ্রকার আকার হয়। সঙ্গমকালে এই সকল বন্ধুর দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই বন্ধুর অংশে ঘর্ষিত হইয়া পুংজননেন্দ্রিয় অধিকতর উত্তেজিত হয়, প্রসবকালেই ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল ভাঁজ প্রসারিত হইয়া যোনিপ্রণালী সন্তান প্রসবোপযোগী বৃহৎ হয়। প্রথম প্রসবের পর হইতে যোনিপ্রণালীর এই বন্ধুর ভাঁজগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। যেমন একটি নারিকেলের মালা কলসের মুখে ঢাকা দিলে, মালার কিয়দংশ কলসের মধ্যে লম্বিত হয়, জরায়ুমুখও ঠিক সেইপ্রকার যোনিপ্রণালী মধ্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে (১ম চিত্রে (ত) স্থানে)। প্রসব কালে এই লম্বিত অতিরিক্ত অংশ বিলক্ষণ প্রসারিত হইয়া বৃহৎ আয়তন হইবার জন্যই এইভাবে থাকে। যোনিপ্রণালী অগ্র- ও নিম্নমুখে বক্র, অন্ত্রের শেষ অংশের সম্মুখ ও মূত্রাধারের পশ্চাতে অবস্থিত (১ম চিত্র)। ইহার আকার নলের মত হইলেও অগ্রপশ্চাৎদিকে চেপ্টা, স্বভাবতঃ ইহার অগ্রপশ্চাৎ প্রাচীর একত্র মিলিত হইয়া রন্ধ্রহীন অবস্থায় থাকে (অগ্রদিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ ইঞ্চি, কিন্তু পশ্চাৎদিক বক্র বলিয়া

---

* আমাদের মুখ, নাসিকা, চক্ষুপ্রভৃতিস্থানে যে সরস, সুকোমল আবরণ আছে (যাহা সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে ও যাহাহইতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়) তাহাকে শ্লৈষ্মিক আবরণ কহে। মূত্রনালী, মূত্রাশয়, যোনিপ্রণালী, গর্ভাশয় প্রভৃতির মধ্যদেশও এইপ্রকার আবরণে আবৃত।

৫। ৬ ইঞ্চি লম্বা)।

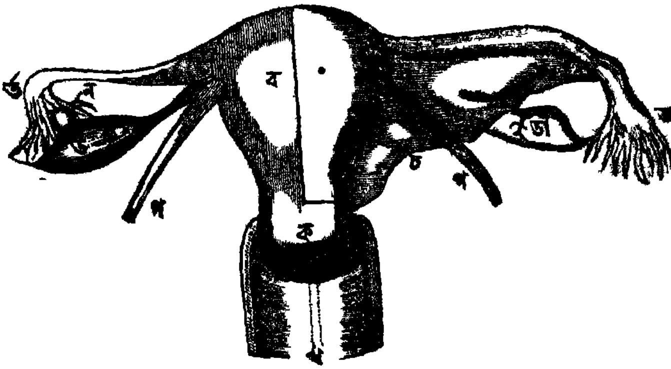
যোনিপ্রণালীর মধ্যদেশে তৈল ও শ্লেষ্মা উৎপাদক বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। যোনিদ্বারের নিকট তৈলাক্তদ্রব্যোৎপাদক যন্ত্র অধিক থাকে। এই তৈলাক্ত নিস্রব যোনিপ্রণালীকে স্থিতিস্থাপক, আর্দ্র এবং ইহার স্পর্শানুভবিকতা প্রখর রাখে, ইহারা যোনিপ্রণালীর উভয় প্রাচীরকে একত্র মিলিতে দেয় না, মূত্রের উগ্র ক্রিয়া হইতে যোনির সুকোমল শ্লৈষ্মিক আবরণকে সুরক্ষিত করে এবং সঙ্গম ও প্রসবকালে এই স্থানকে বিলক্ষণ পিচ্ছিল ও সুরক্ষিত করে। প্রসবদ্বারের নিকট সতীচ্ছদ বা উহার ধ্বংসাবশেষ গুটিকার নিকট এই তৈলাক্তদ্রব্য উৎপাদকযন্ত্র সকলের মুখ দেখা যায়। এই তৈলাক্তদ্রব্য স্বচ্ছ, ঘন, আঠাল, ঈষৎ ধূসরমিশ্র শ্বেতবর্ণ। সঙ্গমকালে এই রস পয়োধারার ন্যায় খরধারে নির্গত হইয়া অনেক হিতসাধন করে।* বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থার ইহাদের কার্য্য প্রায় থাকে না, যৌবনারম্ভে ডিম্বকোষ ও স্তনগ্রন্থি প্রভৃতির পূর্ণতার সহিত ইহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং যৌবন অবস্থাতেই পূর্ণভাবে কার্য্য করে। ইহাদের রস পুরুষের প্রষ্টেট গ্রন্থিহইতে নির্গত রসের ন্যায়। শুক্রকীট এই রসে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে। শুক্রের পরিমাণও সজীবতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই রস সঙ্গমকালে এত অধিকপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। বাল্যকালে যোনিমুখ অগ্রমুখে থাকে, যৌবনারম্ভে নিম্নমুখী হয়, তখন সম্মুখ হইতে উহার মুখের কোন অংশই দেখা যায় না, বৃদ্ধাবস্থায় যোনির সমুদয় আকার প্রকার সঙ্কুচিত হইয়া প্রায় বাল্যাবস্থার ন্যায় হয়।

---

* যেসকল প্রাণীর পুংজাতির কাউপার গ্রন্থি আছে তাহাদের স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ে এই গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমক্রিয়ার শেষভাগে ইহাদের রস এত বেগে ও খরধারে প্রবাহিত হয় যে, হিপোক্রেটিস্ প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসকগণ ইহাকে স্ত্রীবীর্য্য বলিয়া গিয়াছেন। যোনিদ্বার বেষ্টক পেশীর পর্য্যায় সঙ্কোচনহেতু এই রস পুংবীর্য্যের ন্যায় সবিরাম ধারে নির্গত হইয়া থাকে, এজন্যই সম্ভবতঃ তৎকালে ডিম্বকোষপ্রভৃতির তত্ত্বানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই রসকেই স্ত্রীশক্তি বা স্ত্রীবীর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

গর্ভাশয়।

২য় চিত্র।



(ব) জরায়ুকোষ বা গর্ভাশয় ; (ক) গর্ভাশয়ের গ্রীবা ও উহার নীচের মুখ ; এই অংশ যোনিপ্রণালীতে লম্বিত ; (খ) যোনিপ্রণালী ; (গ, গ) উভয় পার্শ্বের রাউণ্ড লিগামেন্ট নামক গর্ভাশয়ের গোল বন্ধনী। (চ) বাম-দিকের ব্রড্ বা প্রশস্ত বন্ধনী ; চিত্রে দক্ষিণদিকের প্রশস্ত বন্ধনী অন্তরিত করিয়া ভিতরের অবস্থা দেখান গিয়াছে। (ত, র্ত) ডিম্ববাহী নালীর ঝালরবৎ মুখ ; (ড ও ডা) ডিম্বকোষদ্বয়, দক্ষিণদিকের ডিম্বকোষে (ড) স্থানের বামদিকে দুইটী অপক্বডিম্ব দেখান যাইতেছে, ঊর্দ্ধে (ন) স্থানে বিমুক্ত পক্বডিম্বকে ডিম্ববাহী নালীর মুখ অতিযত্নে গ্রহণ করিতেছে। পক্বডিম্ব ডিম্বাধার ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেলে ঐ বিদারণের যে বিষম ক্ষতচিহ্ন থাকে, বামদিকের ডিম্বকোষে তাহা (ডা) স্থানে দেখান যাইতেছে।

যোনিপ্রণালীর ভিতর মুখের সহিত সংযুক্ত থ'লেই গর্ভাশয়। ইহার আকার পিয়ারাফলের মত। ইহা বস্তিগহ্বরের গভীর প্রদেশে অবস্থান করে। ডিম্ব নিষিক্ত হইলে এইস্থানে আইসে। এখানে ভ্রূণদেহ গঠিত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ হইলে ইহারই শক্তিতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

রজঃশোণিত এইস্থানহইতে নিঃসৃত হয়। কুমারী অবস্থাতেই ইহার আকার ঠিক পিষাবাদলের ন্যায় দেখা যায়। ইহা মূত্রাশয় ও অন্ত্রের শেষ অংশের (সরল অন্ত্রের) মধ্যে অবস্থান করে, নিম্নে যোনিপ্রণালী, দুই পার্শ্বে ব্রড্ ও রাউণ্ড লিগামেণ্ট নামক বন্ধনীদ্বারা স্বস্থানে আবদ্ধ থাকে। ইহার ঊর্দ্ধ অংশ প্রশস্ত, নিম্ন অংশ বা মুখ সঙ্কুচিত। ইহা অগ্র ও ঊর্দ্ধহইতে পশ্চাৎ ও নিম্নদিকে বক্র। অপুত্রক যুবতীর জরায়ুর ঊর্দ্ধ বা প্রশস্ত অংশ দৈর্ঘ্যে ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ২ ইঞ্চি, স্থূলতা ১ ইঞ্চি, ওজনে এক আউন্সহইতে দেড় আউন্স হইবে (২॥—৩৵ তোলা)। জরায়ুর প্রাচীর অতিশয় স্থূল, ১২। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে। সন্তান প্রসবের পর জরায়ু স্থায়িভাবে কিছু বৃহৎ থাকে। প্রত্যেক ঋতুকালে ইহার আকার সাময়িক বৃহৎ হয়। ভ্রূণাবস্থায় জরায়ু উদরগহ্বরে অবস্থান করে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর নীচে নামিতে থাকে, এবং ১০ম বৎসর বয়সে উহার ঊর্দ্ধভাগ বস্তিগহ্বরের ঊর্দ্ধসীমার সমসূত্রে থাকে। জরায়ু শিথিলভাবে স্বস্থানে আবদ্ধ, এজন্য ইতস্ততঃ সঞ্চালিত এবং গর্ভাবস্থায় বিলক্ষণ প্রসারিত হইতে পারে। জরায়ুর প্রধান বা নিম্নমুখ যোনিপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত এবং উহার মধ্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে; ঊর্দ্ধভাগ বা প্রশস্ত অংশের দুইধারে দুইটী অতি ক্ষুদ্র মুখ আছে, এই স্থানে দুইটী নল সংযুক্ত। এই দুইটী নালী দুইধারে ডিম্বাধারের নিকটপর্য্যন্ত গিয়া ঝালরবৎ বিষম অন্তে শেষ হইয়াছে, ইহাদিগকে অণ্ডবাহী নালী বলে। ডিম্বকোষহইতে পক্ক ও প্রস্ফুটিত ডিম্ব বহন করিয়া গর্ভাশয়ে আনয়ন করাই ইহাদের কার্য্য। কোনং পণ্ডিতের মতে এই নালীমধ্যেই ডিম্ব নিষিক্ত হয়। ঋতুকালে জরায়ু রক্তপূর্ণ হইয়া গোলাকার হয় (স্বাভাবিক আকার চেপ্টা)। বাহ্যমুখ গোলাকার, ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত, মধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক আবরণ স্থূল, কোমল ও গাঢ়বর্ণ হয়, ইহার উপরের অংশ নষ্ট হইয়া রজঃশোণিত সহিত নির্গত ও তৎস্থানে নূতন উৎপন্ন হয়। জরায়ুর মধ্যদেশ শ্লৈষ্মিক আবরণ আবৃত, প্রত্যেক ঋতুর পরেই ইহা নূতন হইয়া থাকে; এই অবস্থায় ইহার মধ্যস্থ লোমবৎ বস্তুর অংশগুলি বিশেষ প্রকার স্পন্দনশক্তি ধারণ করে। এই শক্তিতে শুক্রকীট ডিম্বকোষের দিকে সহজে চালিত হয়। এজন্য ঋতুকালের অব্যবহিত পরে

সহবাসই গর্ভসঞ্চার জন্য এত অনুকূল। গর্ভসঞ্চারকালে জরায়ুকোষ বিলক্ষণ বৃহৎ হইয়া ১॥—৩ পাউণ্ড হয় (৮ হইতে ১। সের), আকার বৃহৎ হইয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, গর্ভের ৬ মাস পর্য্যন্ত জরায়ুর আকার বৃহৎ হইতে থাকে। প্রসবের পর জরায়ু প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ওজন ২। ৩আউন্স হয়, কিন্তু মধ্যস্থ কোষ বা গহ্বর কুমারী অবস্থা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় জরায়ুকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত বা শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, গ্রীবা ও থ'লের মধ্যস্থ অংশ সঙ্কুচিত হয়, কখন কখন যোনিপ্রণালীর সহিত সংযোগকারী মুখ একবারে বদ্ধ হইয়া যায় এবং ওষ্ঠদ্বয় অদৃশ্য হয়।

ডিম্বকোষ বা ডিম্বাধার।

ডিম্বকোষই স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রধান যন্ত্র। ইহারা পুরুষের অণ্ডকোষের ন্যায় সংখ্যায় দুইটী, জরায়ুর প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটী অবস্থান করে। ইহারা ডিম্বাকার, লম্বা, চেপ্টা, জরায়ু ও ডিম্ববাহিনালীর সহিত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ এবং ডিম্ববাহি-নালীর নিম্ন ও পশ্চাৎদিকে অবস্থিত। বর্ণ সাদা, প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য ১। ইঞ্চি, প্রস্থ ৣ ইঞ্চি, স্থূলতা ⅓ ইঞ্চি, ওজন ১—২ ড্রাম।

ডিম্বকোষ প্রথমে পেরিটোনিয়াম নামক বিশেষ প্রকার সূক্ষ্ম, মসৃণ, শ্লৈষ্মিক আবরণদ্বারা আবৃত, তাহার নীচে দৃঢ়সূত্রনির্ম্মিত আবরণ, ভিতরে সূত্রময় কোমল গঠন। এই স্থানে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র২ বিম্ব দেখা যায়। এইগুলিকে অঙ্কুরহইতে পকাবস্থাপর্য্যন্ত বিবিধ অবস্থায় দেখাযায়। ইহাদের নাম "গ্রেফিয়েন ভেসিকেলস্" জননবুদ্বুদ; ডিম্ব ইহারই মধ্যে অবস্থান করে। অপুত্রক যুবতীর প্রত্যেক ডিম্বকোষে ইহাদের পরিমাণ ১০—১৪ কি ২০টী থাকে। আকার সর্ষপহইতে মটরের মত। জননবিম্বগুলি অপক্কাবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে ও ডিম্বকোষের মধ্যভাগে অবস্থান করে, পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বাহিরের দিকে আইসে এবং ডিম্বকোষের গাত্রহইতে উচ্চ হইয়া উঠে। জননবিম্ব ও ডিম্বের উৎপাদন ও বর্দ্ধন বালিকাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যের প্রাক্কালপর্য্যন্ত চলিতে থাকে। যৌবন অবস্থার পূর্ব্বে ডিম্বকোষদ্বয় ক্ষুদ্র

এবং জননবুদ্বুদ অতিশয় ক্ষুদ্র ও অল্পসংখ্যক থাকে। ইহাদের সকলগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না, কতকগুলি শোষিত হইয়া যায়; এইগুলি সন্তান উৎপাদনের উপযোগী নহে। যৌবন অবস্থায় ডিম্বকোষ বৃহৎ ও রক্তপূর্ণ হইয়া থাকে। জননবিম্বগুলি সংখ্যায় অধিক ও বৃহৎ এবং সন্তান উৎপাদন উপযোগী হয়। পক্ক জননবিম্বগুলি ডিম্বকোষের উপর স্ফীত হইয়া উঠে, উপযুক্তকালে বিদীর্ণ হইয়া উহার মধ্যস্থ ডিম্ব বিমুক্ত হয়। এই ডিম্ব, ডিম্ববাহি-নালীর ঝালরবৎ প্রশস্তমুখদ্বারা সযত্নে গৃহীত ও ডিম্ববাহি নালীদ্বারা জরায়ুকোষে নীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডিম্বকোষের যে কোন স্থানে জননবিম্ব বিদীর্ণ হইয়া ডিম্ব নির্গত হউক না কেন, ডিম্ববাহি-নালীর ঝালরবৎ বিষম প্রশস্ত মুখ সেই স্থানেই সংযুক্ত হইয়া উহাকে সযত্নে গ্রহণ করিবে। মনুষ্য ও অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের এই ঘটনা সাময়িক ও ঠিক নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। নারীদেহে ঋতুরূপে এই ঘটনা প্রকাশ পায়, আর গো, মেষাদি স্তন্যপায়ী ইতর জন্তুর (Rut, or heat) ময়লা বা মইল ইত্যাদিরূপে ইহা প্রকাশিত হয়। এইকালে স্ত্রীজাতির সহবাসেচ্ছা প্রবল হয় এবং সহবাস হইলেই গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা। জননবিম্ব বিদীর্ণ করিয়া ডিম্ব নির্গত হইয়া গেলে ডিম্বকোষের গাত্রে ক্ষত চিহ্ন থাকে, উহা বিষম ও পীতবর্ণ।

যৌবন অবস্থার পূর্ব্বে ডিম্বকোষের উপরিভাগ মসৃণ থাকে, তৎপরে জননবিম্বনির্গমনহেতু উহার ক্ষত চিহ্নে বিষম হইয়া থাকে।

স্ত্রীবীর্য্য বা অনিষিক্ত ডিম্ব, জননকোষ বিদীর্ণ করিয়া বিমুক্ত হইলে উহাতে নিম্নলিখিত গঠন দেখা যায়।—(৫ম চিত্রে দেখ)

১। একটী স্বচ্ছ স্থূল আবরণ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া থাকে, ইহাকে অণ্ডকুসুমের আবরণ (Vittelline membrane) বলে। (অ, স্থানে)

২। দানাময় অণ্ডকুসুম।

৩। জননকোষ—অণ্ডকুসুমমধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন কোষ, পরিসর ১/৭২০ ইঞ্চি, অতি পাতলা আবরণ পরিবেষ্টিত।

৪। জননবিন্দু—জননকোষমধ্যে একটী ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ দ্রব্য দেখা যায়, ইহার পরিসর ১/৩৬০০—১/২৪০০ ইঞ্চি। (দ, স্থানে)

কুক্কুর, বিড়াল, ছাগ, মেষ, শূকরপ্রভৃতি যে সকল জীবের এককালে একাধিক সন্তান হয়, তাহাদের ডিম্বকোষে একাধিক জননবিম্ব পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মানবের এক একটী করিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন উদ্ভিদের ফুলমধ্যস্থ গর্ভকেশর ও পরাগকেশর প্রভৃতি পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মুকুল বিদীর্ণ হইয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক সেইরূপ জীবের জননবিম্ব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ডিম্বকোষ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া থাকে। এই কালেই যেমন পুষ্পের সৌরভ বাহির হয়, মধু নিঃসৃত হয়, ঠিক সেইরূপ কোন২ প্রাণীর গাত্রহইতে বিশেষ প্রকার গন্ধ নির্গত হয়, কাহারও বা জননেন্দ্রিয় হইতে বিশেষপ্রকার গন্ধবিশিষ্ট ঘন শুক্লরস নির্গত হইয়া থাকে, আর নারীর জননেন্দ্রিয়হইতে শোণিত নির্গত হয়। এইসকল অবস্থাই উদ্ভিদের পুষ্পপ্রস্ফুটন ও তাহার চিহ্নস্বরূপ সৌরভ-প্রকাশের অবিকল অনুরূপ।

পুংসহবাসব্যতীত জননকোষ বিদীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সহবাসে উহা শীঘ্র হয়। গর্ভ ও স্তনদানকালে ডিম্বকোষের কার্য্য স্থগিত থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় ডিম্বকোষ শুষ্কপ্রায় হইয়া বাল্যাবস্থার ন্যায় হয়।

কোন২ প্রাণীর (Myxine) পুরুষ ও স্ত্রীর বামদিকের অণ্ডকোষ ও ডিম্বাধার থাকে না। হাঙ্গর প্রভৃতি কোন২ প্রাণীর (Dogfish and shark) বামদিকের ডিম্বকোষ অপূর্ণ, পক্ষিজাতির বাম ডিম্বকোষ ক্রিয়াকর, দক্ষিণটীর চিহ্নমাত্র থাকে।

ঋতু।

প্রাণিপুঞ্জের জাতি অনুসারে বিশেষ বিশেষকালে ডিম্ব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্তন্যপায়ী জীবের নারীজাতির ঐকালে বিশেষ প্রকার উত্তেজনা হয়, সমুদয় জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, তাহারপর কিছুকাল সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বিশ্রামে থাকে। জাতি বা শ্রেণী অনুসারে এইকালের দৈর্ঘ্য নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ঋতুকালেই ডিম্ব নির্গত হয়। দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী বিশ্রামকালে সহবাস প্রায় বিফল হয়। ঋতুকালে স্ত্রীজাতি সহবাসের জন্য বিশেষ উৎসুক

হইয়া থাকে, যোনিদেশ স্ফীত ও রক্তপূর্ণ হয়, উহা হইতে বিশেষপ্রকার রস নির্গত হইয়া থাকে; এই রসের গন্ধে পুংজাতি আকৃষ্ট হয়। মনুষ্যজাতির এই রস রক্তপূর্ণ, অন্যান্য ইতর জীবের শ্বেতবর্ণ। কোন২ জীবের আদৌ কোন রস নির্গত হয় না, কেবল মন চঞ্চল ও গাত্রহইতে এক প্রকার বিশেষ গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তজ্জাতীয় পুরুষ ইহা অনুভব করিয়া আকৃষ্ট হয়। মৃগজাতির ঋতু বৎসরান্তে হয়, আর উহাদের পুংজাতির ঐকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শুক্র উৎপন্ন হয় না। প্রায়ই ভাদ্র মাসে ইহাদের স্ত্রী ও পুং উভয় জাতি জননশক্তি প্রাপ্ত হয়। কোন২ প্রাণীর ঋতু ঘন২ হয়। খাদ্য, গৃহপালিত অবস্থা, কৌশল, পালন ও শিক্ষা ইত্যাদিতে ঋতুকাল ঘন২ হইয়া থাকে।

ঋতুকালে নারীর অন্যান্য অবস্থা ইতর প্রাণীর মত হয়, অধিকন্তু জরায়ু হইতে প্রায় বিশুদ্ধ শোণিত নির্গত হইতে থাকে। এই কাল প্রায়ই মাসান্তে উদিত হয়। অন্যান্য প্রাণীর ঋতুকালে সহবাসই গর্ভসঞ্চারের উপযুক্ত কাল, কিন্তু নারীর ঋতুর এক সপ্তাহ মধ্যে সহবাসই গর্ভসঞ্চারের প্রকৃষ্টকাল। ইতর প্রাণীর ঋতুকালভিন্ন সহবাসের ইচ্ছা থাকে না, ঐকালে স্ত্রীজাতির যে কেবল ইচ্ছা থাকে না এরূপ নহে, বিশেষ প্রকার বিরাগ থাকে, এজন্য পুংজাতি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে বাধা দেয়, অধিকন্তু কোন কোন প্রাণীর পুংজাতির শুক্রও উৎপন্ন হয় না।

নারীর ঋতুকালভিন্ন সহবাসের ইচ্ছা এবং গর্ভসঞ্চার হইবার সামান্য সম্ভাবনা থাকে। ইতর জন্তুর সহিত নারীর এই সামান্য পার্থক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম অদ্যাপি উদ্ভেদ করিতে পারা যায় নাই।

প্রথম রজোদয়ের সহিত যৌবন অবস্থার অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বস্তিগহ্বর বৃহৎ হয়, দেহের আকার প্রকার, ভাবভঙ্গী, চালচলন সকলই পরিবর্ত্তিত হয়, বিশেষ২ স্থানের লোমাবলী কেশে পরিণত হইয়া থাকে। স্তনদ্বয় বৃহৎ ও উহার চুচুক উন্নত ও গাঢ়বর্ণ হয়। এই সকল দৈহিক পরিবর্ত্তনের সহিত নৈতিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থার চঞ্চলতা, সরলতা, বাচালতা ও উচ্চকণ্ঠতা ইত্যাদি গম্ভীরতা, ধীরতা, লজ্জাশীলতা ও মৃদুস্বরে পরিণত হয়, এবং অন্যান্য অনেক পরিবর্ত্তন

সঙ্গেং চলিতে থাকে।

প্রথম ঋতুকালে সামান্য জ্বর ও দুর্ব্বলতা, তলপেট ও কটিদেশ প্রভৃতিতে বেদনা, যোনিদেশে ভার ও কণ্ডূয়নবোধ, স্তনদ্বয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। কোন কোন যুবতীর জ্বর, শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবং হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সঞ্চার থাকিলে এইকালে মৃদুভাবে প্রকাশ পায়। ইহার পর শ্বেতবর্ণ রস যোনিদ্বারহইতে নির্গত হয়। এই রস ক্রমে রক্তমিশ্রিত হইয়া পরে বিশুদ্ধ শোণিত নির্গত হয়, বন্ধ হইবার পূর্ব্বে উহা আরম্ভ কালের ন্যায় ক্রমে রক্তমিশ্র শ্বেতরস, শেষে কেবল শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত অসুখ সকল ঋতুর অন্তর্দ্ধানের সহিত অন্তরিত হয়। এই প্রকার অবস্থা প্রায় এক সপ্তাহ থাকে। এই প্রথম রজোদয় কেবল পূর্ব্বলক্ষণব্যতীত হঠাৎ রাত্রিতে উদয় হয়, কখনবা প্রথমঃ প্রতি মাসে ঐ প্রকার হয় এবং কেবলমাত্র স্বচ্ছরস নির্গত হইয়াই শেষ হয়, শোণিতের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে না, সম্ভবতঃ তখন পর্য্যন্ত জননবিম্ব ও তন্মধ্যস্থ ডিম্ব পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ফলতঃ এইকালে সহবাসে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে; এজন্য জননবিম্বের অপক্কাবস্থাইবা কি প্রকারে বলা যায়?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, বৃহৎ নগরে বাস, দৈহিক বলবীর্য্য, অভ্যাস ও সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, ভোগ বিলাসের আধিক্য, সম্মোহন প্রভাব-সঞ্চারক বস্তুর সহিত সংশ্রব, বাল্যবিবাহ ইত্যাদিতে এই অবস্থা শীঘ্র হয়। শীতপ্রধানদেশ, গ্রামে বাস, দুর্ব্বলতা, কৃশ ও কম্রধাতু, দরিদ্রতা, বন্য ও গ্রাম্যাবস্থা, সম্মোহন প্রভাবের সংশ্রব ত্যাগ ইত্যাদিতে বিলম্বে উদিত হইয়া থাকে। কখনং ঋতু অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়, কখন সন্তান প্রসবের পর প্রকাশ পায়, আবার কখন অকালে বালিকাদেহে দেখা যায়। ঋতু সচরাচর ১১—২০ বৎসর মধ্যে নিশ্চয় প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ১১—১৫ বৎসরই প্রশস্ত সময়। প্রত্যেক ঋতুতে দৈহিক ও স্থানিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; কিন্তু প্রথম ঋতু অপেক্ষা পরপর ঋতুতে অসুখাদি অনেক কম। বৃদ্ধাবস্থার প্রারম্ভে ৪৫ বৎসরের পর ঋতু বন্ধ হয়। ঋতু নারীবিশেষে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৮ দিন থাকে, কিন্তু সচরাচর ৩। ৪ দিন থাকিতে

দেখা যায়। ঋতুকাল ও মধ্যবর্ত্তী বিশ্রামকাল মোট ৪ সপ্তাহ অর্থাৎ ১ চান্দ্রমাস বা ২৮ দিন; কিন্তু ইহার অনেক ইতরবিশেষও হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধসংখ্যা ১॥ মাস এবং কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ দেখা গিয়াছে। অস্বাভাবিক বা পীড়িত অবস্থায় শুক্লবস ও প্রদর নির্গত হয়, কখনু নাসিকা, মুখ ও অন্ত্র পথে শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। রজঃ-শোণিতের পরিমাণ নারী-বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে নানাবিধ, ২—৬ আউন্স বা ১ হইতে ৩ ছটাক প্রতিবারে নির্গত হয়। ঋতুর ৯ম কি ১০ম দিবসে জরায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(Pliny) প্লিনি নামক জনৈক প্রাচীন পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন, ঋতুমতী নারী অতিশয় অপবিত্র, সে যেস্থানে থাকে তথাকার উদ্ভিদে বিশেষ প্রকার পীড়া জন্মে, মদ্য অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার অনেক বিকৃত অবস্থা সংঘটিত হয়। সুসভ্য ইংলণ্ডদেশের কোন২ স্থানে অদ্যাপি এই প্রকার সংস্কারের কিয়দংশ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের ত কথাই নাই,—ঋতুমতী অতিশয় অস্পৃশ্য জীব, ঋতুকালে সে পতিতা থাকে, ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বতন্ত্র স্থানে তৃণাসনে শয়ন, স্বতন্ত্র ভোজনাদি করিয়া থাকে। এই সকল আচরণের কোন মঙ্গলময় নিগূঢ় কারণ থাকিবার সম্ভাবনা; হঠাৎ ইহাকে কুসংস্কার বা কুপ্রথা বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

পুংজননেন্দ্রিয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে উদ্ভিদ জাতির পুংবীর্য্য স্ত্রীবীর্য্যের নিকট একাধারে অবস্থান করে; কিন্তু ২। ৪টী অধমপ্রাণিব্যতীত আর সমুদায় জীবের পুংবীর্য্য স্বতন্ত্রজাতিহইতে উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদের ন্যায় একাধারে থাকে না। অন্যান্য জীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের আলোচ্য মনুষ্য জাতির কথাই বলিতেছি। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ন্যায় পুংজননেন্দ্রিয়েরও বাহ্য ও অভ্যন্তর অংশ আছে। যাহা পেটের ভিতর বা বস্তিগহ্বরে থাকে, তাহাকে আভ্যন্তরিক ও যাহা বাহিরে দেখা যায়, তাহাকে বাহ্যজননেন্দ্রিয় বলে। বাহিরে প্রথমে পুংলিঙ্গ, ইহাও জননকার্য্যের প্রধান অঙ্গ নহে, সহকারিমাত্র। পূর্ব্বে

উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির জরায়ুকোষের গ্রীবা হইতেই শুক্রকীট বহন করিবার বিশেষ কৌশল আছে, আর সঙ্গমের উত্তেজনায় স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের বিশেষ প্রকার স্থান হইতে রস বিশেষ নির্গত হয়, তাহা শুক্রের পরিমাণ ও সজীবতা বৃদ্ধি করে; আর সঙ্গমকালীন উত্তেজনায় জননবিম্ব সহজে বিদারিত হয়। এই প্রকার নানাবিধ কারণ জন্য স্ত্রী জননেন্দ্রিয়কে উপযুক্ত-রূপ উত্তেজিত করিবার জন্য পুং জননেন্দ্রিয়ের যেরূপ আকারপ্রকার ও গঠন হওয়া আবশ্যক বিধাতা তদনুরূপ করিয়াছেন। যোনিপ্রণালীর ন্যায় পুংলিঙ্গেরও তিনটী প্রয়োজন দেখা যায়।—

১। সঙ্গম সুখ লোভে সন্তান উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হওয়া।

২। শুক্র বেগে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক অংশে পরিচালন।

৩। সঙ্গমক্রিয়ায় স্ত্রী জননেন্দ্রিয়কে উপযুক্তরূপ উত্তেজিত করা।

পুংলিঙ্গের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া মূত্রাশয় হইতে মূত্রনালী আরম্ভ হই-য়াছে। মূত্রাশয়ের মুখের নিকট যে স্থান হইতে মূত্রনালী আরম্ভ হইয়াছে সেই স্থানে শুক্রনালীর মুখ মূত্রনালীতে খুলিয়াছে, ঐস্থানে এরূপ সুকৌশল সংযুক্ত যে, মূত্র নির্গমনকালে শুক্রনালীর মুখ বন্ধ থাকে; আর শুক্র নির্গমন কালে মূত্রনালীর মূত্রাশয় দিকের মুখ বন্ধ থাকে। মূত্রনালীর মধ্য অংশের অগ্রদিকে দুইধারে মটরের ন্যায় আকার দুইটী গ্রন্থিময় যন্ত্র আছে। ইহাদিগকে "কাউপারের" গ্রন্থি বলে, ইহাদের প্রত্যেকের নালী ১ ইঞ্চ লম্বা, ইহা হইতে বিশেষপ্রকার বস্তু নির্গত হয়। মূত্রনালীর আরম্ভ স্থানে মূত্রাশয়ের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া একটী বৃহৎ গ্রন্থি থাকে, ইহাকে প্রষ্টেট গ্রন্থি বলে। ইহা বস্তিগহ্বরে অবস্থিত, নীচের অংশ অস্থের উপর সংস্থাপিত, ইহার মূলদেশের পাশাপাশি পরিমাণ ১॥ ইঞ্চি, অগ্র পশ্চাৎ মাপ ২ ইঞ্চি, স্থূলতা ৫ ইঞ্চ, ওজন প্রায় ৬ ড্রাম (প্রায় ২ ভরি) হইবে। প্রষ্টেট গ্রন্থির দুইধারে দুইটী ও মধ্যে একটী অংশ আছে, মূত্রনালী ও শুক্র প্রক্ষেপক নালী প্রষ্টেট গ্রন্থি ভেদ করিয়া গমন করে।

প্রষ্টেট গ্রন্থির ভিতর বহুসংখ্যক কোষ আছে, এই সকল কোষ লম্বা নালীসংযুক্ত, এইসকল নল একত্র হইয়া ১২—২০টী সাধারণ নালী হইয়াছে। মূত্রনালীর যে অংশ প্রষ্টেট গ্রন্থি ভেদ করিয়া আসিয়াছে, তাহার তলে এই

সকল নালীর মুখ খুলিয়াছে। ইহাহইতে নিঃসৃত রস দুগ্ধের ন্যায় তরল, ঘন ও অম্লাক্ত, অনুবীক্ষণদ্বারা দেখিলে দানাকার দ্রব্য দেখা যায়। বৃদ্ধাবস্থায় প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্দ্ধিত হয় তাহাতে মূত্র বোধ ও উত্তেজনায় সঙ্গমেচ্ছা প্রবল হয়। কখনং নালীর মুখে বহুসংখ্যক কটাবর্ণের ক্ষুদ্রং পাথর জন্মে। প্রষ্টেট গ্রন্থির রস শুক্রের পরিমাণ ও সজীবতা বৃদ্ধি করে।

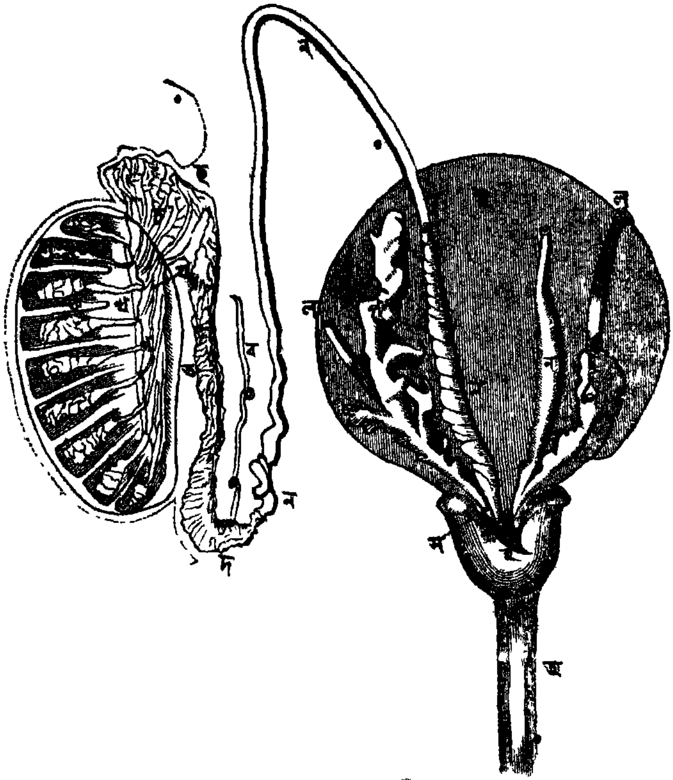
শুক্র নির্গমনকালে মূত্রনালীর যে অংশ দিয়া গমন করে এবং তথায় যে যে রসের সহিত মিলিত হয় তাহাদের বিষয় উক্ত হইল। এক্ষণ শুক্র উৎপাদকযন্ত্র, শুক্রাধার ও তথা হইতে যে পথে শুক্র আসিয়া বহির্গমনকালে মূত্রনালীতে উপনীত হয়, তাহাদের কথা বলা যাইতেছে।

অণ্ডকোষ।

ইহারা দুইটী অণ্ডবৎ গ্রন্থিময়যন্ত্র। ইহা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় অজ্ঞলোকদিগের এই বিশ্বাস। যাহাহউক, স্পার্মেটিক্‌কর্ড বা শুক্রবাহি নালী ও অণ্ডকোষের শিরা ধমনী স্নায়ু প্রভৃতি মিলিত হইয়া যে রজ্জুবৎ গঠন হইযাছে তাহাতেই প্রত্যেক পার্শ্বের কোষমধ্যস্থ গ্রন্থিদ্বয় ঝুলান থাকে। ভ্রূণের ৫। ৬ মাস বয়সে অণ্ডকোষ উদর গহ্বর হইতে বস্তিগহ্বরে আইসে, ৭ম মাসে কটিদেশের সম্মুখেও ৮ মাসে কোষে নামে। প্রত্যেকটী ১॥=২ ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চৌড়া ও ১।০ ইঞ্চি স্থূল, ওজন ৬—৮ ড্রাম (২-২॥ ভরি) বামপার্শ্বেরটী কিঞ্চিৎ বৃহৎ, প্রত্যেকটীর উপযুক্ত আবরণ আছে। ভিতরের অণ্ডবৎ অংশকে অণ্ড ও উপরের আবরণকে কোষ বলে।

গঠন—প্রত্যেক অণ্ড ক্ষুদ্রং অংশে বিভক্ত। ২৫০ হইতে ৪০০টী ভিন্নং অংশ দেখা গিয়াছে। এই সকল অংশ অণ্ডকোষের মধ্যস্থলে বৃহৎ ও লম্বা এবং উভয় অন্তে ক্ষুদ্রাকার হইয়াছে। প্রত্যেকটীর মধ্যে ১ হইতে ৩ বা ততোধিক দীর্ঘ জড়ান আকারের নল থাকে, এই নলগুলিকে শুক্রউৎপাদক নালী বলে। এই নালীগুলি সুদীর্ঘ, কিন্তু জড়ানভাবে থাকাতে অতিঅল্প স্থানে অবস্থান করে। ইহাদের পরিসর ১/২০০—১/১৫০ ইঞ্চি হইবে। এই সকল

৩য় চিত্র।



শুক্র উৎপাদক যন্ত্র ও শুক্রাধারের আকারপ্রকার দেখান যাইতেছে।

(ক) শুক্র উৎপাদক সুদীর্ঘ ও অতি সূক্ষ্ম নালীপূর্ণ অংশ বা খণ্ড সকল। ইহাদিগকে লোবিউলাই কহে, (খ) ভাসারেকটা বা শুক্র উৎপাদক নালী সকলের সরল অংশ, (গ) মিডিয়েষ্টাইনম বা মধ্যস্থ অংশ; (ঘ) রেডিটেষ্টিস, (চ) ভাসাএফারেণসিয়া; (ছ) গ্লোবসমেজর, (ত) ইপিডিডিমিসের মধ্য অংশ; (দ) গ্লোবস্ মাইনর, (ব) ভাস এবিবেনস্ বা অন্ধ নালী (এক অন্ত বদ্ধ, (ন, ন) উভয় পার্শ্বের ভাসডিফারেন্স, (প, প) উভয় পার্শ্বের ভেসিকিউলাসেমিনেলিস বা শুক্রাধার, (ল, ল) ইউরেটার বা মূত্রবাহক নালী; (ই) মূত্রাধারের পশ্চাৎদিক, (স) দক্ষিণ ইজাকিউলেটরিডক্ট বা শুক্র প্রক্ষেপক নালী; (হ) প্রষ্টেট গ্লাণ্ড, (অ) মূত্রনালী ও পুংলিঙ্গ।

নালী বেষ্টন করিয়া জালের মত সূক্ষ্ম২ কৈশিক নাড়ী বা শিরা ও ধমনী আছে। নালীগুলি অগ্রদিকে গিয়া প্রায় সরল হইয়াছে; তথায় সমুদয়গুলি মিলিয়া ২০—৩০টী বৃহৎ নালী হইয়াছে। এই নালীর পরিসর ১/২ ইঞ্চি হইবে। এইগুলির গতি সরল বলিয়া "ভাসারেকটা" বলে। ইহারা উর্দ্ধ ও পশ্চাৎমুখে গিয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে। এইস্থানে ইহাদিগকে জালেরমত দেখায়। এইস্থানে ইহাদের "রেটটেষ্টিস" নাম হইয়াছে। এই স্থানহইতে ইহারা মিলিয়া ১২—২০টি হইয়াছে। ইহাদিগকে "ভাসা এফারেনসিয়া" বলে। ইহারা অণ্ডকোষের আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। প্রথমে সরল, পরে অতিশয় জড়ানভাবে গিয়াছে ও বৃহৎ হইয়াছে। এইস্থানকে "গ্লোবস্‌মেজর" বলে। পরে নিম্নমুখে গিয়া বক্রভাবে উদ্ধমুখে গিয়াছে, তথায় সমুদায়ে মিলিয়া একটি নালী হওত ভাসডিফারেন্স নামপ্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধমুখে উদর গহ্বরে (বস্তিগহ্বরে) প্রবেশ করিয়াছে। মূত্রাশয়ের পশ্চাৎদিকে গিয়া প্রষ্টেট গ্রন্থির মূলে, ভেসিকিউলি সেমিলিউনি বা শুক্রাধারের নালীর সহিত মিলিয়াছে। এইস্থানে উহা প্রসারিত হইয়াছে। ইহাকে ইজাকিউলাবিউক্ট বা শুক্রনির্গমননালী বলে। ভাসডিফারেন্স দৈর্ঘ্যে ২ ফুট, অনুপ্রস্থ মাপ ১।০ লাইন। মনুষ্যের অণ্ড পেটে থাকিলে বন্ধ্যতা জন্মে। ইহা স্বভাবতঃ কোষে থাকে। কোন২ ইতরপ্রাণীর অণ্ড অন্য সময় উদর গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, সন্তান উৎপাদনকালে কিছুকালের জন্য কোষে নামিয়া আইসে, পরে আবার উদরগহ্বরে যায়।

ভেসিকিউলি সেমিলিউনি বা শুক্রাধার।

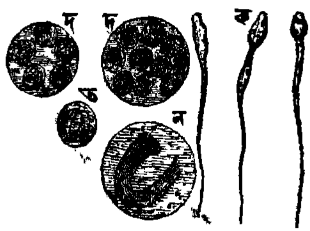
ইহারা দুইটি মাংস নির্ম্মিত থ'লে, অন্ত্র ও মূত্রাধারের মূলের মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানে শুক্র সঞ্চিত থাকে এবং ইহাহইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া শুক্রের সজীবতা ও পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। এই থ'লের আকার মন্দিরের চূড়ার ন্যায়, দৈর্ঘ্যে ২॥০ ইঞ্চি, প্রস্থে ৫ লাইন, স্থূলতা ২।৩ লাইন। ব্যক্তিবিশেষে ইহাদের আকার ভিন্ন২। ইহার নিম্ন অংশ ঠিক অন্ত্রের উপর অবস্থান করে, এজন্য মলত্যাগকালে অধিক বেগ দিলে থ'লে শুক্রপূর্ণ থাকিলে শুক্র নির্গত হইতে পারে। প্রত্যেক থ'লের অভ্যন্তর

দ্বারদিয়া কোচকান ও বিস্তৃত ভাসডিফারেন্স বা শুক্রনালী গমন করিয়াছে।

প্রত্যেক শুক্রাধার একএকটি নলাকৃতি থ'লে, জড়ানভাবে অবস্থিত, পেনকলমের মত প্রশস্ত, লম্বায় ৪—৬ ইঞ্চি হইবে। ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে প্রত্যেক পার্শ্বে একএকটি নালী বহির্গত হইয়া ভাসডিফারেন্স বা সাধারণ শুক্রনালীর সহিত মিলিয়া ইজাকিউলারিডক্ট বা শুক্রনির্গমন নালী প্রস্তুত হইয়াছে। এই শুক্রবহির্গমন-নালী, প্রত্যেকে দৈর্ঘ্যে ¾ ইঞ্চি। প্রষ্টেট গ্রন্থির মূলে আরম্ভ হইয়া মূত্রনালীতে শেষ হইয়াছে। ইহার মুখ বেধাবং বা অনুলম্বভাবে অপ্রশস্ত।

শুক্র।

চতুর্থ চিত্র।



উৎপাদককোষ ও শুক্রকীটের আকার প্রকার দেখান যাইতেছে—(দ, দ) সাধারণ কোষমধ্যস্থ ভিন্ন২ উৎপাদককোষ। সাধারণ কোষ বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ ভিন্ন২ উৎপাদককোষ বহির্গত হইলে যেরূপ দেখা যায় (ত) স্থানে তাহা দেখান যাইতেছে। সাধারণ কোষ বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বে উহার মধ্যস্থ ভিন্ন২ উৎপাদককোষ বিদীর্ণ হওয়াতে কীটাণুগুচ্ছ (ন) স্থানে দেখান যাইতেছে। কোষ বিদীর্ণ করিয়া শুক্রকীটগুলি বিমুক্ত হইলে উহাদের যেরূপ আকার দেখা যায় (ক) স্থানে তাহা দেখান যাইতেছে। মধ্যেরটীদ্বারা সম্মুখের অবস্থা ও দুইধারের দুইটীদ্বারা পার্শ্বের অবস্থা দেখান যাইতেছে। এই তিনটীই কীটাণুর মুক্ত বা পূর্ণাবস্থা।

শুক্র ঘন আঠাল, শ্বেতবর্ণ তরলপদার্থ; জল অপেক্ষা ভারী, বিশেষপ্রকার গন্ধযুক্ত। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে শুক্রমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র২ ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা দ্রব্য দেখা যায়, মানববীর্য্যে ইহাদের পরিমাণ ৬৮৮৮ ইঞ্চির অধিক হইবে না। ইহাদের সূক্ষ্ম লেজ আছে; এই লেজ নিয়ত স্পন্দিত হইতে থাকে, জীবিতকালমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই। ইহাদের স্পন্দন দেখিয়াই পূর্ব্বে কীটাণু বা শুক্রকীট নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল জীবিত দ্রব্যব্যতীত শুক্রে অন্যপ্রকার কোষ ও দানাময় দ্রব্য থাকে; সুপক্ক বীর্য্যে ইহাদের সংখ্যা অল্প, এইগুলিকে পূর্ব্বে শুক্রের দানা বলা হইত, কিন্তু ইদানীং জানা গিয়াছে যে, ঐসকল দানা কোষময়, এই কোষমধ্যেই শুক্রকীট জন্মে ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, এই জন্য এই সকল কোষকে (Vesicle of Evolution) বা উৎপাদক বিম্ব বলে। এই কোষগুলির আবার তিনহইতে ৭টী একটী সাধারণ কোষে (চিত্রে দ, দ) আবদ্ধ থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটীহইতে একএকটী স্বতন্ত্র কীটাণু উৎপন্ন হয়। কোষ ভেদ করিয়া কীট বহির্গত হইলেই নিয়ত স্পন্দিত হইতে থাকে; কখনং সাধারণকোষ ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই মধ্যস্থ কোষগুলি ভঙ্গ হইয়া কীটাণুগুচ্ছ সাধারণ কোষমধ্যে একত্রে অবস্থান করে (চিত্রে ন)। টেষ্টিস বা অণ্ডকোষ ও ইপিডিডিমাস প্রভৃতি স্থানেই এইসকল কোষ ও শুক্রের এইপ্রকার অবস্থা দেখা যায়। শুক্রের এই সকল দ্রব্য উহার তরল অংশে ভাসমান থাকে। সন্তান উৎপাদনার্থে তরল অংশ কোন কাজে লাগে না, উহা কেবল কীটাণুগুলিকে জীবিত রাখে, আর শুক্রের পরিমাণ বৃদ্ধি ও তরলতা সম্পাদন করিয়া স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত স্থানে সঞ্চারিত করে। ব্যাধি, দুর্ব্বলতা ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় শুক্র কোষ ও কীটাণুহীন হইলে, উহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কীটাণুগুলিকে শুক্ররস বা তরল পদার্থহইতে অন্তরিত করিলে উহারা অবিলম্বে মরিয়া যায়, শুক্রস্থ তরল পদার্থের সহিত জল বা অন্য কোন সাধারণ দ্রব্য মিশ্রিত করিলেও শুক্রকীট নষ্ট হইয়া যায়; যোনিপ্রণালীর বিকৃত রস ইত্যাদিতেও ইহা নষ্ট হয়। কিন্তু সচরাচর ইহারা অনুকূল অবস্থায় শীঘ্র মরে না। শুক্রকীটগুলি দেহহইতে বহির্গমনের পরও দীর্ঘকাল জীবিত এবং

পচনের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত নড়িতে থাকে। উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীর স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কয়েক সপ্তাহপর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

বাদুড়ের শুক্রকীট তজ্জাতীয় স্ত্রীর জরায়ুমধ্যে হেমন্তকালহইতে বসন্তকালপর্য্যন্ত জীবিত থাকে, অর্থাৎ উহাদের পুং জাতীয় শুক্র হেমন্তকালে অধিক সজীব থাকে; কিন্তু স্ত্রী জাতির ডিম্ব বসন্তকালে পরিপক্ক হয়, এইজন্য হেমন্তকালে সঙ্গম হইয়া শুক্রকীট ডিম্বের সহিত মিলিত হইবার জন্য জরায়ুকোষে বসন্তকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। মধুমাছির শুক্র সহবাসের পর তিন বৎসরপর্য্যন্ত স্ত্রীমাছির শুক্রাধারে সঞ্চিত ও জীবিত থাকে। তিন বৎসরকালে বহু সহস্র ডিম্বকে নিষিক্ত করিয়াও এই শুক্রভাণ্ডার শূন্য হয় না। ইহারা (ইনফিউসরিয়ার ন্যায়) সম্ভবতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শুক্রভাণ্ডারের বসাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে।

আমরা স্ত্রী ও পুংজননেন্দ্রিয়ের গঠন ও ক্রিয়াদির কথা বলিলাম। এক্ষণ উভয় জাতির জননেন্দ্রিয়হইতে উৎপন্ন শক্তিদ্বয় কি প্রকারে একত্র মিলিত হইয়া ভ্রূণদেহ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

সঙ্গম।

আমরা পুরাণপাঠে অবগত আছি, কুন্তিদেবী কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হইয়া কর্ণপথে সন্তান প্রসব করেন,—কেবলমাত্র স্ত্রীশক্তিতে ভগীরথের উৎপত্তি হয়,—বাহক পক্ষীর চঞ্চুচ্যুত শুক্র পান করিয়া মৎস্যগর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম হয় ইত্যাদি। কিন্তু সে সকল পৌরাণিক কথা বিজ্ঞানের যুক্তিতে অলীক বা কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। যদিও ইতর প্রাণিগণের সঙ্গমব্যতীত সন্তান উৎপন্ন হয়, এবং জননেন্দ্রিয়ব্যতীত অন্যপথে স্ত্রী বা পুংশক্তি নির্গত হইতে পারে; কিন্তু মনুষ্যসদৃশ উৎকৃষ্ট প্রাণীর সঙ্গমদ্বারা উভয় শক্তি একত্র মিলনের প্রয়োজন, বিশেষতঃ যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য কোন দ্বার দিয়া সন্তান প্রসূত হইতে পারে না।

ইতরপ্রাণীরমধ্যে শস্যের দেহে নানাস্থানে কোষ দেখা যায়; উহারা বৃহৎ হইয়া শুক্র বা স্ত্রীশক্তি উৎপাদন করে, অথবা বিভক্ত হইয়া শুক্র-

কীট হয়; উভয়ে বৰ্দ্ধিত হইয়া একত্র মিলিত হইলেই নূতন স্পঞ্জ জন্মে। এন্থোজোয়া (Anthozoa) প্রাণীর পাকস্থলীর প্রাচীর মধ্যে আলির আকারে জননেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তাহাহইতে ডিম্ব বা শুক্র মুখ দিয়া উদ্গীরিত হয়। (Ctenophora) প্রাণীর গাত্রে অনুলম্ব গহ্বর মধ্যে একদিকে ডিম্ব ও অন্যদিকে শুক্র উৎপাদক থ'লে দেখা যায়। কোন কোন প্রাণীর (Earthworm) দেহের স্থূলচক্রসকল দৃঢ়ভাবে একত্র হইলেই সঙ্গমকাৰ্য্য সাধিত হয়। কোন কোন প্রাণীর (Crustacia) পুরুষের দেহে বিশেষ প্রকার নালীদ্বারা শুক্র ডিম্বসমীপে চালিত হয়। পতঙ্গের উদরের চক্রবৎ স্থান বিশেষ আকারে জননেন্দ্রিয়ের কার্য্যসাধন করে। ঊর্ণনাভ, শম্বুক প্রভৃতির জননেন্দ্রিয় সুস্পষ্ট নহে, কেবল শুক্র ও ডিম্ব নির্গত হয় মাত্র। অনেক মৎস্যের জননেন্দ্রিয় নাই, ডিম্ব নির্গত হইবামাত্র উহার উপর পুংজাতি শুক্রপাত করিয়া নিষিক্ত করে। কোন কোন প্রাণীর স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয় নাই, দেহের অভ্যন্তরে শাবক জন্মে, উহারা পূর্ণাঙ্গ হইলে দেহ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। যাহাহউক, ইতর প্রাণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া মনুষ্যের কথা বলা যাইতেছে। সঙ্গম ইচ্ছা তাহাতে সুখানুভব ইত্যাদি যাহা কিছু প্রলোভন আছে, সেগুলি কেবল সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, সন্তান উৎপাদনই সঙ্গমের একমাত্র প্রয়োজন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় জীব এই কথা বিলক্ষণ অবগত আছে, কিন্তু মনুষ্য উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণী হইয়াও এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া নিজকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া তুলিতে লজ্জা বোধ করেন। সংসারে অধিকাংশ অনর্থ এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য লইয়াই ঘটিয়া থাকে। যে সকল কীটপতঙ্গ নিমেষমধ্যে জলবিম্বের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনন্তকালে মিলিত হইয়া যায়, অতি দীর্ঘ শত বৎসরকাল আয়ু, অত্যুন্নত মস্তিষ্ক ও পরিপাটী দেহ লইয়াও মনুষ্য যদি সেসকল অপেক্ষা হীনতর হইয়া ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর সুখান্বেষণে নিয়ত রত থাকে—অবিনশ্বর কীর্ত্তিসঞ্চয় জন্য ভ্রমেও চিন্তা না করে, তবে তাহার মনুষ্যজন্ম একান্ত নিষ্ফল। তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তাহার শত বৎসর আয়ু মুহূর্ত্তস্থায়ী কীটপতঙ্গের ন্যায়। তাহার উন্নত মস্তিষ্ক কীটপতঙ্গাদির অতিঅধম মস্তিষ্কের তুল্য।

সে কেবল নরকভোগের জন্যই দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়াছে।

যাহাহউক, পুংশক্তি নির্গমনের জন্য পুরুষের সঙ্গমকার্য্যে রত হওয়ার প্রয়োজন, এজন্য সন্তান উৎপাদনার্থে পুংজাতির সঙ্গম বিশেষ আবশ্যক। সঙ্গমকালীন উত্তেজনা ও সুখানুভবাদিব্যতীত স্বভাবতঃ পুংশক্তি নির্গত হয় না। নারীর সঙ্গম সন্তান উৎপাদনার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে, কোনরূপে সজীব শুক্রকীট স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেই গর্ভসঞ্চারের প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ভসঞ্চার জন্য নারীর সঙ্গম সুখানুভব বা সঙ্গমকালীন উত্তেজনার প্রয়োজন নাই, বস্তুতঃ প্রগাঢ় নিদ্রা বা মাদক সেবনজনিত অচৈতন্যাবস্থায় নারীর অজ্ঞাতসারে সঙ্গমক্রিয়া সাধিত হওয়াতেও গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।

সঙ্গমকালে পুংজননেন্দ্রিয় রক্তপূর্ণ, স্ফীত ও উন্নত হয়, পুংলিঙ্গের বহির্দ্দেশের বিশেষতঃ লিঙ্গাগ্রের স্পর্শানুভাবকতা বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হয়। সঙ্গম জন্য এই অবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক উপায়ে শুক্র নির্গমন জন্য সঙ্গম একান্ত আবশ্যক। সঙ্গমকালে পুংলিঙ্গ যোনিপ্রণালীর মধ্যস্থ আলিবৎ বিষম ও রসপ্রভাবে পিচ্ছিল অংশে ঘর্ষিত হইয়া উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতে থাকে। এই উত্তেজনা পরিশেষে জননকেন্দ্রে নীত হইলে তথাহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভাসডিফারেন্স নামক শুক্রবাহী নালীর পৈশীক প্রাচীর এবং প্রষ্টেট গ্রন্থি ও শুক্রাধারের চারি পার্শ্বস্থ পেশী প্রবলবেগে অনায়ত্তভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে ঐসকল আধারমধ্যস্থ শুক্র মূত্রনালীতে বেগে পতিত হয়। মূত্রনালীতে শুক্র আসিলে তথাকার সঙ্কোচক পেশীদ্বারা সবিরাম ধারে প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া যায়। প্রবল উত্তেজনা কটিদেশস্থ সঙ্গমকেন্দ্রে নীত হইলে শরীর লোমাঞ্চিত হয় এবং এই কালেই বিলক্ষণ ইন্দ্রিয় সুখানুভব হইয়া থাকে। সঙ্গমকালে দেহ যে পরিমাণ উত্তেজিত হয়, সঙ্গমান্তে ঠিক সেই পরিমাণে অবসন্ন হইয়া থাকে। যাহাহউক, শুক্র স্বাভাবিক উপায়ে নির্গমন জন্য সঙ্গমক্রিয়া সুসাধন আবশ্যক এবং তদানুসঙ্গিক সুখানুভব ও উত্তেজনারও প্রয়োজন।

নারীজাতির সঙ্গমকালে যোনিপ্রণালী ও তৎসংসৃষ্ট যন্ত্র সকল যদিও রক্তপূর্ণ ও উত্তেজিত হয়, এবং বিবিধগ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মা ও তৈলাক্ত রস

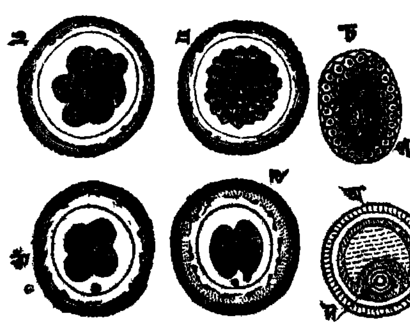
নির্গত হইয়া থাকে, আর কোন২ পণ্ডিতের মতে জরায়ুমুখ প্রসারিত হয়, এতদ্ভিন্ন সঙ্গমকালে নারীজাতির বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ও সঙ্গমান্তে দেহ লোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু সকল সঙ্গমক্রিয়া সুসাধন জন্য এই সকল অবস্থার কোন প্রয়োজন হয় না। এইসকল ব্যতীত ও নারীর গর্ভসঞ্চার হইতে পারে, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

গর্ভসঞ্চার।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নারীজাতি যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতি মাসে ডিম্বকোষহইতে একএকটী গ্রাফিয়েন ভেসিকেল বা জননবিম্ব পরিপক্ক হইয়া ডিম্বকোষের গাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। এইকালে ঋতু হইয়া থাকে। এই জননবিম্ব মধ্যে ডিম্ব থাকে, কিন্তু সে ডিম্ব অপূর্ণ, উহার উৎপাদিকাশক্তি থাকে না অর্থাৎ উহাহইতে সন্তান উৎপন্ন হয় না। এই ডিম্বের সহিত পুংশক্তি বা শুক্র মিলিত হইলে, ডিম্ব পূর্ণতা বা উৎপাদিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে নিষিক্ত ডিম্ব বলে। জনন-বিম্ব বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও ডিম্বের সহিত শুক্রের সম্মিলন হইতে পারে।

মানবজাতির ভ্রূণদেহ প্রথমাবস্থায় কিরূপে উৎপন্ন ও গঠিত হয় তাহা এপর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে জানা যায় নাই, তবে বহুবিধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

পঞ্চম চিত্র।



(অ) স্ত্রীশক্তি বা অনিষিক্ত ডিম্ব, (ক) নিষিক্ত ডিম্ব ২ ভাগে বিভক্ত, শুক্রকীট অণ্ডকুসুমের আবরণ ভেদ করতঃ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চারিদিকে

বিচরণ করিতেছে। (খ) নিষিক্ত ডিম্ব ৪ ভাগে বিভক্ত, (গ) ঐ ৮ ভাগে বিভক্ত, (ঘ) ঐ তুতফলের থোকার বা ঝোপের ন্যায় বহুঅংশে বিভক্ত, (চ) ঐ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভ্রূণকোষ পূর্ণ হইয়াছে, মধ্যস্থলে রেখা ও ঘনকোষদ্বারা ভ্রূণদেহ গঠনের ভিত্তি উৎপন্ন হইয়াছে।

শুক্রকীট ডিম্বের প্রাচীর ভেদ করিয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র এই নিষিক্ত ডিম্বের আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অণ্ডের জনন-কোষগুলি ভ্রূণকোষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জননকোষ ও জননবিন্দু বিলুপ্ত এবং অণ্ডকুসুম অধিকতর ঘন হয়, দানাময় গঠন অন্তরিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ডিম্বের বাহিরে অণ্ডলালবৎ আবরণ দেখা যায়। ইহা পক্ষি-ডিম্বের অণ্ডলালসদৃশ। এই ঘটনার পর নিষিক্ত ডিম্ব বিভক্ত হইতে থাকে। প্রথমে ২, পরে ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত হয়, শেষে তুতফলের ন্যায় দেখা যায়। এই জর্ম্মিনাল মাস বা জননপিণ্ড হইতে সমুদয় ভ্রূণদেহ গঠিত হয়। মনুষ্যডিম্বের সমুদায় অংশই সমভাগে বিভক্ত হয়, কিন্তু পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ প্রাণীর ডিম্বের অণ্ডলাল অণ্ড-কুসুমের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে। কেবল অণ্ডকুসুম বিভক্ত হয়, অণ্ডলাল ইহার পরিপোষণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাদের অণ্ড প্রসূত হয়, এজন্যই এপ্রকার নিয়ম। মনুষ্যাদি স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণদেহের নাভি-রজ্জু ফুলদ্বারা মাতার জরায়ুকোষে সংযুক্ত থাকে, তদ্দ্বারাই মাতৃদেহহইতে পোষণ প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীবীর্য্য বা ডিম্ব সহিত পুংবীর্য্য বা শুক্র ডিম্বকোষ, ডিম্ববাহী নালী বা জরায়ুর ঊর্দ্ধ তৃতীয়াংশে মিলিত হয়, অন্য কোন স্থানে মিলিত হইলে সন্তান হয় না, সুতরাং পুংবীর্য্য এতদূরে উপনীত হওয়া কঠিন ব্যাপার। ইতর জন্তুগণের শুক্র তথায় সহজে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের জরায়ু ও ডিম্ববাহী নালীতে শুক্র সহজে পৌঁছিতে পারে না। এই অসুবিধা নিবারণের সুকৌশল আছে। জননকার্য্যে শুক্রকীটগুলিরই বিশেষ প্র-য়োজন, এজন্য ইহারা নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।—

১। ইহারা গতিশীল ; সুতরাং ইহাদের নিজের স্পন্দন।

২। কাউপারের ও প্রষ্টেট গ্রন্থির রস, যোনিপ্রণালী ও জরায়ু হইতে

নিঃসৃত রস ইহার সঞ্জীবতা সম্পাদন করে।

৩। জরায়ু গ্রীবার মধ্যহইতে সমুদয় জরায়ুগহ্বরে লোমবৎ নির্ম্মাণ ও উহাদের বিশেষ প্রকার স্পন্দন।

৪। জরায়ু ও যোনিপ্রণালীর মাংসপেশীর কৃমিসঞ্চরণবৎ আকুঞ্চন (Muscular Perestaltic action)। এইসকল সুকৌশলে শুক্রকীট সহজে ডিম্ব সমীপে উপনীত হয়।

ইন্দ্রিয়সেবন।

"সে মৈথুন বিফল সন্তান যাতে নয়" (চাণক্য)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণিপুঞ্জের অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রকৃতি তাহাদিগকে জননেন্দ্রিয় দিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে উক্ত জননেন্দ্রিয় বৈধভাবে পরিচালিত করিয়া সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তিও দিয়াছেন। উক্ত সুমহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থে নরনারীর একত্র মিলনই ইন্দ্রিয়সেবন নামে অভিহিত।

ইন্দ্রিয়সেবনে শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও প্রত্যেক স্নায়ু আমূল কম্পিত হয় দৈহিক ও মানসিক বল বিশেষপ্রকারে খর্ব্ব হয় এবং এই সঙ্গে দেহের সারাংশ ক্ষয়িত ও দেহচ্যুত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সেবনমাত্রই ক্ষতিকর। মিত হউক, অমিত হউক, কালে হউক, অকালে হউক, প্রয়োজনে হউক, আর অভিলাষেই হউক ইন্দ্রিয়সেবনে নিশ্চিতরূপে দেহ ক্ষয় করিবেই করিবে। যে ক্রিয়াদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ উপস্থিত হয়, দেহের সারাংশ স্খলিত হইয়া যায়, তাহাদ্বারা দেহ, মনের ক্ষতি না হইয়া কিরূপে পুষ্টিসাধিত হইবে?

প্রবৃত্তির অধীন না হইয়া চিন্তা করিলে, ইন্দ্রিয়সেবন কখনই প্রিয়-কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইবে না। পরকীয় শ্লেষ্মা শরীর স্পৃষ্ট হইলে আমরা ঘৃণার সহিত ত্বরায় তাহা ধৌত করি এবং স্নান না করা পর্য্যন্ত

আপনাকে পবিত্র মনে করি না। ইন্দ্রিয়সেবনকার্য্যে প্রচুর ঘৃণ্যপদার্থ শরীরে লেপিত হয়, অতএব ইন্দ্রিয়সেবন কি ঘৃণার কার্য্য, না, ইহা প্রিয় কার্য্য হইবে? বস্তুতঃই ইন্দ্রিয়সেবন, প্রবৃত্তিশূন্য ব্যক্তির নিকট অতি জঘন্য কার্য্য। পূর্ব্বে যাহাকে সম্মোহিনী শক্তি বলিয়াছি, তাহা এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক এবং তাহার আধিক্য অনুসারে ইন্দ্রিয়সেবন কার্য্যে জঘন্যতাব অনুভূতি হ্রস্ব ও আচ্ছাদিত হইয়া আইসে। ফলতঃ অনুমান হয়, যদি সর্ব্ববিজয়িনী সম্মোহিনী শক্তি এই কার্য্যের প্রবর্ত্তয়িত্রী না হইত তবে কেহই ইহার অনুসরণ করিত না। যিনি যুগেং জীবনস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, জীবরক্ষা বিষয়ে তাঁহার কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনিই জঘন্য কার্য্যে জঘন্যতা পরিহারের উপায়ও করিয়া দিয়াছেন এবং জঘন্য কার্য্যে আকর্ষণ ও মাদকশক্তি প্রদান করিয়াছেন। যে কার্য্য দেহের আমল কলুষিত ও কলুষিত হয়, যাহা অতি ঘৃণাহ ও পৈশাচিককার্য্য ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্মোহিনী শক্তি তাহাকে জীবের প্রিয়কার্য্য করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রিয়সেবন ব্যতিরেকে বংশরক্ষা হইতে পারে না। বংশরক্ষা করিতে হইলে সুসন্তান উৎপাদন করা চাই। সুতরাং সুসন্তান উৎপাদনই ইন্দ্রিয় সেবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য এবং ইহাই প্রকৃতির বাঞ্ছিত। যখন প্রকৃতি বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয় ও তৎসেবনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন তখন প্রকৃতির সম্মান রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া সুসন্তান উৎপাদন উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়সেবন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখের আশায় ইন্দ্রিয়সেবন করা নিতান্ত বিড়ম্বনা। ইন্দ্রিয়সেবনজনিত সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর ও অস্থায়ী। একরূপ ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য দেহক্ষতিকর ইন্দ্রিয়সেবন, কাঞ্চন বিনিময়ে কাচলাভের তুল্য। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যদর্শনে নয়নের যে দর্শনসুখ ঘটে, সুরভি দ্রব্য ঘ্রাণে নাসিকার, সুমধুরস্বরে কর্ণের ও সুমিষ্ট খাদ্যে রসনার যে সুখানুভব হয়, ইন্দ্রিয়সেবনদ্বারা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়সেবন উৎকৃষ্ট ও পবিত্র প্রণয়ের কার্য্য বলিয়া মনে প্রভূত আনন্দ হইতে পারে এবং এই আনন্দ ইন্দ্রিয়সেবনজ সুখকে বর্দ্ধিত করিতে পারে; কিন্তু যেস্থলে সে আনন্দ বিদ্যমান নাই, সেস্থলে ইন্দ্রিয়সেবনকারী

প্রকৃতপক্ষে নরককুণ্ডে অবগাহন করে। সে প্রকৃতি ও সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থই পাপাচরণ এবং মিতাচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজের সর্ব্বনাশের দ্বার উদ্ঘাটন করে। এরূপস্থলে ইন্দ্রিয়সেবনের প্রকৃত সুখও অনুভূত হইতে পারে না। আমাদের দৈহিক নানাপ্রকার অভাবমোচনজনিত যে সুখ হয়, ইন্দ্রিয়সেবনের সুখ তাহার তুলনায় আসিতে পারে, এরূপ বোধহয় না। শ্রমান্তে বিশ্রাম ও নিদ্রা, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সুখাদ্য আহার, পিপাসায় সুশীতল জলপান করিলে অপরিমিত সুখপ্রদান করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সেবনজনিত সুখ কি উহার সমতুল? জীবন নির্ব্বাহার্থ সদুপায়ে পরিশ্রম করিয়া যে সুখ, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যে সুখ, চিত্ত সংযম করিয়া যে সুখ, ইন্দ্রিয়সেবনজনিত সুখ কি তাহার সমকক্ষ? ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরচিন্তা করিয়া যে সুখ, ঈশ্বরের অনুপমকীর্ত্তি ও অপার মহিমা এবং অশেষ দয়া চিন্তা করিয়া যে সুখ, ইন্দ্রিয়সেবনসুখ তাহার নিকট অতীব তুচ্ছ।

মনুষ্য যে, সন্তান উৎপাদন জন্য প্রকৃতির নিকট দায়ী একথা আমরা অনেকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা বলিয়া যদৃচ্ছা ইন্দ্রিয়সেবনে প্রবৃত্ত হওয়া ঘোরতর মূর্খতা; যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নরনারী যদৃচ্ছা সন্তান উৎপাদনের শক্তি প্রাপ্ত হন নাই, প্রকৃতি সেই শক্তি নিজস্বভাবে নিজ হস্তেই রাখিয়াছেন; সুতরাং অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়সেবনদ্বারা অধিকসংখ্যক অপত্য উৎপাদন করিবার আশা দুরাশামাত্র। এরূপ কার্য্যে দেহ মনের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, সুতরাং এবিষয়ে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান কিরূপ শিক্ষা দেন, অগ্রে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত।

গো, মেষ, কুকুর, বিড়ালাদি ইতরজন্তুগণের ইন্দ্রিয়সেবনপ্রণালী দেখিয়া আমরা জানিতে পারি যে, নারীগণের যেরূপ মাসিক ঋতু হয়, ইতরজন্তুগণের স্ত্রীজাতির সেইরূপ বিশেষ২ সময়ে একপ্রকার বিশেষ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কোন২ প্রাণীর স্ত্রীজাতির বিশেষ সময়ে জননেন্দ্রিয়হইতে একপ্রকার ঘন, আঠাল, শাদারস নির্গত হয়। কাহারও বা জননেন্দ্রিয়ে কোন বাহ্যলক্ষণ প্রকাশিত হয় না, কেবল দেহহইতে এক-

প্রকার বিশেষ গন্ধ নির্গত হয়। কাহারও বা কেবলমাত্র মন চঞ্চল হইয়া থাকে। এইকালে তাহারা পুরুষজাতির সহবাসার্থে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এবং পুংজাতিও জননেন্দ্রিয়নিঃসৃত রস দর্শনে বা গাত্রোত্থিত গন্ধ-ঘ্রাণে কিম্বা উহাদের মনের বিশেষপ্রকার অবস্থা জানিতে পারিয়া সহবাসে রত হয়। এইরূপ বিশেষকালভিন্ন স্ত্রীজাতি পুরুষ সহবাস করে না, এমনকি ঐকালভিন্ন অন্য কালে পুরুষ সহবাসেচ্ছায় স্ত্রীজাতির নিকটবর্ত্তী হইলে, স্ত্রী তাহাকে বাধা দেয়। অনেকে দেখিয়াছেন, বন্ধ্যতাদি কোন অপ্রতিবিধেয় কারণ না থাকিলে উক্ত বিশেষ কালের সহবাস কখন বিফল হয় না। ঐ কালে যে স্ত্রীবীর্য্য উৎপন্ন হয় তাহা পুং বীর্য্যের সহিত মিলিত হইলে অপত্য উৎপাদন করে। এই ফলোৎপাদন প্রায় বিফল হয় না। নারীজাতির ঋতুর পরবর্ত্তি-কালও সেইরূপ অপত্য উৎপাদনের সহায়। এইকালে গর্ভসঞ্চারের যেরূপ সম্ভাবনা, অন্য সময়ে তেমন নহে। শুক্র স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে রক্ষিত হইলে তথায় ৭। ৮ দিন পর্য্যন্ত সজীব থাকিতে দেখা গিয়াছে, সুতরাং প্রকৃতির পথানুসরণপূর্ব্বক প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে ইন্দ্রিয় সেবন করিতে ঋতুরক্ষা করাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অতএব মাসিক রজঃস্রাবের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসে একবার সহবাস অথবা উক্ত কয়েকদিবসমধ্যে দুই তিন দিবস একং বার সহবাস করিলেই প্রকৃতি যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যকে জননেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণাকারে সাধিত হয়। এই প্রকার বিজ্ঞানসম্মত মিতাচার, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির নিকট উপহাসাস্পদ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির অনুমোদিত পথ প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসী আর্য্যগণ ঋতুকালভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী-গমন করিতেন না। * তাঁহারা অকালে স্ত্রী-সহবাসকে মহাপাপ

* মহামতি মনু বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শন অবধি ১৬ দিবস ঋতুকাল, তন্মধ্যে শোণিতস্রাবযুক্ত চারি রাত্রি অতিনিন্দিত। উক্ত ১৬ দিন মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি, একাদশ ও ত্রয়োদশ এই ছয় রাত্রি ঋতুমতী স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ, তদতিরিক্ত দশরাত্রি সহবাসসম্বন্ধে প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত দশ-রাত্রিমধ্যে ৬, ৮, ১০ প্রভৃতি যুগ্মদিনে স্ত্রীসহবাসে পুত্র জন্মে, এবং ৫, ৭, ৯

বলিয়া মনে করিতেন। লোকবৃদ্ধির বহুল প্রয়োজন থাকিলেও প্রাচীন আর্য্যগণ বিশেষরূপে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যে অলৌকিক গুণ গরিমা ও মহত্ত্বের অধিকারী হইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি সমস্ত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের জিতেন্দ্রিয়তা তাহার মূলীভূত কারণ। বর্ত্তমান পাপময় কলিযুগে তাঁহাদের সন্তানগণ কি আর ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকিয়া তাঁহাদের গুণাদির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে?

ফলতঃ অধঃপতিত ভারতের যদি পুনরুত্থান কদাপি সম্ভাবিত হয়, তবে নিশ্চয়ই অগ্রে অবৈধইন্দ্রিয়সেবনরূপ মহাপাপকে নির্ব্বাসিত করিয়া সংযমনকে তাহার স্থানাভিষিক্ত করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃতির মঙ্গলময় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া যে সকল নিয়ম সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আমরা সে সকলের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দৈহিক বলবীর্য্য নিশ্চয়ই পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অকালবার্দ্ধক্য ও অল্পায়ুতা তিরোহিত হইয়া নীরোগ দেহ

প্রভৃতি অযুগ্মদিনে সহবাসে কন্যা জন্মে (কি কারণে কন্যাও পুত্র জন্মে তাহা এপর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে জানাযায় নাই, অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করেন মাত্র। গ্রন্থ প্রণেতা) এজন্য পুত্র লাভপ্রয়াসী উক্ত অযুগ্ম দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে না।

"পরদার প্রতি অভিলাষ না করিয়া আপনভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে। অপুত্রক ব্যক্তি ঋতুকালে অবশ্য ভার্য্যাগমন করিবেক, না করিলে পাপ আছে, কিন্তু পর্ব্ব বা নিষিদ্ধ দিনে কদাচ গমন করিবে না।"

"পুরুষ স্ত্রীকে অনিষিদ্ধ বিষয়ের ভোগে ব্যাপৃত রাখিয়া স্বচ্ছন্দ-চারিণী হইতে দিবেন না।"

"পর্ব্বদিন অর্থাৎ যে দিনে স্ত্রীসহবাস করা একান্ত নিষিদ্ধ—"চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিসংক্রান্তি (সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন)।' বিষ্ণুর মতে জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী আর উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ ও উত্তর ফাল্গুনী এই কয় নক্ষত্রে স্ত্রীসহবাস একান্ত নিষিদ্ধ।" শঙ্খ—ঋতুর প্রথম চারি দিন, দিবসে ও আতুর ব্যক্তির জন্য স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ।"

"ঋতুকালভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীসহবাস অকর্ত্তব্য, তবে স্ত্রী অভিলাষ করিলে, ঋতুকালব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী সহবাস করা যায়; কিন্তু নিষিদ্ধ দিনে একান্ত অকর্ত্তব্য।"

দীর্ঘস্থায়ী হয়, রোগপ্রবণতা ও নিত্যরোগ ভোগ, স্বাস্থ্যসমাগমে বিলুপ্ত হইয়া যায়, বস্তুতঃ আমাদের সর্বনাশের প্রধান উপকরণগুলি সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যাহারা মানবজাতির গৌরব কিছুমাত্র স্বায়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঋতুরক্ষারূপ মিতাচারকে উপহাসাস্পদ মনে না করিয়া প্রকৃতিবাঞ্ছিত সুনিয়ম বলিয়াই মনে করিবেন।

অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন।

অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, সন্তান উৎপাদন করাই ইন্দ্রিয়সেবনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধান কেন, একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতামাতা কেবল সন্তান উৎপাদন জন্য প্রকৃতির নিকট দায়ী নহেন, দেহ মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত নীরোগ বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন জন্য বিশেষদায়ী। প্রকৃতি তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয়ে যেমন দায়ী করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দায়মুক্ত হইবার জন্য পদে২ সুযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে বোধগম্য হইবে যে, প্রকৃতি সকল বিষয়ে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং আমাদিগকে পথভ্রষ্ট দেখিলে প্রকৃতবন্ধু বা আচার্য্যের ন্যায় সময় সময় চডচাপড় দিতেছেন, যে সকল সুবোধ ঐ চড চাপড়ে চৈতন্যলাভ করেন, প্রকৃতপথ চিনিয়া সৎপথে গমন করেন, তাহাদের প্রতি আর কোন শাসন ব্যবস্থা করিতে হয় না, কিন্তু প্রকৃতির সামান্য চডচাপড়েও যে সকল পাষণ্ডের চৈতন্য হয় না, তাহাদিগকে প্রকৃতি ক্রমে২ কঠিন শাসন দিতে থাকেন। তাহাতেও চৈতন্য না হইলে, নিজের স্বর্গীয়বস্তু সন্তান উৎপাদিকাশক্তি ও সঙ্গমশক্তি অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে জানিয়া ক্রমে২ অন্তরিত করেন। যাহাহউক, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন কি আমরা বলিতেছি।—সবল পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট নীরোগসন্তান উৎপাদন করা ইন্দ্রিয়সেবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিলে, যে যে অবস্থায় তাহার অন্যথা হয় তাহাকে অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন বলা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক,

কোন্২ অবস্থায ইন্দ্রিযসেবনে ঐ প্রকার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ পাপাচরণ করা হয়।

১। বৈজ্ঞানিক অপ্রাপ্ত বয়সে অর্থাৎ কমপক্ষে ২২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ইন্দ্রিযসেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

২। বৃদ্ধের যুবতী সহবাস ও তরুণযুবার বৃদ্ধাসহবাস বৈজ্ঞানিক পাপ।

৩। নরনারীর সমগুণবিশিষ্টরক্ত অর্থাৎ পরস্পর রক্তগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে তাহাদের পরস্পর ইন্দ্রিয়সেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

মাতৃপিতৃকুলে নিতান্ত পক্ষে ৩। ৪ পুরুষ মধ্যে বিবাহ করা বৈজ্ঞানিক মহাপাপ।

৪। এককালে একাধিক নারীসহবাস বৈজ্ঞানিক পাপ।

৫। নরনারীর পীড়িত বা পীড়াপ্রবণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবনে বৈজ্ঞানিক পাপ।

৬। প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিক উপায়ভিন্ন অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়সেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

৭। নরনারীর মধ্যে একের অজ্ঞাতসারে বা অসম্মতিতে ইন্দ্রিয়সেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

৮। মনুষ্যের উচ্চ অধিকার ও মানসিক বল এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের অসীমতা চিন্তা করিয়া সন্তানাদি লালনপালনাদি বিষয়ে কতদূর সক্ষম তাহা না চিন্তা করিয়া যদৃচ্ছা ইন্দ্রিযসেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

৯। কেবল ইন্দ্রিয়সেবনজনিত সুখকেই মুখ্যোদেশ্য করিয়া তদর্থে ইন্দ্রিয়সেবন বৈজ্ঞানিক পাপ।

১০। ইন্দ্রিয়সেবনের ব্যবসায় অবলম্বন করা অথবা ঐ প্রকার ব্যবসায়ীকে প্রশ্রয় দেওয়া কিম্বা ইন্দ্রিয় সেবনের ব্যবসায়ীর সহিত ইন্দ্রিয় সেবন বৈজ্ঞানিক পাপ। ইহজন্মে, এবং পুত্ররূপে জন্মান্তরেও এই পাপের প্রতীকার নাই; উপদংশ তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত।

আমরা উপরে যে কয়েক প্রকার ইন্দ্রিয়সেবনে বৈজ্ঞানিক পাপের কথা উল্লেখ করিলাম তাহার মধ্যে শেষ বিষয়টীর বিষয়ে দুই এক কথা বিশেষভাবে বলিতেছি, অপরগুলির অবৈধতার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই পাপ আজকাল বিকটমূর্ত্তিতে বিশ্বগ্রাস করিতে প্রয়াস পাইতেছে,

এই পাপের বাহুল্যে অধুনাতন মানবমণ্ডলী, জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, অকালে জরাগ্রস্ত ও ভগ্নকঙ্কাল হইতেছেন। এই বৈজ্ঞানিক মহাপাপপ্রভাবেই সন্তান সন্ততি রুগ্ন, জীর্ণ ও অল্লায়ু হইতেছে, ইহার প্রভাবে দেহের অযথা বলক্ষয় হইয়া অনেক অল্লায়ু, ও নানাপ্রকার দুঃসাধ্য রোগের নিত্য আশ্রয়র স্থান হইতেছেন। তাই আমরা এই বৈজ্ঞানিক মহাপাপ বিষয়ে দু চারি কথা বলিতেছি।—

প্রকৃতি ইতরজন্তুগণের আচার ব্যবহার ও আমাদের দেহের নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গীতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সন্তান উৎপাদন জন্যই জননেন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে, ইহা সুখ ভোগের জন্য দেওয়া হয় নাই; তবে মানবমণ্ডলীকে মোহিত ও লুব্ধ করিবার জন্য বিষকুম্ভে ২। ১ ফোঁটা অমৃত বা নিম্বরসপূর্ণ কুম্ভে ২। ১ ফোঁটা মধু দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যে ইন্দ্রিয় স্বর্গীয় সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ব্যবহার করিতে পাইয়াছি তাহার ব্যবহারজন্য দোকান সাজান, তাহার আবার সামান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ক্রয় বিক্রয়, তাহার আবার উপাসনা এবং ঐ উপাসনার জন্য ঐ নারকীয়তীর্থে অসংখ্য যাত্রী উপস্থিত! এইগুলি একবার ভাবিলে জ্ঞান হয় নির্ব্বোধ মানব আমরা ঈশ্বরদ্রোহী মহাপাপী হইয়া নিজদোষে তাঁহার স্বর্গরাজ্যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যাহা হউক, যখন আমরা দেখি, কোটি২ ব্যক্তি এই কুতীর্থহইতে গৃহে আসিয়া সর্ব্বস্বান্ত দীনহীন মলিন বেশে দ্বারে২ মুষ্টিভিক্ষার জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে—যখন দেখি, অসংখ্য ব্যক্তি কুতীর্থের ফলে বন্ধ্য হইয়া চারিদিকে পুত্র কলত্র পরিবেষ্টিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া হায় কি হইল! হায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! হায় হায় কেন সজ্ঞানে সযত্নে এমন গরল, মূল্য দিয়া পান করিয়াছি, এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছে,—যখন দেখি, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কনকসিংহাসন ও মণিকাঞ্চনসমন্বিত মুকুটের উত্তরাধিকারী পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য লালায়িত হইতেছে,—যখন দেখি, অনেকে পূর্ণযৌবনা রূপবতী গুণবতী ভার্য্যাকে শয্যায় স্থান দিয়া তাহার উপযুক্ত অধিকার প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া তাহাকে অপার নিরাশাসাগরে মগ্ন করতঃ, ব্যাধতাড়িতকুরঙ্গের ন্যায়, চিকিৎসকের উদ্দেশে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে ধাবিত হইতেছে,—যখন দেখি,

তাহারা, হায় কি করিলাম। হায় কি হইল! কেন এমন হইল বলিয়া নিয়ত আর্ত্তনাদ করিতেছে,—যখন দেখি, প্রমেহ উপদংশপ্রভৃতি অসাধ্য ব্যাধি সকল অস্থি, মজ্জা চর্ব্বণ করতঃ অসংখ্য ব্যক্তিকে ভগ্নকঙ্কাল করিতেছে, শতং ব্যক্তি অন্ধ, বধির ও অঙ্গহীন হইয়া অথবা গলিতকুষ্ঠ ও নানাপ্রকার উপদংশজ ব্যাধির নিদারুণ যাতনায় গগনভেদী আর্তনাদ করিতেছে,—যখন দেখি, লোকে বিকৃত, রুগ্ন, জীর্ণশীর্ণ পুত্রকলত্রের ক্ষীণ-প্রভ জীবনদীপনির্ব্বাণভয়ে শত সহস্র প্রকার যত্নে নিয়ত বিব্রত, তখন মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্র। তুমি পরকালে পাপীর জন্য যমালয়ে যে সকল যমযন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাত এই জন্মে হাতেং ফলিতে চর্ম্মচক্ষেই দেখা যাইতেছে। যাহাহউক, ইন্দ্রিয়সেবনবিষয়ক ব্যবসায় ও ক্রয়বিক্রয়ে বৈজ্ঞানিক পাপ কি, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,—(১) সন্তান উৎপাদনই যদি ইন্দ্রিয়সেবনের প্রধান উদ্দেশ্য এরূপ প্রকৃতিবাঞ্ছিত হয়, কুলটা সহবাসে তাহার সম্ভাবনা নাই। অতিরতিদোষে পুরুষ যেরূপ ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রমেহ ইত্যাদি পীড়াজন্য বন্ধ্য হয়, নারীগণেরও অবিশেষ যদৃচ্ছামূলক অতিরিক্ত সম্ভোগ জন্য জননেন্দ্রিয়ের বিশেষপ্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠিক সেই প্রকার বন্ধ্যতা ঘটে।

(২) বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট নরনারীর যদৃচ্ছামূলক অত্যধিক সহ-বাসে ও অতিরতি ইত্যাদি কারণে প্রমেহ, উপদংশ যে, প্রথমে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে তাহা অপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য। নিত্য-পবিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিপরায়ণ প্রাচীন আর্য্যগণমধ্যে যে প্রকৃত উপদংশ পীড়া হইত না আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুনা যায়, উপদংশ রোগ প্রথমে পারস্যদেশহইতে মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হয়, আর বঙ্গদেশে পর্টুগিজগণকর্ত্তৃক ইউরোপ হইতে প্রথমে সংক্রমিত হয়। যাহাহউক, নিতান্ত বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন নরনারীর যদৃচ্ছামূলক সহবাসে যে প্রথমে সঙ্গমজ পীড়াসকল উৎপন্ন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ উপদংশ পীড়াকে বিশেষপ্রকার বিষজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং এরূপও বলিয়া থাকেন

যে, উহা বিশেষপ্রকার বিষভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর যদৃচ্ছামূলক অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবনে যে এই বিষ স্বতঃই উৎপন্ন নাহইতে পারে তাহাই বা কে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিতে কবে প্রয়াস পাইয়াছেন? কুলটাসহবাসে সকলেরই প্রমেহ ও উপদংশ পীড়া উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রমেহ পীড়ার যাতনা অসীম, ইহার পরিণামও অত্যন্ত ভয়ানক, ইহাহইতে অসাধ্য ধ্বজভঙ্গ, বন্ধ্যাতা সচরাচর উৎপন্ন হয়। আর উপদংশসদৃশ উৎকটরোগ মনুষ্যজাতির দ্বিতীয় আছে কি না বলিতে পারি না। ইহা আশু প্রাণ-ঘাতক নাহইলেও আক্রমণ অবধি অস্থি দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি শিথিল ও কেশহইতে নখপর্য্যন্ত প্রত্যেক ছোট বড় নির্ম্মাণ জীর্ণ করিতে থাকে। শুদ্ধ একপুরুষেই নিষ্কৃতি নাই, পুত্র কন্যা উভয়দিকে তিনপুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে থাকে। নরনারীর উপদংশ পীড়া হইলে তাহারা হয় বন্ধ্য হয় অথবা তাহাদের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হইলে সে সন্তান গর্ভেই নষ্ট হইয়া যায়, নাহয় প্রসবের পর অল্পকালমধ্যেই নিধনপ্রাপ্ত হয়। আর যদি কোন প্রকারে রক্ষা পায় তাহাহইলে চিররোগী জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় এই দুর্লভ মানবজন্মকে দুর্ব্বহভারের ন্যায় কাটাইতে থাকে। কুলটাসহবাস যদি প্রকৃতির অনুমোদিত হইত, ইন্দ্রিয়সেবনের একটা ব্যবসায় চালাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য মনুষ্যকে জননেন্দ্রিয় দেওয়া যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইত, তবে এপথে এত কাঁটা কেন? এপ্রকার কঠোর ব্যবস্থাই বা কেন? তাই বলিতেছি, কুলটাসহবাস প্রকৃতির অনুমোদিত নহে।

(৩) ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা যে বিষয়েই পরিদর্শন করি না কেন, সকলগুলিতেই দোকানদারী, বাহিরের জাঁক-যমক অধিক, ও কৃত্রিমতাপূর্ণ। এই সকল কৃত্রিম সাজসজ্জায় যে প্রকৃতিবাঞ্ছিত ইন্দ্রিয়সেবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অতিরতি বৈজ্ঞানিক মহাপাপ, অতএব কুলটা এই পাপানুষ্ঠানের প্রধাননেত্রী।

(৪) পৃথিবীতে কুলটার রাজ্য ও আধিপত্য যত বাড়িতে, থাকিবে

মনুষ্যজাতির অধঃপতনের দিন নিশ্চয় ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। কোনং লঘুচেতা ব্যক্তি এরূপ বিবেচনা করে যে, কুলটা অবিবাহিত ব্যক্তিকে নানাপ্রকার আপদ্ বিপদ্হইতে রক্ষা করে। সমাজে যে কুলটা সকলের প্রয়োজন রহিয়াছে এরূপ নহে, ইহা বড় উপকারী। চিন্তাশীল বিজ্ঞব্যক্তি-মাত্রেই এবিষয়ে হিতাহিত চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, মনুষ্যজাতিকে অশেষ আপদহইতে রক্ষার জন্য, অশেষ হিতসাধন জন্য নরনারীর মধ্যে যে পরম মঙ্গলময় বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে,কুলটার প্রাদু-র্ভাব অনুসারে তাহা নিশ্চয় সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। এইত গেল সামান্য অনিষ্ট। কুলটাগণকে যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে দিলে, তাহা-দিগকে অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে দিলে, সমাজহইতে তাহাদের ব্যবসায় পরিচালনের বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিলে, তাহাদের জঘন্য ও নারকীয় ব্যবসায়ের প্রতি সমাজের ঘৃণা কম হইলে, তাহারা যে পরিমাণে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, নিশ্চয়ই সেই পরিমাণে সমাজের আমূল সঞ্চালিত বা বিকম্পিত করিয়া বিষম অনর্থকর যুগান্তর উপস্থিত করিবে; ঠিক সেই পরিমাণে নরনারীর পরস্পর সম্বন্ধ, দাম্পিত্ব ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে অপত্য পালন ও তাহাদের যথাবিধি শিক্ষাদানাদি মানবজাতির পরম মঙ্গলকর ও অবশ্যসম্পাদ্য কর্ত্তব্যগুলিকে অসম্পাদিত রাখিয়া বিষমঅনর্থ ঘটাইবে। এ বিষয়ে যতই গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, ততই ব্যভিচারব্যবসায়িনী-গণের প্রলয় উৎপাদক গরলরাশি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই মানব সাধারণের চিরশত্রু, সর্ব্বনাশের মূল, সমাজ বিপ্লবের বজ্র, ধর্ম্ম, নীতি, অর্থ ও স্বাস্থ্য বিনাশিনী অনলরূপিণী রাক্ষসীগণ কবে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ আর্য্যভূমি ভারতহইতে সমূলে লয়প্রাপ্ত হইবে? হায়! যে পবিত্র ভারতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীপ্রভৃতি রমণীগণ নারীজাতির কর্ত্তব্যপালন ও সতীত্বের সমুন্নত ধ্বজা সুনীলগগন ভেদ করিয়া উড্ডীন করতঃ জগতের সকলদেশকে স্তম্ভিত, চকিত, বিস্মিত, ও পরাস্ত করিয়াছিলেন, আজ সেই ভারতে, সেই নারীকুলে, সেই নারীচর্ম্মা-বৃতদেহে একজন নহে, দুইজন নহে, অগণ্য জীব, দুর্লভ মানবজন্মের

গুরুত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, জঘন্য, হেয়, ঘৃণিত, কুৎসিত, নীচাধিক নীচ নারকীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিশাচীমূর্ত্তিতে রাক্ষসীমন্ত্রে অগণ্য মানবদেহ কবলস্থ করিতেছে। হায়! যে নারীজাতি জননশক্তিপ্রভাবে মানবকুলের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, পতি পুত্রকে অশেষ আপদ্ বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য যাহার বিশালবাহুযুগল নিত্য প্রসারিত, যাহার কটি সতত আবদ্ধ, তাহাকে রূপান্তরে মানবকুল গ্রাস করিবার জন্য লোলজিহ্ব দেখিলে কোন্ প্রবীণহৃদয় ব্যথিত না হয়?—কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি এপ্রকার রাক্ষসীর হস্তহইতে আত্মরক্ষা ও স্বজাতির উদ্ধার জন্য শতসহস্র উপায় উদ্ভাবনে নিরত যত্ন না করেন?

(৫) যদিও বিশেষ সাবধানে থাকিয়া উপদংশাদি অবৈধ সঙ্গমজাত পীড়ার হস্তহইতে দৈবাৎ নিষ্কৃতিলাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু এক নারীর সহিত সহবাসে যেরূপ ইন্দ্রিয়সেবনের মিততা রক্ষা করা যায়, সেইরূপ নিয়ত উপভোগ্য বস্তুর অভিনবত্বে ভোগেচ্ছা নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে নিশ্চয়ই দেহ দুর্ব্বল, রোগপ্রবণ ও অকালে জীর্ণ হয়। বার-বিলাসিনীসহবাস বহুবিবাহ অপেক্ষাও অনিষ্টকর। বহুবিবাহের একরূপ সীমা আছে, আর তাহারা কুলনারী, কৃত্রিম ভাবভঙ্গী ও কৃত্রিম রূপ-মাধুরী দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করিতে তত পটু নহে। অধিকন্তু বহুবিবাহ যেরূপই হউক না কেন তাহার দায়িত্ব ও ব্যয় আছে। (আমাদের দেশের কৌলীন্য প্রথার চরণে অবশ্য নমস্কার।) এজন্য অনেক লোক ইচ্ছাসত্ত্বেও এদিকে অগ্রসর হইতে পারে না; আর বিবাহ করিলেও অতুল ঐশ্বর্য্যভিন্ন একাধিক নারীকে নির্ব্বিবাদে একত্র রাখা একটী অতি দুরূহ ব্যাপার, এই সকল কারণে বহুদার ব্যক্তির এককালে একাধিক নারীর সহবাসের আয়োজন থাকিলেও তাহার সুযোগ হয় না, কিন্তু কুলটার দ্বার নিত্য অবারিত, যৎকিঞ্চিৎ পণ্য উপহার ভিন্ন তাহার বিষয় কিছুই ভাবিতে হয় না, সুতরাং একাধিক নারী সহবাস অনায়াসেই হইয়া থাকে। যাহাহউক, বহুবিবাহরূপ পাপাচরণ বা কুলটা সহবাসরূপ মহাপাপদ্বারা যিনি প্রকৃতিকে বঞ্চিত করিতে চাহিবেন, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের বিষময়ফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে

হইবে,—অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যনাশ, রোগযাতনা ও অকাল-বার্দ্ধক্যসহ দুর্ব্বল চিররোগী, চিরজরাগ্রস্তরূপে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত সন্তানসন্ততি লইয়া তাহাকে বিপন্ন সন্তপ্ত ও ব্যথিতভাবে সংসারযাত্রা, নির্ব্বাহ করিয়া অকালে যাত্রার পালা শেষ করিতে হইবেই হইবে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

(৬) কুলটাসহবাস যদি প্রকৃতির বাঞ্ছিত হইত, যদি ইহাতে ধর্ম্ম, নীতি, বিবেক ও সমাজপ্রভৃতির কোন আপত্তি না থাকিত, তবে জারজসন্তানের এত দুরবস্থা কেন? কুলটা গর্ভের সন্তানসন্ততি এপ্রকার ঘৃণিত বেওয়ারিসের মাল কেন?

(৭) কুলটা পৃথিবী, দেশ ও সমাজের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন করিতেছে, ইহা যেন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহারা যে পরিমাণ উপকার করিতেছে, তাহার কোটিগুণ অপকার করিতেছে। আহার, নিদ্রা, বিলাসিতা ও কতকগুলি দ্বিপদ পশুর পাশবৃত্তি চরিতার্থতাসাধনভিন্ন ইহাদের কোন কাজ নাই। এই কুলটা কালফণিনী শতং বিবাহিত যুবকের স্বর্গীয় পবিত্র প্রণয়ভাণ্ডে গরলরাশি বর্ষণ করিতেছে,—এই অনলরূপিণী পিশাচীগণই পৃথিবীর শতং যুবকের সুদৃঢ় দাম্পত্যবন্ধনকে জীর্ণ ও দগ্ধ করিতেছে। যে সুরা মানবের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, অশেষপ্রকার অনর্থ উৎপাদনের নিমিত্ত মর্ত্ত্য-ভূমে বিচরণ করিতেছে, এই কুলটাই তাহার প্রধানপাণ্ডা, এই কুলটাই সুরাপান শিক্ষার প্রধান আচার্য্য, এই কুলটার দ্বারই সেই সুরাসাগরে অবগাহনের প্রধান সোপান। যে উপদংশ ব্যাধি অতি সংগোপনে সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎভাবে শতং মানব কঙ্কালকে জীর্ণশীর্ণ করিতেছে, সেই উপদংশ রোগ এই কুলটাহইতেই উৎপন্ন হয়। তাই বলি, কুলটা সহবাস বৈজ্ঞানিক পাপ। যতদিনপর্য্যন্ত এদেশে কুলটার প্রতি লোকের বিশেষ ঘৃণা ছিল,—যতদিনপর্য্যন্ত কুলটাসহবাসকে নীতি ও ধর্ম্মগত দোষ বলিয়া লোকের জানা ছিল,—যতদিনপর্য্যন্ত কুলটা, সমাজে বিশেষপ্রকার ঘৃণিত জীব বলিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিল, ততদিন এই নৃশংস ব্যবসায় পরিচালনে অনেকের

ইচ্ছা থাকিলেও অগ্রসর হইতে পারে নাই, সুতরাং দেশও বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় অধঃপাতে যায় নাই।

——:——

অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের পরিণাম।

(১) পাত্রাপাত্র ও কালাকাল বিচার না করিয়া অতিরতি উপভোগ। (২) অপ্রাপ্তবয়সে ইন্দ্রিয়সেবন, (৩) অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়সেবন (৪) অসুস্থ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন। এই চারিটি বিষয়ের পরিণাম আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

(১) পাত্রাপাত্র ও কালাকালভেদে যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়সেবন।—এই বিষয়ের ফলাফল আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সেবনের সহিত আমাদের দেহের কি সম্বন্ধ একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।—ইতরজন্তুগণের দর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা সঙ্গমেচ্ছা উদ্দীপিত হয়; কিন্তু মনুষ্যগণের জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক উত্তেজনা অথবা দর্শন স্পর্শন ও ইন্দ্রিয়সেবন বিষয়িণী চিন্তাদ্বারা সঙ্গমেচ্ছা উত্তেজিত হয়। যাহাহউক, কামোদ্দীপনের প্রাক্কালহইতে শুক্রনির্গমনকালপর্য্যন্ত দেহের সমুদায় স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইতে থাকে, এই উত্তেজনা শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া শরীর লোমাঞ্চিত হয়, শুক্রাধার ও শুক্রবাহীনালীর সঙ্কোচক স্নায়ুসকল অনায়ত্ত হইয়া প্রবলবেগে কার্য্য করিতে থাকে, তাহাতেই শুক্র নির্গত হইয়া যায়। শুক্র নির্গমন শেষ হইলেই সঙ্গমকালে দেহ যে পরিমাণে উত্তেজিত হইয়াছিল, স্নায়ুমণ্ডল যে পরিমাণে উদ্দীপিত হইয়াছিল, এবং শরীর যে পরিমাণে লোমাঞ্চিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে মানসিক ও দৈহিক বলক্ষয় হয় এবং সমুদায় স্নায়ুমণ্ডল অবসন্ন হইয়া পড়ে। জননেন্দ্রিয় ও তৎসংসৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডল কিছুকালের জন্য এত অবসন্ন হয় যে, সঙ্গমশক্তি কিছুকালের জন্য দেহহইতে অন্তরিত হয়। সঙ্গমকালে স্নায়ুমণ্ডল আমূল সঞ্চালিত হওয়াতে দেহের যাবতীয় নির্ম্মাণ দুর্ব্বল ও সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। এই ক্রিয়া যত শীঘ্র২ অধিকপরিমাণে সম্পাদিত হয়, ততই দেহ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া যায়,

এবং উহার গ্রন্থি সকল ততই স্থায়িভাবে শিথিল হইতে থাকে। শুক্র একটী রক্তজ সারবস্তু। অনেকের ধারণা এরূপ যে শুক্র মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ, বস্তুতঃ শুক্র মস্তিষ্কের অংশবিশেষ না হইলেও রক্তের একটী প্রধান সার বস্তু। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে, "নবনীত যেরূপ দুগ্ধের সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে, অথবা শর্করা যেরূপ ইক্ষুদণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, শুক্রও সেইরূপ আমাদের দেহের সকল স্থান ব্যাপিয়া আছে।" যাহা হউক, এই একটী সামান্য বিষয় বিবেচনা করিলেই শুক্র আমাদের দেহের কি বস্তু অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে,রক্ত যে যে দ্রব্য দিয়া আমাদের দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পরিপূরণ করে, একটী নূতন জীব উৎপাদন করিবার মূল উপকরণ শুক্র প্রস্তুত করিতে তদপেক্ষা অবশ্য অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্য আবশ্যক হইবে। আমাদের দেহবর্দ্ধন ও ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের সংস্করণ জন্য বিশেষ২ যন্ত্র যেভাবে কার্য্য করিয়া দেহের বল ক্ষয় করে, এই শুক্র উৎপাদনের বিশেষ২ যন্ত্রগুলি পরিচালিত হইলে যে, তদপেক্ষা বহুলাংশে দৈহিক বল ক্ষয় হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আমাদের শুক্র জীবাণুপূর্ণ একপ্রকার ঘন তরল পদার্থ, ইহা অণ্ডকোষদ্বয়ের সুদীর্ঘ নালীবিশেষে রক্তহইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এই শুক্রমধ্যস্থ জীবাণুগুলিই সন্তান উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু আবার উক্ত তরলদ্রব্য বিরহিত হইলে জীবাণুগুলি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে এবং সুবিধাজনকরূপে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হইবার জন্য সম্ভবতঃ উক্ত তরলদ্রব্য জীবাণুর সহিত মিলিত থাকে। শুক্র নির্গমন কালে মূত্রনালীর পার্শ্বস্থ দুই একটী গ্রন্থিহইতে নিঃসৃত রসের সহিত মিলিত হইয়া ইহার পরিমাণবৃদ্ধি হয়, এই সকল দ্রব্যহইতেই শুক্রে বিশেষপ্রকার গন্ধ জন্মে। যাহাহউক যতই পুনঃ২ কামোদ্দীপিত ও রতিক্রিয়া সাধিত হয়, ততই শোণিতস্রোত জননেন্দ্রিয়ের দিকে ধাবিত ও স্নায়ুবল তথায় সঞ্চিত হইয়া অধিকপরিমাণে শুক্র উৎপাদন করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের দেহ পোষণাদিতে যত বলক্ষয় না হয়, শুক্র উৎপাদনের জন্য তদপেক্ষা অনেক হইয়া থাকে, আর দেহপোষণ জন্য যত সারদ্রব্য ব্যয়িত হয়, শুক্রউৎপাদন জন্য তদপেক্ষা অনেক

আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্য অতিরতিনিবন্ধন অধিক শুক্রউপাদনার্থে দেহের অযথা বলক্ষয় হইবে, আশ্চর্য্য কি? এই বলক্ষয় আবার সঙ্গমক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলের আমূল সঞ্চালন বা লোমাঞ্চদ্বারা দ্বিগুণিত হইয়া দেহ বিশেষভাবে দুর্ব্বল হয়। যেরূপ বেহারা ও ভারবাহিপ্রভৃতির স্কন্ধদেশের পেশী অতিব্যবহারে বিকৃত হইয়া রক্তসঞ্চালন ও স্নায়ুসংশ্রবের খর্ব্বতা বা হীনতাপ্রাপ্ত হয়,—কর্ম্মকারের হস্ত, পরিব্রাজকের পদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার শিরাদি স্ফীত হয়,—শিল্পকার ও উচ্চশ্রেণীর পাঠকগণের চক্ষু বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই কারণে অতিরতি নিবন্ধন শুক্রউৎপাদকযন্ত্রাদি বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শুক্রউৎপাদনে বিশেষপ্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক, আর শুক্রমধ্যস্থ কীটাণুগুলিই শুক্রের মূলবস্তু। এই জীবাণুগুলির পূর্ণঅবস্থা প্রাপ্তির জন্য সময়ের আবশ্যক, অতিরতিনিবন্ধন উক্ত কীটাণুগুলিকে অপূর্ণ অবস্থায় বাহির করিয়া দিলে শুক্রের উৎপাদিকাশক্তি থাকে না, আর শুক্র উৎপাদক যন্ত্রগুলিকে অতিরতিনিবন্ধন অবৈধরূপে পরিচালিত করিলে উহারা স্থায়ীভাবে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্তহয়, এই বিকৃত যন্ত্রহইতে বিকৃত মৃত বা অপূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত জীবাণু উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার জীবাণু শুক্রে থাকা না থাকা সমান; কারণ ইহার উৎপাদিকাশক্তি কিছুমাত্র থাকে না। শুক্রউৎপাদক যন্ত্র, শুক্র নির্গমনের নালী, শুক্রাধারের পেশীপ্রভৃতি অতিরতিনিবন্ধন অতিক্রিয়ায় বিশেষভাবে দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া গেলে শুক্রের গাঢ়তা কম হয়, শুক্রের জীবাণুর সংখ্যা কম ও জীবাণু মৃত বা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্তহয়, শুক্রাধার ও শুক্রবাহীনালীগুলি অতিক্রিয়ায় দুর্ব্বল হওয়াতে সামান্য উত্তেজনায় শুক্রস্খলন হয় অর্থাৎ উহাদের ধারণাশক্তি দুর্ব্বল বা একবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং সন্তান উৎপাদনের নিশ্চিততার জন্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে শুক্র যেরূপ বেগে পতিত হওয়া আবশ্যক তাহাহইতে পারে না। আমাদের দেশের ধনীলোকেরা অধিকাংশই যে বন্ধ্য, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনবশতঃ উক্ত প্রকারে তাহাদের জননেন্দ্রিয় বিকৃত হওয়াতে এপ্রকার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। যাহাহউক এই গেল অতিরতির একটী পরিণাম। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি শুক্র

উৎপাদন জন্য দেহের শক্তি ও সারবস্তু বিশেষভাবে ব্যয়ীত হয় আর সঙ্গমকালে দেহ লোমাঞ্চিত হইলে দেহের সমুদায় বন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং সমুদায় নির্ম্মাণ অবসন্ন হয়। অতএব অতিরতিনিবন্ধন দুই প্রকারে বলক্ষয় হয়, সঙ্গমান্তে অবস্থাবিশেষে যেরূপ ন্যূনাধিকরূপে সঙ্গম-শক্তি কিছুকালের জন্য একবারে অন্তরিত হয় সেইপ্রকার অতিরতি-জন্য উক্ত সঙ্গমশক্তি খর্ব্বতার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে স্থায়ীভাবে একবারে অবসন্ন হইয়া যায়, তখন প্রযোজনে বা সাধনায় অসম্পূর্ণভাবে কিম্বা আদৌ উত্তেজিত হয় না। অতিরতি পাপেলিপ্ত ব্যক্তিগণের এইপ্রকার অবস্থা ইন্দ্রিয় শিথিলতা বা ধ্বজভঙ্গ নামে উক্ত হয়, আর ইহা অতিরতিপাপের দ্বিতীয় পরিণাম। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে অতিরতি উপভোগীর নিকট দৈহিক ও মানসিক বলের পূর্ণতা, আয়ুরদীর্ঘতা, এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণতা কদাচ থাকিতে পারে না। মহাভারতে উক্ত আছে বিচিত্রবীর্য্য অপ্রাপ্ত বয়সে অতিরতিনিবন্ধন যক্ষ্মাকাশ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে নিধনপ্রাপ্ত হয়, ডাং ট্যানার তাঁহার ক্লিনিকেল মেডিসিনে লিখিয়াছেন "ক্ষয়কাশাদি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, মৃগী ও উন্মাদ সচরাচর অতিরতিনিবন্ধন হইয়া থাকে।" এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে উক্ত হইয়াছে অতিরতিনিবন্ধন দেহের সার্ব্বাঙ্গিক বল খর্ব্বহয় এবং দেহের সমুদয় নির্ম্মাণ অল্পে অল্পে অথচ নিশ্চিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আয়ু খর্ব্ব হয়।" কার্পেন্টারকৃত ফিজিয়লজিতে উক্ত আছে "অপক্বাবস্থাহইতে অতিরতিসম্ভোগে দেহের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলবীর্য্য ও জীবনীশক্তি খর্ব্ব এবং স্থায়ীভাবে দুর্ব্বল হইয়া জরা বা অকালবার্দ্ধক্য উৎপাদন করে, কোন প্রকার অর্জ্জিত বা কৌলিক রোগ দেহের বলবীর্য্যপ্রভাবে গুপ্তভাবে প্রশমিত থাকিলে তাহারা এই সুযোগে ভীষণমূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়।" উদ্বন্ধনাদিতে দেহ নষ্ট করিলে আত্মহত্যা যেরূপ পাপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, অতি-রতিনিবন্ধন স্বইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে দেহ নষ্ট করাকেও ঠিক সেই প্রকার পাপ বলা যুক্তিসঙ্গত। যাহাহউক বলক্ষয়, স্বাস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন, গুপ্তব্যাধি আহ্বান ও আয়ুখর্ব্ব এই কয়টী অতিরতির তৃতীয় পরিণাম।

বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই নিয়ত অনুভব করিয়া থাকেন যে, অতিরতি জনিত অপকার অনেক সময় নানাপ্রকার ব্যাধির আকারে প্রকাশিত হয় এবং অনেক সময় অনেক ব্যাধির জটিলতা উৎপাদন করিয়া তাহাকে দুরারোগ্য করে। যত দিন না মূলকারণ অতিরতি হইতে রোগীকে নিবৃত্ত করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার রোগারোগ্য বা তাহার ঋজুভাব উৎপাদন করা যাইতে পারে না। অতএব বিনা কারণে ব্যাধি উৎপাদন ও তাহার জটিলতা সম্পাদন অতিরতির চতুর্থ পরিণাম। অতিরতিনিবন্ধন দেহ দুর্ব্বল ও জরাজীর্ণ হইলে তদবস্থায় সন্তানাদি উৎপাদন করিলে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ ও রোগপ্রবণ হয়, অতএব বংশ বিকৃত করা অতিরতির পঞ্চম পরিণাম। সঙ্গমকালে স্নায়ুমণ্ডল বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়, এই উত্তেজনার সীমা উপস্থিত হইলেই শুক্রকোষ ও শুক্রনালীর সঙ্কোচন স্নায়ু সকল অনায়ত্ত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তাহাতেই শুক্রপাত হয়। অতিরতিনিবন্ধন ঐ সকল স্নায়ু এরূপ ভাবে শিথিল হইয়া যায় যে, সামান্যরূপ কামোদ্দীপনা বা ইচ্ছা হইবামাত্র অপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক বা উদ্রেকব্যতীত শুক্রক্ষরণ হইয়া যায়। যদিও নারীজাতির প্রগাঢ় নিদ্রা বা মাদকসেবনজনিত অচৈতন্য অবস্থায় সঙ্গমক্রিয়া সাধিত হইলেও তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে, তথাপি সঙ্গমকালে যান্ত্রিক ক্রিয়ার উত্তেজনে জরায়ু মুখ প্রসারিত ও জরায়ুর ঋজুভাব ধারণ, গর্ভসঞ্চারের নিশ্চিততার জন্য আবশ্যক। কিন্তু অতিরতি জন্য ইন্দ্রিয় শিথিল হইলে সঙ্গমজনিত যান্ত্রিক উত্তেজনা নারীদেহে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর শুক্রস্রোতের গতির মান্দ্যতা বা ধারণাশক্তির অভাববশতঃ রতিক্রিয়ার প্রথম উদ্যমে বা তদিচ্ছা মাত্র শুক্রপাত হইয়া যায়। অতিরতি পাপে পাপী ব্যক্তির বন্ধ্য হইবার এই একটি কারণ। যাহাহউক, যে সন্তান উৎপাদন ইন্দ্রিয়সেবনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার নিশ্চতা সাধন জন্য নারী জননেন্দ্রিয়ে বিশেষরূপ উত্তেজনা ও শুক্রস্রোত বেগে পরিচালন ইত্যাদির

ব্যতিক্রমে ইন্দ্রিয়শিথিলতা ও শুক্রধারণাক্ষমতা প্রভৃতি অবস্থা অতি-রতির ষষ্ঠ পরিণাম। শুক্রকীটের পূর্ণাবস্থা গর্ভসঞ্চারের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, অতিরতি জন্য শুক্র উৎপাদন যন্ত্র বিকৃত হইয়া অপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত শুক্র উৎপাদন করে, অতএব শুক্র বিকৃত হওয়া অতিরতির সপ্তম পরিণাম।

অতিরতিনিবন্ধন নারীজাতিরও নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সঙ্গমকালে নারীজাতির স্নায়ুমণ্ডলও উত্তেজিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গমান্তে সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হয়, অনেক সময় এই লোমাঞ্চ পুরুষ অপেক্ষা নারীদেহে অধিক হয়। পুংজাতির কেবল সঙ্গমকালে শুক্রব্যতীত জননেন্দ্রিয় হইতে এক প্রকার রস অতিঅল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া উহাকে পিচ্ছিল ও আর্দ্র রাখে, কিন্তু স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয় হইতে সর্ব্বদাই রস নিঃসৃত হইয়া উহাকে আর্দ্র রাখে; সঙ্গমকালে ঐ রসের অনেক বৃদ্ধিও হয়। পুংজাতির সঙ্গমান্তে যেরূপ শুক্রপাত হয়, স্ত্রী জাতির সেরূপ হয় না সঙ্গমান্তে পুংজাতি যেরূপ দুর্ব্বল হয়, এবং কিছুকালের জন্য সঙ্গমশক্তি হীন হয়, নারী জাতি সেরূপ হয় না। নারী জাতি এই জন্য পুরুষ অপেক্ষা অতি-রতি ভোগ করিতে সক্ষম এবং তাহাতে তাহাদের দেহ তাদৃশ দুর্ব্বল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। জগতে পুরুষের আশ্রয়াধীনা, পুরুষের মুখাপে-ক্ষিণী, কোমলাঙ্গী, দুর্ব্বলা অবলাগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি তাহাদের প্রতি এরূপ অনুকূল বোধ হয়। যাহাহউক, সুখের বিষয় এই যে, প্রকৃতির চিরবাঞ্ছিত একমাত্র কান্তবরে প্রণয় স্থাপন করিলে তাহাদিগকে অতিরতির বিড়ম্বনা কদাচ ভোগ করিতে হয় না, তবে ব্যভিচারিণী হইয়া অতিরতি ভোগ করিলে, তাহার যে অশেষ প্রকার বিষময় পরিণাম হয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যদিও পুরুষাপেক্ষা নারী অধিক রমণ করিতে সক্ষম এবং তাহাতে পুরুষাপেক্ষা কম ক্লিষ্ট ও পীড়িত হয়, তথাপি এই আধিক্যের আবার সীমা আছে। বলাৎ-কারাদি পাশব ব্যবহারে অতিরতিনিবন্ধন অবসন্ন হইয়া স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইতেও দেখা গিয়াছে। নারীজাতির অতিরতিনিবন্ধন উপ-

দংশ, প্রমেহ, শ্বেত প্রদর, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, দেহের দুর্ব্বলতা, নানাপ্রকার স্নায়বীয় পীড়া ইত্যাদি সচরাচর হইয়া থাকে। বন্ধ্যতা, জননেন্দ্রিয়ের নানা অংশের নির্ম্মাণ ও ক্রিয়াগত বিবিধপ্রকার ব্যাধি নিয়ত ভোগ করিতে হয়। যে মাসিকরজঃস্রাব নারীজাতিকে নীরোগ ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতিদত্ত মঙ্গলময় অনুষ্ঠান, অতিরতিনিবন্ধন তাহা নানাপ্রকারে বিকৃত হয়। যে জনন শক্তিপ্রভাবে নারীজাতি দুর্ব্বলা হইয়া এবং অবলানাম পাইয়াও জগতে দেবপূজা গ্রহণ করিতেছেন, যে শক্তিপ্রভাবে তদীয় সন্তান 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই অতি গর্ব্বিত নাম উচ্চারণ করেন, অতিরতি সেই প্রকৃতিদত্ত মহামূল্য জনন শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে।

যেমন কুললক্ষ্মীর পক্ষে অতিরতি অসম্ভব, সেই প্রকার এক মাত্র নারীর প্রণয় প্রয়াসীর পক্ষে অতিরতি অসম্ভব না হইলেও তাহার পরিমাণ সাংঘাতিকরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না, কারণ উপভোগ্য দ্রব্যের অভিনবত্ব অনুসারেই ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। আর কুলনারীর স্বাভাবিক লজ্জা, কোমলতা, মিষ্টালাপ, সংসারের বিবিধ বিষয়ের ঘনিষ্ঠতা ও সন্তান সন্ততি লালনপালননিবন্ধন তদীয় পতির ইন্দ্রিয়সেবনের ইচ্ছা অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং স্বাভাবিক ইচ্ছাও অনেক সময় মন্দীভূত হয়। যাহাহউক, একমাত্র কান্তা সহবাস করিলেও নবযৌবনে যখন সাংসারিক বিবিধ বিষয়ের সহিত তত সংস্রব জন্মে না, তখন স্বাভাবিক ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাহা ততদূর অধিক হয় না, যাহাতে বিশেষ প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। অহো! এই সুখময় দিন কি আর ভারতে আছে!! এবিষয় চিন্তা করিলেও মন যুগপৎ লজ্জা ও ক্ষোভে অধীর হয়, লিখিতে লেখনী অচল হইয়া যায়! আজ বঙ্গবাসীর অনেকে সহধর্ম্মিণীর বিধুবদনের সুবিমল সুশীতল কিরণে তাপিত দেহ শীতল করিতে সম্মত নহেন, কুলটা কামুকিণীর আশ্রয়লাভার্থে ব্যগ্রভাবে দলে দলে একটি দুইটি করিয়া অগণ্য

ব্যক্তি প্রাণপণে ধাবিত হইতেছেন। কালের কি মাহাত্ম্য! কলির কি অপূর্ব্ব লীলা!! যাহাহউক, অতিরতির মূলাধার কুলটা সহবাসের পরিণাম কি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। কুলনারী অথবা কুলটা যে কোন নারীরসহিত অবৈধভাবেঅত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবন করিলে তাহার পরিণাম কি আমরা, সাধারণভাবে তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তবে কুলটা সহবাসে তদ্ব্যতীত আর কি২ মহানিষ্ট হয় এখন বিবেচনা করা যাউক। (১) কুলটা ব্যবসায়িনী সুতরাং পণ দিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সেবন করিতে হয়, পণের দ্বারাই তাহার সহিত সংশ্রব,সুতরাং সে ইচ্ছা অনিচ্ছা,সময় অসময় সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকারেক্রেতাকে মোহিতকরিতেপারে,বিকৃতকলঙ্কিত পণ্য কৌশলক্রমে সদ্য ও উৎকৃষ্টের মত সজ্জিত রাখে তাহাতে ইন্দ্রিয়-সেবনেচ্ছা কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত হয়, সুতরাং অতিরতির অপকার পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয়।

(২) উপদংশ ও প্রমেহ পীড়া কুলটাসহবাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যদৃচ্ছা অতিরতিসম্ভোগে প্রমেহ ও উপদংশ কুলটামাত্রেরই দেহে নিত্য বিরাজকরিতেছে। কুলটার উপাসকগণ প্রায়ইস্বৈরাচারী, সুতরাং নানা স্থান ভ্রমণে তাহাদেরও উপদংশাদি পীড়া সহজে হয়, এই সকল দুরাচারদ্বারা উপদংশরোগ বিস্তীর্ণভাবেব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অবিশেষ যদৃচ্ছা রতিসম্ভোগে এই জন্যই কুলটারা অতি সহজে রোগাক্রান্ত হয়। অবিশেষ সহবাসে পীড়িত ব্যক্তির বিষাক্ত শুক্র ও প্রমেহের রসাদি কুলটাজননেন্দ্রিয়ে নিত্য সংস্থাপিত হয় কিন্তু অতিরতিনিবন্ধন তাহার জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতিতে উক্তবিষ কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহার নিকট আগত দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় এই রহস্য ভেদ করা বারবিলাসিনীগণ ও তাহাদের সেবকমণ্ডলীর দুর্ঘট হইয়া উঠে। প্রকৃত উপদংশ একবার হইলে উহার ক্ষতাদির প্রবল অবস্থা প্রশমিতহইলেও উহার প্রভাব আজীবন রক্তমধ্যে থাকিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপদংশ ও প্রমেহ পীড়া কুলটা-সহবাসের নিশ্চিত পরিণাম।

(৩) আজকাল যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে কুলটাকে ছায়া ধরিলে সুরাকে কায়া ধরা উচিত, আর সুরাকে ছায়া ধরিলে কুলটাকে কায়া ধরা চাই। মোট কথা মদ ছাড়া বেশ্যা, আর বেশ্যা ছাড়া মদ নিতান্ত বিরল। এই জন্য সর্ব্বনাশের বজ্র মানবকুল উচ্ছেদের সু-স্বরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা দেহের বৃক্ষবন্ধ ভেদ করিবার উপায় শিক্ষার প্রধান আচার্য্য কুলটা। অতএব কুলটাসহবাস বিষপানে আত্মহত্যা পাপানুষ্ঠানের কারণ।

২। অপ্রাপ্তবয়সে ইন্দ্রিয়সেবন—জগতে ভারতবর্ষ আদর্শসতীর জন্মস্থান। আর্য্যললনাগণ জগতে সতীত্বের সর্ব্বোচ্চ উজ্জ্বল ধ্বজা, সুতরাং এভারতে সেই সতীত্ব রক্ষার জন্য যে শতবিধ আয়োজন থাকিবে বিচিত্র কি? হিন্দুকুলনারীর রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হওয়া একান্ত উচিত, ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত বাক্যদ্বারা আর্য্যজাতির সতীত্ব রক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপনের বিশেষ সুকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ আজকালই অন্তঃসারবিহীনা হইয়াছেন, নচেৎ পূর্ব্বকালে অনায়াসে সকলেই পূর্ণভাবে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, আর অনেকে পুত্র পৌত্রাদির জন্য বেশ সংস্থানও রাখিয়া যাইতে পারিতেন হিন্দুশাস্ত্রের উক্ত "পুন্নাম নরকহইতে ত্রাণ পাইবারজন্য সকলেরই সন্তান উৎপাদন করা একান্তকর্ত্তব্য।" বাক্য ইত্যাদি নানা কারণে ভারতে বাল্যবিবাহ ও অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয়সেবনের বহুল প্রচার দেখা যায়। যদিও দেহ পূর্ণ ও অঙ্গাদি সুদৃঢ় হইবার অনেক পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের গঠন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তথাপি অবোধ মানব উহার বাহ্যাবয়বের পূর্ণতা দর্শনমাত্র তাহার অবৈধ পরিচালনে অনুরক্ত হন। কুমারের হাঁড়িটী প্রস্তুতহইল, শুষ্ক হইল, কিন্তু পোড়াইবার পূর্ব্বে তাহাতে জল রাখিবার ও অন্যান্য হাঁড়ির কাজ করিবার জন্য যে মানব ব্যগ্র, তাহাকে অবোধ বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? কুমারের হাঁড়ি যেরূপ দগ্ধ করিবার পর ব্যবহার করিলে দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় হয়, দেহের গঠনপূর্ণ হইবার পর জননেন্দ্রিয় পরিচালন আরম্ভ করিলেও ঠিক সেই প্রকার হয়। বৈজ্ঞানিক বিধানের

কাল নির্দ্দেশ প্রস্তাবে আমরা এবিষয়ের বিশেষরূপ উল্লেখ করিয়াছি অপ্রাপ্তবয়সে ইন্দ্রিয়সেবন আরম্ভ করিলে তাহার ন্যূনাধিক্য ও ব্যক্তিগত অবস্থানুসারে দেহ চিররুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া যায়। স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হয়, দেহের বর্দ্ধন ও গঠন ঐ অবস্থাতেই স্ত-গিত হয় নিষ্পেষণে কাঁঠাল পাকার মত বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই পর্য্যন্তই নহে ধ্বজভঙ্গ, ইন্দ্রিয়শিথিলতা, শুক্রমেহ ও বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি রোগ অপ্রাপ্তবয়সে ইন্দ্রিয় সেবনের নিশ্চিত পরিণাম।

আত্মবিকৃতি—আজকাল ঘোরকলি মূর্ত্তিমান হইয়া অবতীর্ণ সুতরাং মানবজাতিসভ্যতার দোহাই দিয়া স্বাভাবিক উপায়ের অনাদর ও পরম হিতকর প্রকৃতির মঙ্গলময় উপায় ত্যাগ করিয়া বিবিধ বিষয়ে কৃত্রিম প্রক্রিয়ানুষ্ঠানে রত হইতেছেন যাহা হউক কেবল সেই জন্যই যে আত্মবিকৃতিপাপ জগতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে এরূপ নহে, ইহার নিগূঢ় কারণ আছে। পল্লিগ্রামবাসী ও সকল স্থানের শ্রমজীবীগণ মধ্যে এই পাপের অধিকার নিতান্ত কম, আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ইহা যেন একটি নিজস্ব যৌনিক রোগ হইয়াছে।

(১) এই কদভ্যাসের নানা প্রকার কারণ আছে, কোনং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বলেন যে, মস্তিষ্কের বিশেষ প্রকার অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিশেষং প্রকার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে অশক্তি থাকে সুতরাং হস্তমৈথুনে স্পৃহা ও ঐ প্রকার কোন মস্তিষ্কগত বিকার জন্য হইয়া থাকে। যাহা হউক এ বিষয় কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না। (২) বালকগণ মধ্যে আদিরসপূর্ণ নাটকাদির বহুল প্রচার ও বিকৃত রসপূর্ণ পুস্তকাদির প্রচার। (৩) বহুজনাকীর্ণ নগরাদিতে অবস্থান জন্য অল্প বয়সেই কামরিপুর উত্তেজনা (৪) কুলটাগণকে যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে দেওয়া, তাহাদের মন্ত্রপূত কটাক্ষ, ঐন্দ্রজালিক গান, সম্মোহন কৃত্রিম রূপমাধুরী ও বেশভূষা নির্ম্মিত সম্মোহন অস্ত্র আবাল বৃদ্ধ.রুগ্ন, সজীব.নির্জীবপ্রভৃতি সকলকে জর্জ্জরিতকরিয়া ফেলে। (৫) অপ্রাপ্তবয়সেনাটকাভিনয়দর্শনে অকালে যৌবন প্রস্ফুটিত হয় এবং মনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগের

ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকে। (৬) কুসঙ্গ—কুসঙ্গ পৃথিবীতে সর্ব্ববিষয়ে স র্ব্বনাশ উৎপাদন করে। এই কুসঙ্গে আত্মবিকৃতি পাপের বীজমন্ত্র প্রথম দীক্ষা হয়। (৭) অভ্যাস—আমাদের মস্তিষ্কই দেহযন্ত্রের মূল। মস্তিষ্ক হইতে আদেশ অঙ্গবিশেষে পরিচালিত হইয়া তাহাকে ক্রিয়ান্বিত করে, এ প্রকারে অভ্যাসদ্বারা অনেক কাজ সাধনে মস্তিষ্কের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না এবং বিবেকাদিও তাহার অবৈধতাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে না। অতিরতি অপ্রাপ্ত বয়সে ইন্দ্রিয়সেবন ও আত্মবিকৃতিনিবন্ধন জননেন্দ্রিয় এরূপ অস্বাভাবিকরূপে নিয়ত উত্তেজিত বা উত্তেজনাপ্রবণ থাকে যে, অতি সামান্য কারণেই শুক্রপাত হয়, আর এপ্রকার ব্যক্তি সঙ্গমেচ্ছা বা নারীজাতি দর্শনমাত্র অধীর হইয়া থাকে। অনেক সময় কামোদ্দীপনের প্রারম্ভেই শুক্রপাত হয় আজন্ম নির্ব্বোধ বা আধপাগলা ব্যক্তি (ইডিয়ট) গণ অধিক কামাতুর হয়; কিন্তু তাহাদের কামরিপু অন্যলোক অপেক্ষা প্রবল নহে, কামরিপুর দুর্দ্দমনীয় প্রভাব দমনশক্তি তাহাদের মস্তিষ্কে নাই এজন্য উহাদিগকে অত কামাতুর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, কামরিপুর প্রভাব সহিত মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কটিদেশেও একটি স্নায়ুগ্রন্থি আছে, উহা মস্তিষ্কের উক্ত অংশের অধীনে থাকিয়া কামোদ্দীপনের প্রভাব পরিচালন করে, স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক উপায়ে উক্ত যন্ত্রদ্বয়কে পুনঃ২ উত্তেজিত করিলে কটিদেশের ক্ষুদ্র যন্ত্রটি এতদূর দুর্ব্বল হয় যে, মস্তিষ্কে কামোদ্দীপনের প্রভাব ও সঙ্গম সুখ পরিচালিত হইবার পূর্ব্বেই শুক্রপাত হইয়া যায়, এই জন্যই আত্মবিকৃতি ও অপ্রাপ্ত বয়সে অতিরতির পরিণামে শুক্রনালী ও শুক্রাধারের ধারণাশক্তি খর্ব্ব হয়,—এজন্যই ঐ সময়ে সঙ্গমসুখ ও কামোদ্দীপনের প্রভাব স্নায়ুমূল মস্তিষ্কে পরিচালিত হইবার পূর্ব্বেই শুক্রপাত ও রতিক্রিয়া শেষ হয়,—এই কারণেই ঐ সকল ব্যক্তির স্বপ্নদোষ ও মলমূত্রত্যাগকালে সর্ব্বদাই শুক্রপাত হয়। এমন কি হস্ত বা বস্ত্রের সামান্য ঘর্ষণে সামান্য উত্তেজনা জননেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হইলেই তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার সঙ্গমসুখানুভবব্যতীত অনেক সময় শুক্রপাত হয়। এবিষয়ে আ-

রও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও জীবনীবিদ্যা ও ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সাহায্যভিন্ন সে সকল ভালরূপ প্রকাশ করা সুকঠিন বলিয়া এস্থলে পরিত্যক্ত হইল, তবে এই পর্য্যন্ত বলিব যে, মস্তিষ্কের নিম্ন অংশ, গ্রীবাদেশের ঊর্দ্ধস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সংযোগ অংশে সঙ্গম ইচ্ছা, কামোদ্দীপন ও সঙ্গম সুখানুভবের স্নায়বীয় মূলস্থান। কটিদেশে অবস্থিত স্নায়ুগুচ্ছ সংমিলিত স্নায়ুগ্রন্থি উহার অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণহইতে স্নায়ুবলে মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মোহন প্রভাব সঞ্চালিত হইলে তথাহইতে কটিদেশে উপস্থিত হয় এবং ঐস্থানহইতে জননেন্দ্রিয়ে সঞ্চালিত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করে, আর জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক উত্তেজনা কটিদেশের ক্ষুদ্র স্নায়ুমূলকে উত্তেজিত করিয়া ক্রমে মস্তিষ্কের উক্ত বিশেষ স্থানে পরিচালিত হয়। যাহা হউক এই প্রকারে সচরাচর সম্মোহন প্রভাব পরিচালিত হয়, অত্যাচার বিশেষতঃ হস্তমৈথুনে উক্ত স্নায়ু মূলদ্বয়ের ক্রিয়ার অত্যধিক উত্তেজনা ও অতিক্রিয়ায় উহারা বিকৃত হইলে পরিশেষে সঙ্গমসুখানুভব ব্যতীত অত্যাচারীর অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত হইয়া থাকে। আর এই সকল ব্যক্তির কোন কারণে হস্তমৈথুন ইচ্ছার ছায়ামাত্র মনোমধ্যে উদিত হইলে মস্তিষ্ক তাহাকে দমন করিতে পারে না, এইজন্য হস্তমৈথুন পাপে পাপী ব্যক্তির, উক্ত দুষ্ক্রিয়ার নিবারণ করা বিবেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত ক্রিয়া ঘনঘন সাধিত হইতে থাকে এবং এজন্যই এত সর্ব্বনাশ হয়। স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় সেবনে উপভোগের বস্তু বিদ্যমান থাকিলে প্রায়ই দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা সম্মোহনপ্রভাব প্রথমে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়, তথা হইতে কটিদেশের ক্ষুদ্র স্নায়ুতে পরিচালিত হইয়া জননেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। হস্তমৈথুনে উপভোগের বস্তু বিদ্যমান থাকে না, কেবল যান্ত্রিক উত্তেজনায় সম্মোহনপ্রভাব জননেন্দ্রিয় হইতে বিপরীত দিকে পরিচালিত করিতে হয়, আর জননেন্দ্রিয় বা তাহার পরিচালক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্নায়ুমূল তৎকালে তাহাকে বল প্রদানে প্রস্তুত থাকুক, আর নাই থাকুক, যান্ত্রিক ক্রিয়ার জন্য স্বাভিক

উত্তেজনায় প্রকৃতির প্রতিকূলে সঞ্চোহন অঙ্গ অবৈধভাবে দেহে প্রবিষ্ট হয়, এই জন্যই হস্তমৈথুনে এত সর্ব্বনাশ ও সঙ্গম ক্রিয়া সংসৃষ্ট মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের অংশবিশেষ এবং জননেন্দ্রিয় এত বিকৃত হয়। অভ্যাস জনিত হস্তমৈথুন যে অনেক সময় প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করে, প্রপীড়িত, বাধিত, ক্রুদ্ধ জননেন্দ্রিয় ও তৎসংসৃষ্ট যন্ত্রাদিকে যে যখন তখন অবৈধ ভাবে উত্তেজিত করে এবং অভ্যাস দ্বারা উক্ত তৃষ্ণা কতদূর প্রশ্রয় পায় এবং উহার বিষময় পরিণাম কিরূপ হয় তাহাই অতি সংক্ষেপ উক্ত হইল।

(৮) অগ্নিতে হস্ত দিলে দগ্ধ হয় ছুরী গাত্রে ঘর্ষণ করিলে কাটিয়া যায়, এই গুলি যতদিন বালক না বুঝিতে পারে ততদিন সুযোগ পাইলেই হস্ত কাটে, পা পোড়াইয়া ফেলে। যখন সে বুঝিতে পারে যে আগুনে পুড়িয়া যায়, ছুরিতে কাটিয়া যায়, তখন সাবধানে চলে; অতএব আত্মবিকৃতি পাপ কিরূপ ভয়ানক তাহা বালকদের যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে জানিবার সুযোগ থাকা উচিত। ইহার বিষময় পরিণাম জানা না থাকাতেই অনেকে এই প্রকার সর্ব্বনাশের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

(৯) পূর্ব্বে সমাজবন্ধন দৃঢ় ছিল। সকলেই ধর্ম্ম নীতি, লজ্জা, চরিত্র ইত্যাদির বিশেষ আদর করিতেন। ঐ দৃষ্টান্ত চারি দিকে পরিবার ও প্রতিবেশীর আবালবৃদ্ধবনিতাকে সুশিক্ষা দিত, কিন্তু আজকাল যেমন সমাজবন্ধন শিথিল বালকগণের প্রতি পিতামাতার শাসনও সেই প্রকার শিথিল হইয়াছে। আজকালের ছেলেরা বিশেষতঃ যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠ করে পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকের নিকট তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র নবাব বলিলেও অধিক হয় না আবার আজকাল দশদিক কুদৃষ্টান্তে পূর্ণ, সুতরাং কর্ণহীন তরির ন্যায় তরঙ্গের স্রোতে যেদিকে ইচ্ছা ভাসিতে থাকে।

(১০) বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব জন্য আত্মবিকৃতি ও নানা প্রকার কুক্রিয়াদিতে প্রবৃত্তির আর কোন বিঘ্নবাধা নাই।

(১১) প্রকৃষ্টরূপ দৈহিক শ্রমের অল্পতা বা অভাবে নানাপ্রকার কুক্রিয়াসক্ত হইতে হয়, শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়সেবন একবারে নাই বলিলেই হয়।

যাহাহউক, আত্মবিকৃতি কেন পাপ ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় সেবনের পরিণাম আমরা আলোচনা করিতেছি। আত্মবিকৃতি পাপ প্রায়ই অপ্রাপ্ত বয়সে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ কালে জননেন্দ্রিয় অবিকাশিত বা অর্দ্ধ বিকাশিত এবং দেহ নিতান্ত কাঁচা থাকে, আবার আত্মবিকৃতিতে ইন্দ্রিয়জনিত সুখানুভব একটু নূতন রকমের বোধ হওয়াতে ইহা অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এই অসদুপায়ে অধিক পরিমাণ শুক্রক্ষয় ও অধিক সংখ্যক হস্তমৈথুন কার্য্যে অনেকে ব্রতী হয়। একে কাঁচা তাহাতে অস্বাভাবিক উপায়ে দেহের বিশেষ২ প্রকার যন্ত্রাদি পরিচালন জন্য দৈহিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া যায়। দেহের গঠন পূর্ণ ও দৃঢ়ীভূত হইলে,* দেহ পোষণের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত উপকরণ, শুক্র উৎপাদন কার্য্যে

---

* কত বয়সে মনুষ্যের কোন্২ অস্থি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহার তালিকা:—

পৃষ্ঠবংশের অর্থাৎ পিঠের মেরুদণ্ডস্থ অস্থিসকলের পশ্চাৎ দিকের প্রবর্দ্ধন ১৬ বৎসরে, ঐ অস্থিসকলের গাত্র ২০ বৎসরে এবং সমুদয় মেরুদণ্ডের অস্থি পূর্ণভাব ধারণ করিতে প্রায় ৩০ বৎসর বয়স আবশ্যক।

কোমরের পশ্চাৎ দিকস্থ অস্থি অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশের নিম্ন অংশের অস্থি (সেক্রম) ২৫—৩০ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বক্ষোদেশের সম্মুখস্থ অস্থি (ষ্টর্নাম) ২০—২৫ বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পঞ্জরের অস্থিসকল ১৬—২০ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ হয়।

স্কন্ধদেশের পশ্চাৎদিকস্থ অস্থি (স্কেপুলা) ২২—২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়।

গলদেশের নিম্নের অস্থি (ক্লেভিকেল) ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

উর্দ্ধ বাহুদ্বয়ের অস্থি (হিউমরস) ২০ বৎসর বয়সে পূর্ণাকার প্রাপ্ত হয়, অধোবাহুর অস্থি (রেডিয়স ও আল্‌না) এবং উরুদেশের (ফিমার) ও পদের (টিবিয়া ফি-

ব্যয়িত হইলে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না, কিন্তু বাল্যকালে যখন দেহপোষণ ব্যতীত রক্তের অধিকাংশ দেহগঠন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তৎকালে শুক্র উৎপাদনাদিতে ঐ অংশের অপব্যয় করিলে মহানিষ্ট সংঘটিত হয়। এই সকল কারণে শুক্রপাত যত অধিক হয় দেহের বলক্ষয়ও তত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে। আরও স্বাভাবিক উপায়ে সঙ্গম কালে যান্ত্রিক উত্তেজনা যেরূপ মৃদু হয়, আত্মবিকৃতিতে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনে কদাচ তাদৃশ হয় না। সঙ্গম সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত নহে, সুযোগ আবশ্যক, কিন্তু আত্ম বিকৃতি ক্রিয়া একান্ত স্বায়ত্ত, একারণ ঐ সময়ে অনিবার্য্য রূপে অতিরতির বশীভূত হইতে হয়। আমাদের মন একটী নমনীয় বস্তু যেদিকে একবার দুইবার তিনবার সহজে বা জোর করিয়া চালান যায়, তৎপর বারে আপনাহইতেই সেই দিকে গমন করিতে সহজে প্রয়াস পায়। কাঁচা বয়সে মনের ঐ প্রকার নমনীয়তা অধিক, এজন্য একবার আত্মবিকৃত পাপের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে ক্রমে ঐ দিকেই মতি যায়। যাহাহউক, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, অকালবার্দ্ধক্য, মৃগী, উন্মাদ, যক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ কঠিন পীড়া আত্ম-বিকৃতি পাপের নিশ্চিত পরিণাম। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের দেশে সৌভাগ্যক্রমে নারীজাতি আত্মবিকৃতি পাপে অতি অল্প লিপ্তা হইলেও ইউরোপপ্রভৃতি সুসভ্য দেশসকলে এই পাপের প্রচলন নারীজাতির মধ্যে অনেক অধিক, এই পাপে পাপিনী নারীগণের জননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার ক্রিয়াও নির্ম্মাণ গত বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হয়, দেহ মন নানাপ্রকারে প্রপীড়িত হয়। লজ্জাই নারীর ভূষণ, লজ্জাই নারীর পরম বন্ধু। এই লজ্জা যে যে জাতির ললনাকুল

বিউব্রা) ভিন্ন২ অংশ ১৮ বৎসর বয়সে সংযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বস্তিদেশের অস্থিসকল ২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

মাংসপেশীগুলিও প্রথমে কাঁচা ও অপূর্ণ থাকে। বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্তি অনুসারে অস্থি গুলি যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সুদৃঢ় হইতে থাকে, মাংসপেশীগুলিও ঠিক সেই প্রকার ২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও ৩০ বৎসর বয়সে দৃঢ় হয়।

হইতে যে পরিমাণে অন্তর্হিত হইবে, তাহারা যে ততই প্রবল রূপে প্রকৃতির কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইতে থাকিবে ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? অধুনাতন ভারতললনাকুলে ও লজ্জার খর্ব্বতানুসারে নানাপ্রকার অত্যাচার প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, চিরশান্ত লজ্জামণ্ডিত নারীজাতি প্রথমে কুসংসর্গেই প্রকৃতির অপ্রিয়কর কার্য্যে দীক্ষালাভ করিয়া থাকে।

৪। অসুস্থাবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন।

স্থিরভাবে পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটেনা। নানা কারণে নিত্য দেহের নানাপ্রকার ভাবান্তর হইতেছে, নৈসর্গিক শক্তিতে তাহার প্রতিকারও তৎসঙ্গেই হইতেছে। এই গুলি ছাড়িয়া দিলেও আজ কালের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। সন্তানউৎপাদনই ইন্দ্রিয় সেবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আর জন্মদানকালে পিতা মাতার স্বাস্থ্য ও দেহের অবস্থানুসারে সন্তান, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গর্ভসঞ্চার কালে জননী ক্রমাগত নয়ন মুদিত ও ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হওয়াতে ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা ও পাণ্ডুর পাণ্ডুবর্ণ হওয়ার বিষয় মহাভারতে যাহা উক্ত আছে তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। গর্ভ সঞ্চারকালে নারীর মনোমধ্যে যদি পুরুষবিশেষের মূর্ত্তি জাগরিত থাকে তবে তদীয় গর্ভের সন্তান ঠিক সেই প্রকার হয়, এ বিষয় বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের নারীর প্রথম পতির মৃত্যু হইলেও ২য় পতি সহবাসে প্রথম পতির আকার প্রকারবিশিষ্ট সন্তান সন্ততি তাহাদের গর্ভে জন্মিতে দেখা গিয়াছে। যাহাহউক ইন্দ্রিয় সেবনে দেহের বল বিলক্ষণ ক্ষয় পায় এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে অসুস্থাবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন যে একটী পাপ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা তাদৃশ তিথি বিশেষে কিম্বা জলবায়ুর বিশেষ অবস্থাদিতে যখন দেহ অসুস্থ বা জড়তা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে ইন্দ্রিয়

সর্ব্বথা একান্ত বর্জ্জিত। যক্ষ্মাকাশ, মৃগী ইত্যাদি অনেকগুলি পীড়া আছে যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সেবন করিলে পীড়া প্রবল হয়, আর সন্তান উৎপাদন করিলে তাহারাও ঐ পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এরূপ রোগসত্বে ইন্দ্রিয়সেবন করা একান্ত অকর্ত্তব্য।

উপদংশাদি যেসকল পীড়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একজনের হইলে সন্তানে তাহাদের প্রভাব সঞ্চারিত হয়, সে সকল পীড়ায় বাহ্যলক্ষণ সকল তিরোহিত হইলেও সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়সেবন করা মহাপাপ। আজকাল অনেক দুবৃত্ত বঙ্গবাসী, অন্তঃপুরবাসিনী পবিত্র আর্য্যকুলাঙ্গনাদেহে উপদংশবিষ অবহেলে সঞ্চারিত করিয়া এই বৈজ্ঞানিক মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন। মাদকসেবনও বৈজ্ঞানিক পাপ, এই পাপের প্রভাবে থাকিয়া তদবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন করা বিবিধ প্রকারে মহাপাপ বলা যাইতে পারে।

নারীজাতি ঋতুমতী হইবার কালে তাহাদের দেহের ভাবান্তর হয়, জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি উত্তেজিত হয়, এই সময় ইন্দ্রিয়সেবন করিলে শোণিতপূর্ণ জরায়ু, উহার শিথিলতানিবন্ধন স্থানচ্যুতি, প্রদাহ, উদরগহ্বরে রক্তসংযত ও জননেন্দ্রিয়ের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া রজঃলোপ, কষ্ট রজঃ বা রজোধিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে। রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসহবাস করিলে প্রমেহসদৃশ মূত্রমার্গ প্রদাহ ও পুরুষাঙ্গে ক্ষতহইতে পারে, এইজন্য ঋতুমতীকে স্পর্শ করিতেও হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে। সন্তান উৎপাদনই ইন্দ্রিয়সেবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন প্রকৃতির অনুমোদনীয় নহে। গর্ভসঞ্চার হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত মাতৃদেহের সহিত সন্তানের সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, সুতরাং ঐ সময় গর্ভপাতের অধিক সম্ভাবনা থাকে। গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে, মাসের যে যে সময়ে মাসিক রজঃস্রাব হইত গর্ভসঞ্চারের পরও ঠিক ঐ ঐ সময় জরায়ু মধ্যে শোণিতপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধির প্রবলতা থাকে, এই কারণ গর্ভসঞ্চারের পর তিন চারি মাস পর্য্যন্ত রতিক্রিয়ায় বিশেষতঃ তাহার আধিক্যতায় গর্ভ নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদিও গর্ভসঞ্চারের তিনমাস মধ্যে ইন্দ্রিয়সেবনে অনিষ্টের আশঙ্কা অধিক তথাচ তিন মাসের পরও সাবধানে ইন্দ্রিয়-

সেবন না করিলে নিরাপদ নহে, প্রসবান্তে দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সন্তান ধারণ জন্য গর্ভাশয়ের যেসকল অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহারা, শোণিত ও ক্লেদাদিরূপে নির্গত হইয়া যায়। এই প্রকারে একমাস মধ্যে জরায়ু ও জননেন্দ্রিয় কতকটা প্রকৃতিস্থ হয় কিন্তু ইহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তিহইতে তিন চারি মাসের প্রয়োজন। এই কারণ প্রসবের পর তিন মাস পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সেবন করিলে জরায়ুকোষের শিথিলতা, ভারত্ব ইত্যাদি কারণে উহা হইতে শোণিত-স্রাব, উহার স্থানচ্যুতি বা বিকৃতি হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। প্রসবের পর ৬। ৭ মাস পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি শুদ্ধ মাতৃদুগ্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ৬। ৭ মাসের পর যখন মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্যবিধ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ছেলের দন্ত উদ্ভিন্ন করিয়া প্রকৃত সময় দেখাইয়া দেন। যাহাহউক প্রসবের পর ২। ৩ মাস পর হইতে ৭। ৮ মাস মধ্যে বিশেষ সাবধানে পরিমিতরূপ ইন্দ্রিয়সেবনে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সম্মতি দিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সময় মধ্যে রতিক্রিয়া জন্য উদ্বিগ্ন হইলে উহার আধিক্য-হেতু স্তন দুগ্ধের অবশ্য বিকৃত হয়। আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এই যে ঐ সময়ে লোকে সাবধানে ইন্দ্রিয়সেবনের বিশেষ মিততা রক্ষা করিতে না পারি। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও জরায়ুকোষ পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হওয়াতে অতি শীঘ্র রজোদয় হয়, এই প্রকার রজঃ প্রকাশ পাইলে স্তন্যদুগ্ধ বিশেষ প্রকারে কলুষিত হয়, এই দুগ্ধ পান করিলে সন্তানের নানাপ্রকার পীড়া হয়। যদিও সন্তান প্রসবের পর ৭। ৮ মাস মধ্যে গর্ভসঞ্চার হওয়া বিরল তথাচ রজোদয় হইলে তাহার বিঘ্ন বাধা অন্তরিত হয়। ৭। ৮ মাস পর্য্যন্ত সন্তান সম্পূর্ণরূপে স্তন্যদুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া ও এক বৎসর পর্য্যন্ত অথবা উহার অধিক দন্তোদ্গম পর্য্যন্ত আংশিকরূপে মাতৃদুগ্ধের সহায়তা আবশ্যক করে। সুতরাং সন্তান প্রসবের পর এক বৎসরমধ্যে গর্ভসঞ্চার হইলে সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হয়। যে স্থলে সুসন্তান উৎপাদন জন্যই ইন্দ্রিয়সেবন প্রকৃতিবাঞ্ছিত, সেস্থলে প্রসবান্তে এক বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে সন্তানের বিবিধরূপে অনিষ্টকর ইন্দ্রিয়সেবন কি প্রকৃতি বাঞ্ছিত বলা যাইতে পারে এবং কি প্রকারেইবা তাহাকে বৈধ বলিব?

যেস্থলে গর্ভসঞ্চারকালে পিতা মাতার দেহ ও মনের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য

সন্তানের শুভাশুভের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে, আর সুসন্তান উৎপাদন জন্য নরনারী ইন্দ্রিয়সেবন করিতে প্রকৃতির নিকট দায়ী, সেস্থলে দেহ মনের অসুস্থতা, শোক, দুঃখ, নিরাশা, শ্রমক্লান্তি, ভয়, ক্রোধ, নিরশন প্রভৃতিতে ব্যথিত ও কোন প্রকার পীড়াক্রান্ত অবস্থায় রতিক্রিয়া একান্ত গর্হিত।

অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল তাহাতে এবিষয়ে পরিমিততার মাত্রা অনেকে জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, আমরা বলি মাসান্তে, পক্ষান্তে বা দিনান্তে, ঊর্দ্ধসংখ্যা এপরিমাণ ইন্দ্রিয়সেবন করা উচিত এপ্রকার কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেই ভিন্ন২ ধাতু প্রকৃতি ও শক্তিবিশিষ্ট, অভ্যাসদ্বারা অনেক বিষয়ের অনিষ্টকারিতা রূপান্তরিত হয়। যাহাহউক এবিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সন্তান উৎপাদন মুখ্য উদ্দেশ্য রাখিয়া তদর্থে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই উত্তম মনুষ্য, যিনি ইন্দ্রিয়সেবনকে সামান্য সুখ বা নীচশ্রেণীস্থ সুখ মনে করিয়া মানবের প্রকৃত সুখের জন্য চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়সেবন যত কম করা যায় ততই মঙ্গল, এরূপ বিবেচনা করেন তিনি মধ্যম, আর যিনি ইন্দ্রিয়সেবনকে প্রকৃত সুখ মনে করিয়া তজ্জন্য অনুক্ষণ লালায়িত হন ও নানাপ্রকার চেষ্টা করেন, সুসন্তান উৎপাদনদিকে যাহার লক্ষ্য নাই তিনি মানবকুলাঙ্গার, অধমের অধম মনুষ্য, তিনি ইতর জন্তু অপেক্ষাও হীন, তিনি জীবশ্রেষ্ঠ মানবজন্মকে নরকভোগের জন্যই নিযুক্ত করিতে ও মানববংশে প্রগাঢ় কলঙ্ক লেপন জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

—:—

অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবনের প্রকৃতিদত্ত প্রতিফল ও মনুষ্যসাধ্য প্রতীকার।

বঙ্গবাসীর দৈহিক ও মানসিক বলবীর্য্য পুরুষানুক্রমে খর্ব্ব হইবার যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন যে একটী প্রথম শ্রেণীর প্রধান কারণ, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক অপ্রাপ্ত

বয়সে বিবাহ ও ইন্দ্রিয় সেবন আরম্ভ, কালাকাল ভেদ না মানিয়া অতিরতি উপভোগ ও ব্যভিচারপাপের উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব, এই সকল কারণে প্রকৃতি বাঙ্গালি জাতিকে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশের নিকটে লইয়া যাইতেছেন। এবিষয়ের প্রতীকার সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন। বাল্যবিবাহ রহিত করা, বাল্যকালে ইন্দ্রিয় সেবন করিতে বিরত থাকা, ব্যভিচারপাপের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি সুপ্রথার প্রবর্ত্তন অসাধ্য নহে, বরং ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। বঙ্গবাসীর প্রত্যেক জাতি, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক ব্যক্তি এই নিয়ম পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে বিংশ বৎসর মধ্যে এই পদদলিত পতিত জাতি যে অবহেলায় অনেক জাতিকে পদদলিত ও পরাস্ত করিতে পারে এরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের পরম্পরিত ফল, মৃগী, যক্ষাকাশ, উন্মাদ প্রভৃতি অসাধ্য ব্যাধির প্রভাব মনুষ্য জাতিকে ভোগ করিতে হয় এবং এপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকার এক প্রকার মনুষ্যের অসাধ্য বলা যাইতে পারে। এই অতি গুরুতর ও অপেক্ষাকৃত বিরল প্রতিফল ছাড়িয়া দিলেও আরও অনেকগুলি অশেষ ক্লেশকর প্রতিফল ভোগ করিতে হয়, অতি সংক্ষেপে সেইগুলির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। উপদংশ, প্রমেহ, শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, বন্ধ্যতা এই গুলিই প্রধান।

উপদংশ—এই পীড়া প্রথমে পৃথিবীতে কোন্ দেশে কি প্রকারে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অভ্রান্তরূপে জানিবার উপায় নাই। কেহ২ বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের পরই এইরোগ দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কিন্তু আবার অনেকে বলেন যে ইহা পূর্ব্বকাল হইতে পুরাতন মহাদ্বীপে ছিল। অতিবিভিন্নপ্রকৃতি ভিন্নজাতির পরস্পর যদৃচ্ছা অবিশেষ ইন্দ্রিয় সেবন হইতে যে এই রোগ প্রথমে জন্মিয়াছে এরূপ অনুমান হয়। সচরাচর উপদংশ বা গরমী পীড়া বলিলেই স্ত্রী বা পুং জননেন্দ্রিয়ের বিশেষ প্রকার বিষজ ক্ষতকেই বুঝায়; কিন্তু এই গরমী দুই প্রকার, একপ্রকার অতিসামান্য, অন্যপ্রকার ভয়ানক গুরুতর। এই সামান্য প্রকার—অপরিষ্কৃত, দূষিত যোনি গমন, অতিরতি, অবিশেষ যদৃচ্ছা ইন্দ্রিয় সেবন ইত্যাদি কারণে

উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার গরমীর সংখ্যাই অধিক। সামান্য পাচড়া বা ক্ষত রোগের ন্যায় ইহা সম্পূর্ণ স্থানিক রোগ, পরিষ্কার রাখিয়া সামান্য ঔষধাদি ব্যবহার করিলে ইহা অতি শীঘ্র আরাম হয়। এই ব্যাধির জন্য বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক নাই এবং ইহাতে রক্ত দূষিত হয় না, তবে অবস্থাবিশেষে ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া জননেন্দ্রিয়ের কিয়দংশ বা সমুদয় বিগলিত হইতে পারে, ফলতঃ এপ্রকার অবস্থা নিতান্ত বিরল।

আয়ুর্ব্বেদে এই প্রকার গরমী পীড়ার বিষয় উল্লেখ আছে। এই পীড়া বিষজ হইলেও ইহার প্রভাব সম্পূর্ণ স্থানিক, সুতরাং রক্তে সংক্রমিত হইবার গুণ নাই, তবে এই পীড়ার ক্ষতাদি হইতে নিঃসৃত পূয ও রস সংলগ্নে অন্য ব্যক্তির দেহে এই জাতীয় ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার পীড়া অত্যন্ত ভয়ানক। মনুষ্যজাতির যত প্রকার উৎকট, অসাধ্য রোগ আছে, তন্মধ্যে ইহা একটী প্রধান রোগ। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পীড়া বিশেষপ্রকার বিষ ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। আর একরূপও বলেন যে, সংক্রমণ দ্বারাই এই পীড়া দেহ হইতে দেহান্তে সঞ্চারিত হয়। এই বিষ স্বতঃ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এই বিষ আদৌ পৃথিবীতে কি প্রকারে আসিল এবং ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি বিষজ পীড়া অনেক সময় দৃশ্যমান সংক্রমণ ব্যতীত কিপ্রকারে স্বতঃ উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় বিভিন্নপ্রকৃতি নরনারীর যদৃচ্ছা অবিশেষ সহবাসে বিশেষ প্রকার অবস্থায় উপদংশ বিষ স্বতঃ উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু এই সম্ভাবনার সত্যতা প্রতিপাদন বা একবারে খণ্ডন করা ভবিষ্যতের কার্য্য। যাহাহউক এই প্রকার বিশেষ বিষজ গরমীই প্রকৃত উপদংশ নামে অভিহিত। এই পীড়া কতদূর গুরুতর তাহার আমরা তুলনা দিতে পারিতেছি না। ওলাউঠা, টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ জানা আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকার ও যন্ত্রণার স্থায়ীত্ব অতি অল্প, ইহাদের বিষ নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে দেহহইতে অন্তরিত হইয়া যায়। আর সর্পাঘাতাদিতে দেহ নিশ্চিত্ররূপে নষ্ট হইলেও সর্পবিষ, হয় অল্পকাল মধ্যে ভবযন্ত্রণা শেষ করে, অথবা বিষ, দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া যায়; কিন্তু এই উপদংশ বিষ আজীবন

দেহে থাকিয়া, দেহের যাবতীয় যন্ত্রকে জর্জ্জরিত করে; জীবনের সাক্ষিনী, সহধর্ম্মিনীকে এই যন্ত্রণাভোগের সঙ্গিনী করে, আর এই শত্রু তিন পুরুষ পর্য্যন্ত অনুগমন করে। তবেই দেখা যাইতেছে প্রকৃত উপদংশ সদৃশ গুরুতর পীড়া আর কিছুই নাই, ইহার বিষের ন্যায় ক্ষয়াসকর্ণবিষ আর কি আছে? বরং ইন্দ্রের বজ্রও মাথা পাতিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ, তথাচ কে এই প্রকৃতির শূল দ্বারা আজীবন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিতে ইচ্ছা করিবে। নিজে নহে, জীবনের সঙ্গিনী, শুদ্ধ সঙ্গিনী নহে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কে সযতনে এই প্রকৃতির শূল দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবার সনন্দ লইতে বাঞ্ছা করে?

উপদংশ রোগের বিষ বসন্ত রোগের ন্যায় বায়ু দ্বারা দেহান্তে পরিচালিত হইতে পারে না, অথবা ওলাউঠার ন্যায় খাদ্য বা পানীয় দ্বারা দেহান্তে সংক্রমিত হয় না। এই বিষ টিকার বীজের ন্যায় রক্তের সহিত মিলিত হওয়া চাই। ক্ষতাদিতে সংযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎভাবে অথবা (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আবৃত স্থান) মুখ নাসিকা জননেন্দ্রিয় প্রভৃতির ন্যায় সরস সুকোমল স্থানে সংযুক্ত হইলে শোষিত হইয়া রক্তে মিলিত হয়। সঙ্গমকালে নরনারী মধ্যে একজন পীড়িত থাকিলে অন্যের দেহে বিষ সংক্রমিত হয়। অনেক সময় ক্ষতাদি না হইয়া বিষ একবারে রক্তে শোষিত হইয়া যায়। আবার কোন সময় সামান্য অদৃশ্য বিদারণ ইত্যাদি দ্বারা অলক্ষিত ভাবে দেহে প্রবিষ্ট হয়। উপদংশ বিষ দেহ হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় না। চিকিৎসা দ্বারা বা স্বতঃই কোনং সময় বাহ্যিক লক্ষণ সকল তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু অন্য সময় পুনরায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কখনং বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকারে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। সবল সুস্থকায় ব্যক্তির দেহে অনেক সময় গুপ্তভাবে লুকায়িত থাকে, কিন্তু কোন কারণে দেহ দুর্ব্বল হইলে বাহ্যলক্ষণ সকল ত্বরায় প্রকাশ পায়। অনেক সময় বিষ উপদংশ রোগের সাধারণ লক্ষণ সকল উৎপন্ন না করিয়া গুপ্তভাবে অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদন ও তাহার জটিলতা সম্পাদন করে। দেহের কোন স্থানই এই বিষের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় না। পূর্ব্বে এই পর্য্যন্ত জানা ছিল যে, জননেন্দ্রিয়ে উপদংশের ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির সহিত সঙ্গম দ্বারাই সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই বিষ সংক্রমিত হয়, কিন্তু এখন ইহার সংক্রমণের অনেক

শুক্র পথ প্রকাশিত হইয়াছে।

১। কোন ব্যক্তির উপদংশপীড়া হইয়া তাহার বাহ্যিক লক্ষণ সকল তিরোহিত হইলেও সে ব্যক্তি রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে এরূপ ভাবিলেও তাহার সহিত সহবাসে তদীয় বিষাক্তবীর্য্য সুস্থকায়া কামিনীর জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত উৎপাদন ইত্যাদি বিষের সাক্ষাৎ ক্রিয়া প্রকাশ ব্যতীত, অসাক্ষাৎভাবে রক্তে সংক্রমিত হইয়া গাত্রকণ্ডু, বাত, চক্ষুপীড়া, অস্থিরোগ, মুখে ও গলায় ক্ষত ইত্যাদি উপদংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অতএব শুক্রদ্বারাও বিষ দেহান্তে পরিচালিত হয়।

২। উপদংশপীড়াক্রান্ত ব্যক্তির বাহ্যলক্ষণ সকল তিরোহিত হইলেও তাহার সহিত সহবাসে সুস্থকায় নারী গর্ভবতী হইলে বিষাক্তশুক্র বিষাক্তভ্রূণ উৎপাদন করে, এই ভ্রূণদেহ হইতে রক্ত মাতৃদেহে পরিচালিত হইয়া, তদীয় মাতা উপদংশপীড়াক্রান্ত হইতে পারে, এই প্রকার ঘটনায় ৪র্থ মাসে যখন ভ্রূণদেহ মাতৃদেহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়, তখনই মাতৃদেহে উপদংশ লক্ষণ উদয় হইতে আরম্ভ হয়, আমরা এই প্রকার ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যাহাহউক বিষাক্তভ্রূণ দ্বারাও উপদংশবিষ সংক্রমিত হয়।

৩। সুস্থকায় নারী কৌলিক উপদংশপীড়াক্রান্ত শিশুকে স্তন পান করাইলে স্তনের বোঁটার বিদারণ ইত্যাদি স্থানে সন্তানের মুখের লালা ইত্যাদি সংযুক্ত হইয়া উক্ত দুগ্ধবতী পীড়িত হইতে পারে।

৪। উপদংশের ক্ষতাদির রস ও পূয়াদি ব্যতীত পীড়িত বা জ্বর জননেন্দ্রিয়, মুখ বা চর্ম্মপ্রভৃতি স্থানের কোন সরসউদ্ভেদ বা গুটিকাহইতে নিঃসৃত রস ক্ষতাদি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা কোমল স্থান দ্বারা অসাক্ষাৎভাবে শোষিত হইলেও বিষ সংক্রমিত হয়। অতএব পীড়িত ব্যক্তির বা তাহার দেহ হইতে নিঃসৃতরস অন্য দেহে সংযুক্ত হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

৫। কৌলিক বা অর্জ্জিত পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির টিকার বীজ লইয়া অন্য দেহে টিকা দিলে বিষাক্ত বীজদ্বারা অন্য দেহে উপদংশ সংক্রামিত হয় অতএব টীকার বীজদ্বারাও উপদংশ দেহান্তে সংক্রমিত হয়।

৬। উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুক্র, দুগ্ধ এবং সম্ভবতঃ অশ্রু-আদি, লাল, ঘর্ম্ম, মূত্র প্রভৃতি দেহনিঃসৃতরসাদি অন্য দেহে সংযুক্ত

হইয়া রোগ সংক্রমিত হয়।

৭। উপদংশ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির শোণিত মধ্যে বিষ থাকে এজন্য অস্ত্রচিকিৎসাকালে চিকিৎসকের হাত কাটিলে কি কোন ক্ষতাদি থাকিলে তদ্দ্বারা বিষ সংক্রমিত হয়। বাঘিপ্রভৃতির পুঁজও এই প্রকার সংক্রমণ ধর্ম্মাক্রান্ত।

৮। পীড়িত ধাত্রীর স্তনপান করিয়া সন্তান বিষাক্ত হইতে পারে।

৯। শুক্রদ্বারা অসাক্ষাৎভাবে সংক্রমণ—কোন নিরোগ নারী অথবা জননেন্দ্রিয়ে স্থানিক পীড়াশূন্য নারীর সহিত বিষাক্তব্যক্তি সহবাস করিলে বিষাক্তশুক্র স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে সঞ্চিত বা সংলেপিত হয়, ইহার ইহার অল্পক্ষণ মধ্যে অন্য কোন সুস্থকায় ব্যক্তি উক্ত নারী সহবাস করিলে ঐ শুক্রহইতে বিষ তাহার দেহে সংক্রমিত হইতে পারে, কুলটাসহবাসে অনেক সময় এইপ্রকার ঘটনাহইতে উপদংশ, অলক্ষিত ভাবে সংক্রমিত হয় কোন কুলটাই উপদংশের হস্তহইতে অব্যাহতি পায় না, আর উপদংশবিষও একবার দেহে প্রবিষ্ট হইলে, বসন্ত বীজে টীকা দেওয়ার ন্যায় দেহে পুনরায় বিষ প্রবেশ করিতে দেয় না, কুলটাগণ অতিরতিনিবন্ধন জননেন্দ্রিয়কে এরূপ বিকৃত করিয়া ফেলে যে বিষাক্ত শুক্র ইত্যাদি তৎস্থানহইতে সহজে দেহে শোষিত বা সংক্রমিত হইতে পারে না, এই দুই কারণে কুলটাগণ অনেক সময় অব্যাহতি পাইলেও তাহার নির্দ্দোষ সেবকগণ তাঁথের দোষে না হইলেও সতীর্থ ভ্রাতার দোষে অনেক সময় পীড়িত হয় এবং কুলটার উপদংশ নাই অথচ তাহার সহিত সহবাসে পীড়া কিপ্রকারে হইল এই রহস্য ভেদ করিতেও অক্ষম হয়। উপদংশ অলক্ষিতভাবে বিস্তারের যে কয়টী পথ প্রদর্শিত হইল তদ্ভিন্ন চুম্বন, উচ্ছিষ্ট পান ও ভোজনপাত্র ব্যবহার, ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারাও উপদংশ সংক্রমিত হইতে দেখা গিয়াছে।

উপদংশ বিষের কুটিলতা।

১। এই বিষ একবার দেহে প্রবিষ্ট হইলে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এমন কি আজীবন দেহ হইতে অন্তরিত হয় না। ২। ইহার সংক্রমণের

পথ্য অত্যন্ত প্রশস্ত, অবস্থাবিশেষে ইহার প্রভাবের খর্ব্বতা বা অভাব দেখা যায় না।

৩। কেনসার, কুষ্ঠ, বন্ধ্যতা, পক্ষাঘাত হৃদরোগ, মৃতবৎসা ইত্যাদি উৎকট রোগ ইহার পরিণাম, এতভিন্ন চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট হইতে সচরাচর দেখাযায়।

৪। বিষাক্ত ব্যক্তি বন্ধ্য হয়, অথবা যদিও সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে ঐ সন্তান গর্ভেই নষ্ট হয়, যদি কায়ক্লেশে প্রাণ লইয়া ভূমিষ্ট হয় তবে এরূপ ক্ষীণাঙ্গ হয় যে, ভূমিষ্ট হইয়া স্বাধীন জীবন লাভ করিবার অল্পদিন বা অল্পক্ষণ মধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হয়, যদি কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকে তবে অল্পায়ু হয়, না হয় চিরকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

৫। পৃথিবীতে উপদংশ ব্যতীত এমন কোন ভয়ানক বিষ নাই যাহা আজীবন সমান ভাবে সংক্রমণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট থাকে, গর্ভস্থ ভ্রূণকে সমান জোরে আক্রমণ করে।

৭ অস্থি মজ্জা এমন কি চুল হইতে নখ পর্য্যন্ত দেহের যাবতীয় নির্ম্মাণ উপদংশ বিষে জর্জ্জরিত হয় দেহের এমন কোন নির্ম্মাণ নাই যাহা ইহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায়, দেহে উপদংশ বিষ প্রবেশ করিলে দেহটী ঠিক ঘুণধরা বাঁশ অথবা উইজর্জ্জরিত কাষ্ঠ সদৃশ হয়, দেহটী অন্তঃসার বিহীন ও নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির চির আশ্রয় স্থান হয় এই উপদংশ পীড়ার ন্যায় গুরুতর পীড়া ও ইহার বিষের ন্যায় কালকূট বিষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গরমী রোগ দুই প্রকার একপ্রকার সম্পূর্ণ স্থানিক, উহার বিষ থাকিলেও তাহার রক্ত সংক্রমণ গুণ নাই। অন্য প্রকার বিষজ এবং স্থানিক ক্ষত আরোগ্য হইলেও বিষ দেহের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার লক্ষণ উৎপন্ন করে। কি কি লক্ষণ দ্বারা এই দুই প্রকার গরমী জানা যাইতে পারে তাহা বলিতেছি, গরমী পীড়া সচরাচর জননেন্দ্রিয়ে হইলেও জননেন্দ্রিয় নিকটবর্ত্তী স্থান, উরুদেশ, ও অধরোষ্ঠ, জিহ্বা, স্তনের বোঁটা, অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানেও উৎপন্ন হয়।

রক্তসংক্রমণ গুণহীন সামান্য গরমীর ক্ষতের লক্ষণ—প্রায়ই একাধিক ক্ষত উৎপন্ন হয় ক্ষতগর্ভের চারিধার বোধ হয় যেন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, উপরের অংশ এরূপ অসম যেন পোকা খাওয়ার মত বোধ হয়, অধিক পরিমাণ পূজ নির্গত হয়। এই ক্ষত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পায় ও পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, ইহার মূলদেশ প্রায়ই কোমল কিন্তু কখনং কঠিন হইলেও তাহা সামান্যরূপ হয়, ইহার সহিত বাঘি হয়, এই বাঘি পাকিয়া যায়, বাঘির পূজ বা গরমী ঘায়ের পূজ পীড়িত ব্যক্তির দেহের অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তির দেহে লাগিলে তথায় ক্ষত হয়।

বিষাক্ত বা প্রকৃত উপদংশ ক্ষত—ক্ষত গোল, গভীর, নিরঙ্কুর সামান্য পূজ ক্ষতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে, ক্ষতমূল ও ক্ষতের চারিধার স্থূল ও দৃঢ়। এই মূলের দৃঢ়তা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ, এই ক্ষতের সহিত একাধিক বাঘি হয় ঐ বাঘি প্রায়ই পাকে না, ফুলিয়া থাকে, এই প্রকার ক্ষত হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় প্রকৃত পূজ প্রায়ই নির্গত হয় না। ক্ষতের পূজ পীড়িত ব্যক্তির অন্য স্থানে লাগিলে তথায় ক্ষত হয় না। কারণ তাহার রক্ত বিষাক্ত হওয়াতে টীকা দেওয়ার ন্যায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

প্রকৃত উপদংশ বা বিষজ উপদংশ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহ কি স্ত্রী সহবাস করিতে পারে কি না এ বিষয় জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। উপদংশবিষ একবার দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আজীবন রক্তমধ্যে সঞ্চিত থাকে তবে চিকিৎসাদি ও অন্যান্য কারণে ইহার প্রভাব সুপ্তভাব ধারণ করিতে পারে। কখনং ২৫ বৎসর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগের পর ও পীড়ার লক্ষণ পুনরোদিত হয়, মূলকথা কোন কারণে দেহ দুর্ব্বল ও রক্তহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই লক্ষণ সকল পুনরোদিত হয়। ফলতঃ এরূপ ও দেখা গিয়াছে যে বিষাক্ত ব্যক্তির দেহ হইতে বাহ্যিক রোগলক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে এরূপ অবস্থায় নীরোগ স্ত্রীসহবাসে সম্পূর্ণ সুস্থকায় সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে বিষাক্ত হইলে সন্তানের রোগ সংক্রমণের অধিক সম্ভাবনা, আর একের পীড়া থাকিলে অপেক্ষাকৃত কম, ফলতঃ বিষাক্ত ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন কালে যদি সবল, সুস্থ, ও উপদংশের বাহ্য লক্ষণ শূন্য থাকে, তবে তাহার সুস্থকায় সন্তান উৎপন্ন হইতে

পারে। উপদংশ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির সন্তান কদাচ সুস্থাবস্থায় ভূমিষ্ট হইতে পারে, সন্তান উপদংশ পীড়াক্রান্ত বা তাহার প্রভাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল কিম্বা মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হইতে পারে। উপদংশ, মৃতবৎসার একটী প্রধান কারণ। যাহাহউক উপদংশ বিষের বাহ্যিক লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপ তিরোহিত হইবার একবৎসর পরে বিবাহ বা স্ত্রীসহবাস বিষয়ে সম্মতি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে সন্তান সম্পূর্ণরূপে বিষের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইবে এরূপ বলাযায় না। স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে বিষাক্ত ব্যক্তির বিবাহ ও স্ত্রীসহবাস করা প্রকৃতিবাঞ্ছিত নহে এরূপ বোধ হয়।

প্রতীকার—২য় প্রকার গরমী পীড়া যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য অবিশেষ অতিরাত ত্যাগ অর্থাৎ ব্যভিচার ত্যাগ করিলেই হইল, গরমি পীড়া সম্পূর্ণরূপে স্বইচ্ছায় আহ্বান করিয়া আনা হয়, অবিশেষ অতিরতি প্রকৃতির ইচ্ছার প্রতিকূল এবং বিশেষ আপত্তিকর, এজন্য ঐ প্রকার প্রতিফল সচ্চরিত্র ব্যক্তির ভোগ করিতে হয় না, বিশেষ সাবধানে পীড়িত ব্যক্তির সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সংসর্গ ত্যাগ করিলে দৈবাৎ পীড়াহইতে পারে না। কুলটার কালবৃট ব্যবসায় যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীহইতে তিরোহিত হইবে সে পর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রতিফল উপদংশ কখনই ভূলোক ত্যাগ করিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গরমী দুই প্রকার, সামান্য প্রকার বড় সংক্রামক নহে, সম্পূর্ণ স্থানিক। পরিষ্কার রাখা ও সামান্য মলম ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় সামান্য প্রকার হইতে গুরুতর ক্ষত প্রভেদ করা দুষ্কর এজন্য প্রথম অবস্থায় নাইট্রিক এসিড বিন্দুমাত্র, অথবা কার্ব্বলিক এসিড কিম্বা কষ্টিকবাতি দিয়া ক্ষত দগ্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহার পর আইয়োডফরম নামক ঔষধের মলম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরমী পীড়ার ক্ষত সুচিকিৎসকদ্বারা অতি সহজে আরোগ্য হয়, সুতরাং ক্ষতরোগের প্রতীকার সহজ। পারদ প্রকৃত উপদংশ রোগের একটী মহৌষধ। পূর্ব্বে কি গুরুতর কি সামান্য সকল প্রকার গরমি পীড়ায় পাত্রাপাত্র ভেদে অত্যধিক পরিমাণ পারদ

ব্যবহার করিয়া মুখ আনা হইত, কিন্তু সামান্য প্রকার গরমি সার্ব্বাঙ্গিকপীড়া নহে, সুতরাং তাহাতে পারদ কি অন্য কোন আভ্যন্তরিক ঔষধ যে অনাবশ্যক এমন নহে বরং ভয়ানক অনিষ্টকর। প্রকৃত উপদংশে পারদ ব্যবহার করিলে কেবল দন্ত মাড়িতে বেদনা বা সামান্য প্রকার লাল নির্গমন আরম্ভ হইলেই পারদ ব্যবহার ক্ষান্ত করা কর্ত্তব্য এবং জোলাপ ব্যবস্থা করা উচিত। যাহাহউক আমাদের দেশে অনর্থক অনেক সময় হাতুড়েদ্বারা অযথা অতিমাত্রায় অবৈধ পারদ ব্যবহারে অনেকের মহানিষ্ট হয়, এজন্য আমাদের অনুরোধ সুচিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন পারদ ঔষধ কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে। আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ঔষধ উপদংশ পীড়ার বহুল প্রতীকার হয়, কিন্তু তাহা সুচিকিৎসকের পরামর্শভিন্ন ব্যবহার করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবার আশা কম। পূর্ব্বকালহইতে শালসা উপদংশ রোগে একটী মহৌষধ, অনেকে শালসাকে উপদংশ নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র মনে করেন এবং শালসা সংগ্রহ করিতে সর্ব্বস্বান্ত হন। কিন্তু আমরা বলিতেছি উপদংশ রোগে শালসা অতি সামান্যই উপকার করে, যে মূল্যে ইহা ক্রয় করা হয় তাহাতে অন্যান্য প্রকৃত ঔষধ ক্রয় করিলে শালসা অপেক্ষা শতগুণ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাহউক উপদংশ রোগের প্রাথমিক ক্ষত প্রতীকার সাধ্যায়ত্ত, আর প্রকৃত উপদংশ পীড়ার বিষ কতক পরিমাণে নষ্ট করা বা অন্ততঃ বাহ্য লক্ষণসকল নষ্ট করা মনুষ্য সাধ্য।

ধাতু পীড়া বা প্রমেহ—(গনরিয়া) ইহাও দুই প্রকার; অপরিষ্কৃত বা ঋতুমতী নারীসহবাস, অতিবাত, শ্বেতপ্রদরাদি রোগের পূজরসাদি-কলুষিত যোনি গমন, অবিশেষ ইন্দ্রিয়সেবন ইত্যাদিতে মূত্রনালীর একপ্রকার সামান্য প্রদাহ হইয়া ধাতুপাত হয়। কিন্তু এই পীড়া অপরিষ্কৃতি ও অত্যাচার হইতে বিরত থাকিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ২য় প্রকার প্রকৃত প্রমেহ—এই পীড়া বিষজ অর্থাৎ প্রমেহ রোগের পূজাদি সংলগ্ন হইলেই পীড়া জন্মে, এই পীড়া অবিশেষ অতিরতিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রমেহ পীড়ার ফলস্বরূপ, মূত্রনালীর অবরোধ, মূত্রাশয় ও মূত্রযন্ত্রে প্রদাহ, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষাদি স্থানে স্ফোটক

নালীক্ষত, চক্ষুপীড়া, বাত, বাধি, শুক্রধারণ অক্ষমতা, শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, বন্ধ্যতা ইত্যাদি পীড়া জন্মে, আর প্রমেহ রোগের প্রদাহ মূত্রনালী হইতে অণ্ডকোষের শুক্রনালীতে সঞ্চারিত হইয়া তাহার বিকৃতিনিবন্ধন অণ্ডকোষের শুক্র উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট করে এবং সচরাচর ইহারা বিকৃত ও ইহার নালীর অবরোধ হইয়া উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট করিয়া বন্ধ্যা করে। এই পীড়া যাহার একবার হইয়াছে, সেব্যক্তির বন্ধ্য হইবার অসম্ভবতা কিছুই নাই। প্রমেহ রোগের পূজাদি কেবল যে মূত্রনালীতে লাগিয়া প্রদাহ হয় এরূপ নহে, অন্যান্য স্থানের কোমল, সরস অংশে (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি) বিশেষতঃ চক্ষু মধ্যে লাগিলে প্রমেহ সদৃশ প্রদাহ ও পূজ উৎপন্ন হয়, প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বস্ত্র ব্যবহারে পূজ, মূত্রনালীতে লাগিলে প্রমেহ ও চক্ষে লাগিলে চক্ষু পীড়া হইতে পারে। প্রকৃত প্রমেহ রোগ কৌলিক নহে অর্থাৎ রক্ত মধ্যে বিষ থাকে না, তবে প্রমেহ পীড়া পিতা মাতার থাকিলে সংসর্গ দোষে সন্তানের হইতে পারে, প্রমেহ পীড়ার পূজ প্রসব কালে সন্তানের চক্ষে লাগিয়া সদ্যপ্রসূত শিশুর চক্ষুপীড়া ও চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। প্রমেহ পীড়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয় কিন্তু অত্যাচারে পুনরায় উদয় হইতে পারে। প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্য হইলেও কোনপ্রকার অত্যাচার, বিশেষতঃ সুরাপানে ব্যাধি অভিনবরূপ ধারণ করে। প্রমেহ রোগ আরোগ্য করা মনুষ্যসাধ্য। চন্দনের তৈল, নানাপ্রকার সরবত, মৃদু মূত্রকারক ঔষধ, কোপেবা প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও হাইড্রসটিন এবং মফিয়া যুক্ত পিচকারী প্রায় অমোঘ বলিলেই হয়, যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা হউক না কেন সুচিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন ব্যবহার অকর্তব্য। দুর্ব্বলতা, অতিরতি বিশেষ প্রকার ধাতু, অপরিষ্কৃতি, জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক পীড়া, ছোট২ কৃমি ইত্যাদিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হয়, ইহা যোনিপ্রণালী বা গর্ভাশয় হইতে নির্গত হয়। ইহাকে শ্বেতপ্রদর কহে। প্রমেহ স্ত্রীলোকের মূত্রনালীতে হয়, মূত্রনালী ও যোনিপ্রণালী স্বতন্ত্র, তবে যোনিপ্রণালীর বাহ্যমুখের নিকট মূত্রনালীর মুখ, এজন্য প্রমেহ হইলে উহার রসাদি যোনিদেশে সংলগ্ন হইয়া তথায় প্রদাহ হইতে পারে।

শুক্রমেহ (স্পার্মেটোরিয়া)—স্বভাবতঃ যৌবনাবস্থার পর পুংজাতির অণ্ডকোষ হইতে সর্ব্বদাই শুক্র নিঃসৃত হয় কিন্তু এই ক্রিয়া অতি মৃদু ভাবে হইতে থাকে, কেবল কামোদ্দীপনাদিতেই অণ্ডকোষেরদিকে রক্ত-স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার ক্রিয়া বৃদ্ধি করে.'ও তৎকালে অধিক পরিমাণ শুক্র নির্গত হয় অন্যান্য সময় অতি অল্প পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া মূত্রাধারের গ্রীবার নিকট শুক্রাধার নামক থলিতে সঞ্চিত থাকে, এই সঞ্চিত শুক্র স্বপ্নদোষাদিরূপে একবারে অধিক পরিমাণ নির্গত হইয়া না গেলে অদৃশ্যভাবে অল্পে২ মলমূত্র ত্যাগের বেগে মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিনিয়ত সম্পন্ন হয়। এই জন্যই মনুষ্য, অতিদীর্ঘকাল এমন কি আজীবন ইন্দ্রিয়সেবন না করিলেও জননেন্দ্রিয় বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যায় না। যাহাহউক আমাদের অজ্ঞাতসারে যে শুক্র অতি অল্প পরিমাণে মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, অথবা মলত্যাগ কালে বেগ দেওয়াতে শুক্রাধারে চাপ পড়িয়া কখন কখন কিছু অধিক পরিমাণ নির্গত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে পীড়া বলাযায় না কিন্তু কামোদ্দীপনা ব্যতিত বা অসম্পূর্ণ কামোদ্দীপনা হইয়া যে শুক্র নির্গত হয়, অথবা মলমূত্র ত্যাগকালে সর্ব্বদা যে দৃশ্যমান শুক্র নির্গত হয় তাহাকে শুক্রমেহ কহে। সবল সুস্থকায় ব্যক্তির কেবল কামোদ্দীপনা, পূর্ণমাত্রায় হইলেই শুক্রপাত হয় না, অবস্থা বিশেষে অল্প বা অধিক সময় জন্য যান্ত্রিক উত্তেজনা পুনঃপুনঃ প্রয়োগ আবশ্যক, এই যান্ত্রিক উত্তেজনা সঙ্গম বা তাদৃশ কোন ক্রিয়াদ্বারা সাধিত হয়।

মিতাচারী ব্যক্তিগণের নিদ্রাকালে লিঙ্গোদ্রেক ও প্রবল কামোদ্দীপনা এবং সঙ্গম বিষয়ক স্বপ্নের সহিত মধ্যে২ যে শুক্রক্ষরণ হয় তাহাকে ব্যাধি বলা যায় না, তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের পূর্ণাবস্থা ও দৈহিক বলের প্রাচুর্য্য প্রকাশ পায়। যে সকল ব্যক্তির এই প্রকার স্বপ্নদোষ হয় তাহারা পরদিন প্রাতে জাগরিত হইয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। পূর্ব্বের দৈহিকগ্লানি দূর হইয়া যায়। এবং বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। সচ্চরিত্র, মিতাচারী, সুস্থ, সবল ব্যক্তির যত অধিক স্বপ্ন দোষ হওয়া সম্ভব বলিয়া সাধারণতঃ বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হয় না। সবল ব্যক্তি কয়েক মাস পর্য্যন্ত এক-

বারে সঙ্গম হইতে বিরত থাকিলেও তাহার স্বপ্নদোষ হয় না। মোট কথা পূর্ণযৌবন ব্যতিত অন্যান্য সময় স্বপ্নদোষ অতি অল্পই হইয়া থাকে।

যদি প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক পক্ষে বা প্রতিসপ্তাহে, উক্ত প্রকার স্বপ্নদোষ হয় তাহা হইতে উহাতে কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু ক্রমে উহা যত ঘন ঘন হয় ততই উহাহইতে ব্যাধি উৎপন্নের ভয় থাকে। এই প্রকার স্বপ্নদোষের পরদিন দেহ দুর্ব্বল বোধ হয়। নানাবিধ কারণে এমন কি শুদ্ধ অভ্যাস জন্য ঘন ঘন হইতে থাকে, এবং প্রথমে লিঙ্গোদ্রেক কামোদ্দীপনা ও সঙ্গম বিষয়ক স্বপ্ন সংযুক্ত হইলেও ক্রমে ঐ সকল অবস্থার সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হয়। তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হইতে থাকে, ক্রমে ঘোর নিদ্রায় স্বপ্নদোষ হইলে ঐ ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না।

অজ্ঞাতসারে শুক্রপাতকেই শুক্রমেহ পীড়া বলাযায়। এই শুক্রমেহ প্রায়ই স্বপ্নদোষ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে সঙ্গম বিষয়ক স্বপ্নের সহিত শুক্রপাত হইতে থাকে, এই প্রকারে ক্রমে অভ্যাস হইয়া স্বপ্ন ব্যতীত অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত হয়। এমন কি প্রতি রাত্রে একাধিক বার হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রমে লিঙ্গোদ্রেক, কামোদ্দীপনা ইত্যাদি ব্যতিত শুক্রক্ষরণ হয়। মিতাচারি মিতাহারী, সবল ব্যক্তির দেহ দুর্ব্বল না হইলেও মাথা কিছু ভার, বুদ্ধিক্ষীণ, মানসিক ও দৈহিক শ্রম করিতে অক্ষমতা হয়। এই প্রকারে কিছুদিন গত হইলে দিবারাত্র উভয় সময়েই শুক্রপাত হয়, প্রথমং অল্প লিঙ্গোদ্রেক হয়, এই অবস্থায় সঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইলে প্রথম উদ্যমেই অথবা ঐ বিষয়ের চিন্তামাত্রেই শুক্রক্ষরণ হয়, কিছুদিন পরে কাপড়ের ঘর্ষণ অথবা এমন কি সঙ্গম বিষয়ক চিন্তামাত্রেই শুক্রপাত হয়। যদিও সঙ্গম বা তাদৃশ কোন প্রকার উত্তেজনাদ্বারা শুক্রসংসৃষ্ট যন্ত্রগুলি কিছুক্ষণ ক্রমাগত উত্তেজিত হইলেই উত্তেজনার চরমসীমা প্রাপ্ত হইলে শুক্রপাত হয় কিন্তু শুক্রমেহ রোগের অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্ত মধ্যে শুক্রপাত হয়। রোগ ব্যতিত ও কখনং ঐ প্রকার ঘটনা হয় কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তজ্জন্য কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কঠিন মল নিঃসরণকালে বেগ দেওয়াতে কখনং, কামোদ্দীপনা ব্যতীতও শুক্রপাত হয়, কিন্তু তাহা পীড়া নহে

এবং তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ফলতঃ শুক্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে স্বপ্নে শুক্রপাত ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগকালে সর্ব্বদাই পাতলা শুক্র নির্গত হয়, মলমূত্র ত্যাগকালে কোন বেগ না দিলেও শুক্রপাত হইয়া থাকে। কখন কখন অন্য সময়েও শুক্র স্খলন হইয়া থাকে, এই প্রকারে মূত্রের সহিত শুক্রপাত হওয়া গুরুতর পীড়া এবং ইহার প্রতিকার একপ্রকার নিতান্ত কষ্টসাধ্য। যাহাহউক অত্যাচার ব্যতীত যে শুক্রমেহ পীড়া জন্মে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে এবং তাহার সংখ্যাও নিতান্ত বিরল।

১। অপ্রাপ্তবয়স হইতে যদৃচ্ছা অতিরতি উপভোগে শুক্রসংসৃষ্ট যন্ত্রসকল শিথিল হইয়া শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিতে পারে। (২) প্রমেহ রোগের প্রভাবে জননেন্দ্রিয়ের সমুদায় স্থান বিকৃত হইয়া শুক্রমেহ রোগ জন্মিতে পারে। (৩) অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুন জন্য এই পীড়া যত অধিক হয় অন্য কোন কারণে তত নহে, আত্মবিকৃতি কেন এত মহানিষ্টকর তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্মবিকৃতি পাপের পরিণাম—ইন্দ্রিয়শিথিলতা, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রধারণাক্ষমতা, শুক্রমেহ, বন্ধ্যাতা, চিরকালের জন্য দেহ মন হীনবল ও স্বাস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন। অত্যাচারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন যুবতী বনিতার অধিকার প্রদানরূপ গুরুতর ভার প্রাপ্ত হয়, তখনই উক্ত বৈজ্ঞানিক পাপ,—আত্মকৃত অত্যাচারের পরিণাম বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাহার মন কিরূপ ব্যাকুলিত হয় কিরূপ সঙ্কটভাবে সে বিপন্ন হয়, ইহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের জানিবার কম সম্ভাবনা। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী সুতরাং এরূপ বিপন্ন ব্যক্তির মনের আবেগের অনেক আভাস সময়২ পাইয়া থাকি। গ্রন্থের শেষভাগে অত্যাচারের প্রত্যক্ষ পরিণাম প্রস্তাব পাঠ করিলেই এবিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে। যাহাহউক এই প্রকৃতির অপ্রীতিকর পৈশাচিক আচরণের প্রতিফল সকলকে সমানরূপ ভোগ করিতে হয় না, তবে একবারে ষোলআনা অব্যাহতি অসম্ভব। অত্যাচারীকে কিছু না কিছু প্রতিফল যে ভোগ করিতে হয় ইহা স্থির-নিশ্চয়। অত্যাচারের পরিমাণের আধিক্য ও সময়ের দীর্ঘতা, এ-

বয়সে আরম্ভ করা যায় তাহার নবীনতা, কৌলিক ও দেহপ্রকৃতি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য নিয়ম পালনের দৃঢ়তা বা শিথিলতানুসারে আত্ম-বিকৃতির পরিণামের ইতরবিশেষ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্ম-বিকৃতিতে রত হইলে ক্রমশঃ মাদকের ন্যায় এই বিষয়ে প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হয়, এবং যতই পুনঃ২ এই পাপাচরণ করা যায়, প্রবৃত্তি ততই উত্তেজিত হয়। এই জন্যই ইহার পরিণাম এত গুরুতর হয়। যাহাহউক অত্যাচারী, পাপের প্রতিকারার্থে যে কোন সময়েই ইচ্ছা করুকনা কেন, অবস্থাবিশেষে কতক প্রতীকার হইতে পারে, তবে তাহাদের জানা উচিত যে বৈজ্ঞানিক পাপাচরণ করিয়া তাহাহইতে সম্পূর্ণরূপ অব্যাহতির আশা দুরাশামাত্র। আমাদের দেহ অত্যাচারে নানা-প্রকারে নষ্ট হইলে ও প্রকৃতি দেহযন্ত্রে এরূপ সুকৌশল সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহা অত্যাচারে সহসা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হইলে শীঘ্র বা বিলম্বে কতকটা ক্ষতি-পূরণ করিতে স্বতঃই চেষ্টা করে। আত্মবিকৃতি পাপাচারী ব্যক্তিদের পাপের মনুষ্যসাধ্য প্রতীকার বিষয়ে আমরা কয়েকটী কথা বলিতেছি।

অত্যাচারী স্বাস্থ্য নষ্ট ইত্যাদি কারণে যতদূর না হউক, ইন্দ্রিয়-শিথিলতা, স্বপ্নদোষাধিক্য, শুক্রমেহ অথবা ধ্বজভঙ্গ রোগের আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয়াধিন হয়। অনেক চিকিৎসক কামোদ্দীপক ঔষধসকল এই সময় ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রভূত সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, ধাতু দৌর্ব্বল্যের ঔষধ, শুক্রমেহের ঔষধ, শুক্রঘন করিবার ঔষধ, ইত্যাদি যেসকল গুপ্ত ঔষধ আছে সেগুলি কুঁচিলা, দীপক প্রভৃতি কামোদ্দীপক দ্রব্যযোগে প্রস্তুত, এজন্য এই সকল গুপ্ত ঔষধ সেবনে অত্যাচারীর প্রতীকার না হইয়া সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। গুরুতর আহারে পাকাশয় পীড়িত হইলে, যে চিকিৎসক লঘু-পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া অগ্রে পাচক ঔষধ দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন তাহাকে আমরা সুচিকিৎসক বলিনা, অতিশ্রমে কোন অঙ্গকে ক্লিষ্ট করিলে, অতি ব্যবহারে মস্তিষ্ক বা চক্ষু ইত্যাদিকে প্রপীড়িত করিলে যে চিকিৎসক ইহাদের বিশ্রামের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল উহাদের

বলকারক বিশেষ প্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তাহাদিগকে আমরা কুচিকিৎসক বলি, অতিভোজনের পর যেরূপ উপবাসে বিনা চিকিৎসায় নিরাপদ ভাবে অজীর্ণ রোগ আরাম হইবার সম্ভাবনা, চক্ষু ইত্যাদি যন্ত্রের অতিক্রিয়ায় তাহার বিশ্রাম দেওয়া যেরূপ সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ও সুচিকিৎসার প্রথম সোপান, সেই প্রকার আত্মবিকৃতি পাপে পাপীর চিকিৎসা জন্য, তাহাকে জননেন্দ্রিয় পরিচালন, কামোদ্দীপক চিন্তা প্রভৃতি হইতে উপযুক্ত কালের জন্য বিরত রাখা সর্ব্ব প্রথম ঔষধ ও চিকিৎসার প্রথম সোপান। অনেক অত্যাচারী চিকিৎসা কালে মধ্যে২ ইন্দ্রিয়সেবন করিয়া ইন্দ্রিয়শিথিলতা বা ধ্বজভঙ্গ কি পরিমাণ আরাম হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু এইপ্রকার আচরণকে আমরা গুরুতর দোষ বলি। তাহাদিগকে দেহতত্ত্বের এই একটী গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া রাখিতে হইবে যে, দেহের কোন যন্ত্র বা অঙ্গের অতিক্রিয়ার প্রধান ও প্রথম ঔষধ তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া। এরূপ করিলে তাহার ক্ষতি, প্রকৃতি নিরাপদ ভাবে অনেকটা পরিপূরণ করে। যাহারা এই প্রধান বিষয়ে দৃষ্টি না রাখেন তাহারা কখনই প্রতীকারে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

আত্মবিকৃতি পাপাচরণ করিলে তাহার যেসকল প্রতিফল আছে তন্মধ্যে স্বাস্থ্য নষ্ট ও দেহমন দুর্ব্বল হওয়াই প্রধান। অত্যাচারীর রাত্রে নিদ্রা হয় না, মানসিকশ্রম সহ্য হয় না, স্মরণশক্তি থাকে না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকিলে দেহ কম্পিত হইতে থাকে, ক্ষুধা হয় না বিনাকারণে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা ও নিরাশা বিলক্ষণ কষ্ট দিতে থাকে, কোষ্ঠ বদ্ধ অথবা পেটের দোষ থাকে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ দেহশীর্ণ ও স্ফূর্ত্তিবিহিন হয় শিরঃপীড়া, ব্রহ্মতালু উত্তাপবোধ, শিরোঘূর্ণন, কর্ণেবিকৃত শব্দবোধ, দৃষ্টি-বৈষম্য, নেত্রমনী প্রসারিত, হৃদকম্পন, সামান্যকারণে ক্রুদ্ধ, মেজাজ খিট-খিটে, নির্জ্জনে অবস্থান প্রিয়, আত্মহত্যায় সচেষ্ট, আরও চূড়ান্ত অনিষ্ট-কারিতা ব্যক্তিবিশেষে দেখা যায়। যাহাহউক অত্যাচারী শিথিল জননে-ন্দ্রিয়কে দৃঢ়, জলবৎ তরল শুক্রকে ঘন ও ধ্বজভঙ্গ রোগ আরাম করিবার পূর্ব্বে তাহাকে স্বাস্থ্য উন্নতি করিতে হইবে, দেহ মনকে সবল করিতে হইবে, এই কার্য্য সাধন করিতে প্রথমে কদভ্যাস ত্যাগ, তারপর বিশুদ্ধ বায়ু

-সেবন, পুষ্টিকর আহার, মিতাচার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পূর্ণস্থানে ভ্রমণ ইত্যাদিতে দেহমন সবল করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা উন্নতি না করিয়া ধ্বজভঙ্গ আরাম করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া ভস্মে ঘৃত ঢালা অপেক্ষা বিফল। এই অবস্থায় কড্‌লিবার অয়েল একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। অত্যাচারী যখন নিজ অত্যাচারের জঘন্যতা ও অনিষ্টকারিতা জানিতে পারে অথবা ইন্দ্রিয়শিথিলতা, বা ধ্বজভঙ্গ রোগের ছায়া স্পর্শ করে, তখন তাহার মনে ভয়ানক ভয় হয়, অতিশয় পরিতাপ জন্মে, সর্ব্বদাই ধ্বজভঙ্গ রোগের ভয়ে মন নিতান্ত চঞ্চল থাকে, অত্যাচারীর ধ্বজভঙ্গাদি রোগের চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে তাহার চিত্তের, স্থৈর্য্য সম্পাদন নিতান্ত প্রয়োজন। মন যদি সর্ব্বদা অস্থির থাকে, যদি নিত্য নিরাশা ও দুশ্চিন্তায় উদ্বিঘ্ন থাকে, তবে অত্যাচারীর অন্যান্য পীড়ার যতই চিকিৎসা হউক না কেন তাহা কোনমতে ফলদায়ক হইবে না। এইজন্য সান্ত্বনা, সদুপদেশ ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহার মন স্থির করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪। ইন্দ্রিয়শিথিলতা, শুক্রপাতলা ও শুক্রমেহ রোগের চিকিৎসা জন্য কেহ২ স্ত্রীসহবাস ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কোন২ ব্যক্তি আবার স্ত্রীসহবাসকেই এই সকল অবস্থার একমাত্র ঔষধ বলিয়া থাকেন, অত্যাচারী ২৫ বৎসর বয়স্ক অথবা নিতান্ত পক্ষে ২২। ২৩ বৎসর বয়স্ক হইলে ও সঙ্গমশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহাকে বিবাহিত নারী সহবাসে বিধি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় সম্পূর্ণ মিততা রক্ষা না করিলে মহানিষ্ট সাধিত হইতে পারে, অবস্থাবিশেষে মাসান্তে, পক্ষান্তে বা সপ্তাহান্তে "একবার" সহবাসই যথেষ্ট। কুলটাসহবাস একান্ত আপত্তিকর, তাহাতে একগুণ ইষ্ট হইলে শতগুণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। উপযুক্ত ঔষধ, স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধান, মানসিক ও দৈহিক শ্রমদ্বারা দেহমন সবল করিলে ও জননেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপ বিশ্রাম দিলে, এই পীড়া স্ত্রীসহবাস ব্যতীতও সহজে আরোগ্য হয় আমাদের এরূপ বিশ্বাস। আমাদের দেহে এমন জীবিত যন্ত্র নাই যাহা অত্যাচারে বা অতিক্রিয়ায় পীড়িত হইলে,

বিশ্রামদ্বারা কতক বা সম্পূর্ণরূপ প্রকৃতিস্থ না হয়। ইন্দ্রিয়শিথিলতায় স্ত্রীসহবাস চেষ্টা না করিয়া উহাকে কিছুদিন বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাহইলে প্রকৃতি নিজ অভাব নিজেই নিরাপদভাবে পূরণ করিয়া লয়। আত্মবিকৃতি পাপে পাপী, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কদভ্যাস ত্যাগ করিলে অবিলম্বে তাহার সমুদয় অস্বাভাবিক অবস্থা বিদূরীত হয়। ইন্দ্রিয়শিথিল ব্যক্তির প্রকৃত পীড়া যতদূর না হউক, আশঙ্কাতেই তাহার সর্ব্বনাশ করে। অতএব মনকে স্থির ও সবল করিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—:—

ইন্দ্রিয়সেবনের অল্পতা, অসম্পূর্ণতা ও অভাব।

মনুষ্যের আহার, মৈথুন ও নিদ্রা এই তিনটী প্রাধান ভোগ, এই তিনটীর সহিত আমাদের দেহের কি সম্বন্ধ আমরা একবার মনোযোগ-পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখি, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আজীবন আহারগ্রহণ না করিয়া কোনরূপে জীবিত থাকিতে পারে না। আহারের অল্পতা অসম্পূর্ণতা বা অভাবে নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত ও শরীরের বিশেষপ্রকার অবনতি সাধিত হয়। শরীর পোষণ উপযোগী দ্রব্যের অভাব হইলে ক্ষুধা হয়, ক্ষুধা হইলেই আহারগ্রহণের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, ইহার অভাবে নানাপ্রকার অসুখ ও ক্ষতি হয়। অন্নজল ত্যাগ করিলে মনুষ্য ৭ দিবসের অধিক কদাচ বাঁচিতে পারে, আর শুদ্ধ অন্নত্যাগ করিয়া ২। ৩ সপ্তাহের অধিককাল জীবিত থাকা নিতান্ত কঠিন, এজন্য ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুধাকে আমরা একবারে বঞ্চনা করিতে পারি না এজন্য ক্ষুধা হইলে পর্য্যাপ্তরূপ পুষ্টি-কর আহারগ্রহণ না করিলে বৈজ্ঞানিক পাপাচরণ করা হয়। এখন নিদ্রা—মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট নিদ্রা উপভোগ করিয়া থাকে, নিদ্রাকালে শরীরের যন্ত্রগুলি স্থিরভাবে থাকে, সুতরাং ঐ কালে দেহ অতি অল্প ক্ষয় হয়, রক্তের পুষ্টিকর দ্রব্য, শ্রমজনিত

দেহের অতিক্ষয় নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেও ক্ষয় এত অধিক হয় যে তাহা তৎকালে সম্পূর্ণ পরিপূরিত হইতে পারে না। এজন্য দেহের যন্ত্রগুলি শ্রমপ্রভাবে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই নিদ্রা উপস্থিত হয়। এই নিদ্রাকালে দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশসকল সংস্কৃত হয়। শিশুর দেহ গঠনের অধিক প্রয়োজন এজন্য উহার অধিক নিদ্রার ও প্রয়োজন শ্রমজীবীর দেহ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এজন্য বিলাসী শ্রমবিমুখ অপেক্ষা উহার নিদ্রার অধিক প্রয়োজন, যাহাহউক নিদ্রাকালে আমাদের দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ সংস্কৃত হয় যদি নিদ্রাকে আমরা বিসর্জ্জন দেই তাহাহইলে দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কয়েকদিন এইভাবে থাকিলে অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়, আমাদের দেশে যেরূপ রাজশাসনে ফাঁসীদিয়া প্রাণদণ্ড করা হয় সেই প্রকার কোনং দেশে অনিদ্রাদ্বারা প্রাণদণ্ডের রাজশাসন প্রচলিত আছে, যাহাহউক আমরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বহুদিন বাঁচিতে পারি না। আর যেমন ক্ষুধা, শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল অবস্থার আজীবন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, উহাকে পরিতৃপ্ত করা একান্ত আবশ্যক, নিদ্রাও ঠিক সেই প্রকার। এখন দেখা যাউক কাম কিরূপ দ্রব্য, কামরিপুর প্রভাব নরনারীর যৌবন অবস্থার পূর্ব্বে কিছুমাত্র থাকে না, তৎকালে দেহের রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধনাদি কামরিপুর প্রভাব ও তাহাকে চরিতার্থ করা ব্যতীত বেশ সুসাধিত হয়, আবার খাসী প্রভৃতির কর্ম্মেন্দ্রিয়বিরহিত অবস্থায় তাহারা অধিক হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় কামরিপুর প্রভাব থাকে না, কেবল যৌবন অবস্থাতেই ইহার প্রভাব প্রবল। কিন্তু এই প্রবলতা আবার উভয় জাতিতে সমান নহে, নারীজাতি মাসান্তে কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই রিপুর প্রবল প্রভাবে থাকে। পুরুষ ইন্দ্রিয়সেবন বিষয়ক চিন্তাহইতে সম্পূর্ণ বিরত ও কর্ম্মবিশেষে নিত্যব্যাপৃত থাকিলে, অতি দীর্ঘকাল এমন কি আজীবন উহার প্রভাবকে নিরাপদে জয় করিতে পারে যেমন প্রত্যহ ক্ষুধা ও নিদ্রাকে অতৃপ্ত রাখিলে দেহ নষ্ট ও বিশেষপ্রকার অসুস্থ হয়, কার্য্যে নিত্য ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষুধা ও নিদ্রাবিষয়ক

ক্ষিপ্তাকর আর নাই কর অবিলম্বে দুঃসহ যন্ত্রণা অন্নগ্রহণে বাধ্য করিবে, আর তোমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া তোমাকে হতচেতন করিবে, কামরিপুর প্রভাব কিন্তু এপ্রকার নহে, ইহার নাম "মনসিজ" ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না, আর তুমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কামরিপুকে প্রশ্রয় না দিলে তোমার দেহ কোন প্রকার ক্লিষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত কি নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুধা তৃপ্তি করিলে তোমার দেহ পোষণ হয়, নিদ্রাকে পরিতৃপ্ত করিলে তোমার দেহের ক্ষতিপূরণ হয়, কিন্তু কামরিপুকে চরিতার্থ করিলে কি তোমার দেহ সেই প্রকার হয়? কামরিপুকে যে প্রকারে তৃপ্ত করনা কেন তোমার দেহ তাহাতে কিছুনা কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেই হইবে, শরীরের কিয়দংশ অবশ্যই নষ্ট হইবে।

এখন দেখা গেল আহার, নিদ্রা ও সঙ্গম ইহারা বিপরীতসম্বন্ধে সংস্থিত, যে কার্য্যে অনর্থক দেহ নষ্টহয় মঙ্গলময় প্রকৃতি তাহাকে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে যে অবশ্যসম্পাদ্য নিত্যকার্য্য করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। কেহ২ বলিতে পারেন প্রকৃতি আমাদিগকে যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সমানে পরিতৃপ্ত করা উচিত, নচেৎ, কর্ত্তব্য পূর্ণ হইল কৈ। আমরা ক্ষণকালের জন্য না হয় স্বীকার করিলাম যে পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র যেমন নিত্য পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, জননেন্দ্রিয়ও সেই প্রকার। কিন্তু আমরা গভীরভাবে প্রকৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে প্রকৃতি বিনাউদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যকে ব্যয় করিতে দেন নাই, শ্রমদ্বারা মনুষ্যজীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রতপালন কর তাহাতে দেহক্ষয় হউক প্রকৃতির ইহা ইচ্ছা, পাকযন্ত্র ক্ষয় করিয়া পুষ্টিকরখাদ্য শরীরে প্রদান কর প্রকৃতির ইহা ইচ্ছা, জননেন্দ্রিয় পরিচালিত করিয়া তোমার দেহের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া সন্তান উৎপন্ন করতঃ প্রকৃতির বিশ্বরাজ্যে মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব রক্ষা কর প্রকৃতির ইহা ইচ্ছা। কিন্তু তুমি ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখের জন্য ইন্দ্রিয়সেবনে তোমার দেহক্ষয় করিবে, তোমার নিজের বা প্রকৃতির বিশ্বরাজ্যের তাহাতে কোন কার্য্যই হইবে না, ইহা কি মঙ্গলময় প্রকৃতির ইচ্ছা? যেমন প্রত্যেক আহারে তোমার

দেহ পুষ্ট হয়, প্রত্যেক নিদ্রায় তোমার দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পরিপূরিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক সঙ্গমে যদি তুমি সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম হও তাহাহইলে, অন্যান্য নিত্যক্রিয়ার ন্যায় মৈথুনকে একটী নিত্যপ্রয়োজনীয় অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিলে কোনই আপত্তি থাকে না। যে দ্রব্যদ্বারা বিশ্বরাজ্যে জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির একটী নূতন জীব উৎপন্ন হয় এমন পরম পদার্থ, এরূপ স্বর্গীয় বস্তুকে, তুমি অবহেলায় ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য অপচয় করিবে, ইহা কি প্রকৃতির ইচ্ছা? হা ধিক! যে পবিত্র ভূমির পবিত্র জাতি প্রকৃতির এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া "পুত্রের জন্যই দারপরিগ্রহণের প্রয়োজন" সে মৈথুন বিফল সন্তান যাতে হয় "ইত্যাদি বীজমন্ত্রদ্বারা রতিশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের, সেই পবিত্র জাতির, সেই মুখবংশের গ্রহপীড়িত জাতিকে আজ কোন্ সুকৃতি বলে কি সাহসে প্রকৃতির বিকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষা দিব যে "অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় জননেন্দ্রিয়ের যথাবিধি ব্যবহার না করিলে উহা বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়সেবন অন্যান্য নিত্যকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ হিতকারী এবং ইহার অভাবে অগণিত ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে!!!"

আজকালের অধঃপতিত জাতির বাঞ্ছিত বলিয়া এই অবৈজ্ঞানিক কথাই বা কি সাহসে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিব? মৃত্যুকালে রোগী ঔষধ অবহেলা করিয়া কুপথ্যপ্রিয় হয়, তাই বলিয়া কি তাহার জন্য কুপথ্য ব্যবস্থা করাকে ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিব?

এখন দেখা যাউক জননেন্দ্রিয়ের সহিত আমাদের জীবন ও দৈহিক যন্ত্রগুলির কি সম্বন্ধ—পাকযন্ত্র দেহ হইতে অন্তরিত করিলে দেহ পোষণের যদি অন্য কোন অসাধারণ উপায় অবলম্বন করা না যায়, তবে শীঘ্রই মৃত্যু উপস্থিত হয়, মূত্রযন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি অন্তরিত করিলে কোন প্রকারে দেহ রক্ষা হয় না। সুতরাং ঐ যন্ত্রগুলি আমাদের প্রাণ রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, জীবনের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কোন ব্যক্তি পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রযন্ত্রহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিলে বাঁচিতে পারে না, অথবা যদি ঐ

সকল যন্ত্র পীড়াদিতে একবারে নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যায় তাহা হইলে, অ বিলম্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়, কিন্তু নপুংসক নামক একজাতি মনুষ্য সম্পূর্ণ-রূপে জননেন্দ্রিয় বিরহিত অবস্থায় স্বচ্ছন্দ শরীরে মানব জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। আজন্ম ধ্বজভঙ্গ বা পক্ষাঘাত পীড়াদি কি অত্যাচারজনিত ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে সঙ্গমশক্তি সম্পূর্ণ রহিত অবস্থায় ও মানব অতি দীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতে পারে। ইতর জন্তুগণের অণ্ডকোষ কর্ত্তন বা পেষণ করিয়া সঙ্গম ও জননশক্তি রহিত করিলে, ও পূর্ব্বকালে অস্য্যাম্পশ্যা রমণীগণের অন্তঃপুরের রক্ষক জন্য মনুষ্যের ঐপ্রকার প্রক্রিয়া করাতেও উহারা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত থাকিতে পারিত, আর বর্ত্তমান অবস্থার চিকিৎসার উন্নতি সহকারে নানাপ্রকার রোগে স্ত্রীজাতির জনন ও সঙ্গমশক্তির মূল ডিম্বকোষদ্বয়ও পুংজাতির জনন ও সঙ্গমশক্তির মূল অণ্ডকোষদ্বয় দেহ হইতে একবারে অন্তরিত করাতেও নরনারী স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থাবস্থায় পূর্ণকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেছে। এরূপ ব্যক্তির দেহের কোন ভাবান্তর দেখা যায় না, এই সকল পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলে আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে জননেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে অথবা উহাদিগকে আদৌ পরিচালিত না করিলেও মানবদেহের বা মানবজীবনের কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক জননেন্দ্রিয়স্বত্বে জননেন্দ্রিয়ের শক্তিস্বত্বে তাহাকে পরিচালিত না করিলে উহা বিকৃত বা নষ্টহইতে পারে কি না, অথবা উহাতে নরদেহের ক্রিয়াকলাপ বা নির্ম্মাণের কোন ক্ষতি উৎপন্ন হইতে পারে কি না। একথা অবশ্য সহজেই মনমধ্যে উদয় হয় যে, দেহের যে যন্ত্রকে নিয়মিতরূপ পরিচালিত করা না যায় তাহা ক্রমশঃ বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, যেমন হস্ত নিশ্চল রাখিলে উহার সন্ধিস্থল বদ্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি। আমরা জীবনীবিদ্যাদ্বারা অবগত আছি যে, যৌবন অবস্থায় ইচ্ছা অনিচ্ছা নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই নরদেহের অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে যথাবিধি শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যদিও উহার প্রবাহ মৃদু তথাচ ঐ যন্ত্রের প্রধান ক্রিয়া সম্পা-

নিত অর্থাৎ শুক্র উৎপাদন করিয়া থাকে। (Kirkes's physiology) ঐ শুক্র ক্রমে শুক্রথলিতে সংরত হয়, উহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলেও ক্রমে থলি পূর্ণ হইলে যদি স্বপ্নদোষ হইয়া এককালে অধিক পরিমাণ বহির্গত না হয়, অথবা মলত্যাগ কালে বেগ দিলে দৃশ্য ভাবে নির্গত না হইয়া, যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ অদৃশ্যভাবে মূত্রের সহিত অতি সামান্য পরিমাণ নির্গত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অবিরত মৃদুভাবে চলিতেছে এক মুহূর্ত্ত সম্পূর্ণ অচল নাই। যুবতীর ঐ প্রকার কোন কার্য্য সতত সাধিত হইতেছে না কিন্তু প্রতিমাসে স্ত্রীশক্তি নির্গমন কালে জননেন্দ্রিয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গর্ভাশয়ে রক্তাধিক্য হইয়া উহার ভিতরের শিরাদি হইতে শোণিতস্রাব হয় উহার ভিতরের শ্লৈষ্মিক পর্দ্দার কিয়দংশ ধ্বংস হইয়া রক্তের সহিত নির্গত হইয়া যায় ও তৎস্থানে নূতন চর্ম্ম উৎপন্ন হয়, স্ত্রীশক্তি শোণিতের সহিত মিলিত ভাবে বহির্গত হইয়া যায়। এই ক্রিয়ায় জননেন্দ্রিয় এত উত্তেজিত হয় যে তৎসংসৃষ্ট দূরস্থ স্তনগ্রন্থি ও উত্তেজিত এবং তথায় রক্তাধিক্য হওয়াতে আকার বৃদ্ধিও উহাতে বেদনা হয়। এই নৈসর্গিক ক্রিয়া প্রতিমাসেই যুবতী দেহে প্রকাশ পায়, সুতরাং নারীর জননেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সেবন কার্য্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত না করিলে কোনমতে বিকৃত বা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। এবং যুবতী জননেন্দ্রিয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য যে উত্তেজনার প্রয়োজন প্রকৃতি তাহার ব্যবস্থা পূর্ণাকারে করিয়া রাখিয়াছেন। এখন দেখা গেল পাক যন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় জননেন্দ্রিয় জীবন রক্ষার প্রধান যন্ত্র নহে, জননেন্দ্রিয়ের অভাবে অথবা উহাকে ইচ্ছার অধিনে পরিচালিত না করিয়া মনুষ্য অতি দীর্ঘকাল সুস্থশরীরে জীবিত থাকিতে পারে, আর ও দেখা গেল যে যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির পর, পুরুষের প্রতিনিয়ত জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতে থাকে, আর যুবতীর মাসান্তে জননেন্দ্রিয় পর্য্যাপ্তরূপ উত্তেজিত ও ক্রিয়াধিত

হইয়া থাকে। যে যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ নাই, তাহাকে ইচ্ছার অধিনে না চালাইলে কি জন্য বিকৃত বা নষ্ট হইবে? ইচ্ছার অধিনে সন্তান উৎপাদন জন্য ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইলে তাহাকে প্রকৃত রূপ ব্যবহার করা বলা যাইতে পারে, নচেৎ ক্ষণিক সুখের জন্য দেহ নষ্ট করা কোন রূপে যুক্তি সঙ্গত বলা যাইতে পারে না, এজন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ কামকে ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপু মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন।

পশু, পক্ষি, মৎস্য, পতঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ জীবের বৎসরান্তে বা তাদৃশ দীর্ঘকাল অন্তরে সন্তান উৎপাদনের সুযোগ উপস্থিত হয়। উহারা ঐ সুযোগে বারেক সহবাস করিলেই সন্তান জন্মে, কিন্তু প্রকৃতি নারীকে এই সুযোগ প্রতি মাসেই দিয়াছেন।* সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে ইতর জন্তু অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় সেবন প্রকৃতি-বাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। মনুষ্য প্রাণী শ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রকৃতি মনুষ্যের প্রতি অনেক বিষয়ে অনুকূল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে নারী, প্রথম ঋতুতে গর্ভবতী হইলে দশমাস গর্ভবতী থাকে, প্রসবের পর সন্তান দুই বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত স্তন দুগ্ধ পান করে। ঐ কাল-মধ্যে, অন্ততঃ প্রসবের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত যদি জননেন্দ্রিয়কে অযথা উত্তেজিত করা না হয়, তাহা হইলে পুনরায় রজোদয় হয় না। সুতরাং এক ঋতুর পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্গমের প্রয়োজন ও হয় না, এজন্য মনুষ্য যেমন মাসে২ সন্তান উৎপাদনের সুযোগ জন্য এক

---

* কেহ২ বলেন বন্য অবস্থায় মনুষ্যের দীর্ঘকাল অন্তর ঋতু হইত, সভ্যতা ও সামাজিকতানুসারে নারীর ঋতু, মাসিক ও অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে, নচেৎ স্তন্যপায়ী অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় নারীর ও সাময়িক ঋতু হইত। এখন পর্য্যন্ত মেরুসন্নিহিত দেশের যুবতীরা বৎসরে ২ কি ৩বার ঋতুমতী হইয়া থাকেন, লাপ্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীণলেণ্ডের যুবতীরা তিন মাস অন্তর ঋতুমতী হন (See British Medical Journal 10th March 1883, Page 448 also Herbert Spencer on Social Statics page 74) বন্য অবস্থায়, জন্তুগণ অল্পদিন দুগ্ধ দেয় কিন্তু পালিত হইলে দীর্ঘকাল দেয়।

দিকে ভাগ্যবান, অন্য দিকে আবার সেইরূপ অভাগা, যাহাহউক এবিষয়ে অধিক বলিবার স্থান অতি অল্প।

উক্ত সকল কারণ ব্যতীত "শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়" †।

যখন আমরা দেখি মানব মধ্যে একজাতি যাহারা মরুভূমিতে প্রচণ্ড তপন তাপে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, আবার অন্যজাতি মেরু-সন্নিহিত হিমানী বেষ্টিত স্থানে বসা ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে কালযাপন করিতেছে, কোথাও দেখি অসভ্য জাতি রৌদ্র, শিশির, হিম প্রভৃতিতে অনাবৃত দেহে বেশ দিন কাটাইতেছে, আবার সভ্য নামে একজাতি দুরন্ত শীতেও তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে, বধূনামে একজাতি ধাত্রী, পাচিকা, পরিচারিকা প্রভৃতির কার্য্য করিয়াও স্বচ্ছন্দে আছেন, আর বিবিনাম্নী একজাতির ঘর্ম্ম মুছাইতে লোক নিযুক্ত করিতে হয়; সাহেব দিবসে ষোড়শোপচারে, ৫। ৬ বার আহার করিয়া ও কাল কাটাইতেছেন, আর হিন্দুবিধবা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ব্যক্তি দিনান্তে একাহার করিয়াও স্বচ্ছন্দ শরীরে দিনপাত করিতেছেন। শ্রীরাম, হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডব প্রভৃতি মানবগণ একাধারে এক দিন দেববাঞ্ছিত রাজসিংহাসন সুশোভিত ও অন্যদিন বনে, শ্মশানে, পর গৃহে-দীনহীন তপস্বী, অনুগত দাসও নরাধম চণ্ডালের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও "শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়" এই মহাবাক্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি যখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় দৈহিক তাপ, পুষ্টিকর খাদ্য, শ্রম ইত্যাদির ইতর বিশেষেও প্রাণ রক্ষা হয়, তখন যে ইন্দ্রিয়-সেবনের পরিমাণ ইতর বিশেষ করিলে, তাহাতে যে পীড়া হইবে এরূপ কথাকথনই সম্ভবপর নহে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছার অধিনে পরিচালিত না করিলে দেহের বা উক্ত যন্ত্রের যে কোন হানি হয় না তাহার অনেক যুক্তি আছে। জীবনী বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ (১) ইহার অনুকূলে মত প্রকাশ

† Herbert spencer on Social Statics Pages 75 and 80.

(১) Physiology by W. S. Kirkes M. D. 8th Edn page

করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র ও এবিষয়ে বেশ সম্মতি দিয়াছেন (২) স্বাস্থ্য নীতি বিশারদ পণ্ডিতগণ

---

735. " The seminal fluid is, probably, after the period of Puberty, secreted constantly though, except under excitement, very slowly, in the tubules of the testicles. From these it passes along the vasa deferentia into the vesiculæ seminales, whence, if not expelled in emission, it may be discharged, as slowly as it enters them, either with the urine, which may remove minute quantities mingled with the mucous of the bladder and the secretion of the prostate, or from the urethra in the act of defecation."

স্থূলমর্ম্ম—সম্ভবতঃ যৌবন অবস্থার পর কামোত্তেজনা ব্যতিত অন্য সময় শুক্র মৃদুভাবে নিযত উৎপন্ন হয়, ইহা শুক্রথলিতে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এই স্থান হইতে যদি স্বপ্নদোষাদিতে একবারে নির্গত হইয়া নাযায, তাহা হইলে শুক্রথলি মধ্যে যেমন প্রবেশ করে, অমনি মূত্রত্যাগ কালে মূত্রের থলির শ্লেষ্মাব সহিত মিলিত ভাবে অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইযা যায, অথবা মলত্যাগ কালে বেগ দিলে মূত্রনালী হইতে নির্গত হইয়া যায়।

(২) Surgery by Thomas Bryant page 648. " The student should remember, however that the function of the testicle, like those of the mammary gland and uterus, may be suspended for a long period possibly for life ; and yet its structure may be sound and capable of being roused into activity" on any healthy stimulus. Uulike other glands, it does not waste or atrophy for want of use, Physical part of man's nature being accurately adapted to the necessities of his position and to his moral being

স্থূলমর্ম্ম—অণ্ডকোষের ক্রিয়া, স্তনগ্রন্থি ও গর্ভাশয়ের ক্রিয়ার ন্যায় দীর্ঘকাল সম্ভবতঃ আজীবন বন্ধ রাখিলেও উহার নির্ম্মাণ সুস্থ থাকে এবং তৎপরে কোন প্রকার

ইহাকে সুসাধ্য বলিয়াছেন (৩) রাজনীতি ও সমাজ নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে শুদ্ধ নিরাপদ বলেন নাই প্রত্যুত মঙ্গলময় বলিয়া গিয়াছেন, (৪) ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ ও ইহার নির্দোষতার বিষয় অবগত ছিলেন ।(৫) বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণও ইহার অনুকূলে মত প্রকাশ

স্বাভাবিক উত্তেজনা প্রযুক্ত হইলে পূর্ণাকারে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহা অব্যবহারে অকর্ম্মণ্য বা নষ্ট হইয়া যায় না, কারণ ঠিক অবস্থা ও মানসিক ভাব অনুসারেই মনুষ্যের দৈহিক ভাব গঠিত হইয়াছে।

(৩) Practical Hygiene by E. A. Parks 3rd Edn Page 497.

" It has been supposed by some that in Early manhood, continence is impossible or if practiced, is so at the risk of other habits being formed, which are more hurtful than Sexual intercourse with all its danger But this is surely an exaggeration ; the development of this passion can be accelerated or delayed excited or lowered by various measurs, and continence becomes not only possible but easy "

মূলমর্ম্ম—কেহ২ বিবেচনা করেন যে, তরুণ যৌবনে ইন্দ্রিয়সংযম করা অসম্ভব অথবা যদি এবিষয়ে চেষ্টা করাযায় তাহা হইলে, এমন কতকগুলি কদভ্যাস জন্মে যাহা ইন্দ্রিয়সেবন ও উহার যাবতীয় কুফল অপেক্ষা অনিষ্ট কর, এই বিবেচনা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। নানাপ্রকার উপায়ে কামরিপুর প্রভাব বর্দ্ধিত, উত্তেজিত,খর্ব্ব ও বিলম্বে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, এজন্য সংযমন যে কেবল সম্ভব এমন নহে ইহা অত্যন্ত সহজ।

(৪) চাণক্য—সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় দমন, আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন, এইরূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান, যে পথে হইবে ইচ্ছা করহ প্রয়াণ।

(৫) মনু—পুরুষের ৩০ বৎসর বয়সকে বিবাহের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১৫। ১৬ বৎসরে পুরুষের যৌবন উপস্থিত হয়, যদি দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সেবনের অভাবে কোন প্রকার অনিষ্ট বা ব্যাধি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিত, যদি তাহাতে জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে মহামতি মনু কি এ প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, ৩০ বৎসরে বিবাহ করিলে ১৪। ১৫ বৎসর কাল জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন।

করিয়া থাকেন (৬) রাজশাসনের বিধি এ বিষয়ের অনুকূল (৭)

আমরা ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে জনসাধারণকে মনোযোগী হইবার জন্য উপরোক্ত নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, যাহারা জীবনের মহত্তব্রত পালন করিতে বিবাহ বা ইন্দ্রিয়সেবনের কিছুমাত্র সুযোগ পাইবেন না, অথবা যাহারা বিদ্যালোচনা বা কোন কর্ত্তব্য সাধন জন্য আজীবন অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিবাহ বা ইন্দ্রিয়সেবন করিতে সুযোগ পাইবেন না, কিম্বা যাহাদের অর্থ সমাজ বংশ, পীড়া, অবস্থা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সেবন বা বিবাহের অন্তরায় হইবে, তাহারা নিরুৎবেগে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এমন কি আজীবন ইন্দ্রিয়সেবন ব্যতীত নিরাপদে কাল কাটাইতে পারিবেন। ফলতঃ বিবাহিত ও বৈজ্ঞানিক বয়ঃপ্রাপ্ত নবনারীকে বৈধভাবে ইন্দ্রিয়সেবন

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন সাধ্বী বিধবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিলে পুত্র ব্যতীত স্বর্গে যাইতে পারেন, যদি আজীবন জননেন্দ্রিয় পরিচালিত না হইলে তাহাতে ব্যাধি জন্মিত, তবে বহুদর্শী সুবিজ্ঞ মনু কেন ও প্রকার ব্যবস্থা দিয়া যাইবেন ?

(৬) কোন এক সুবিজ্ঞ বহুদর্শী সিভিল সার্জ্জনকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন '৩০ বৎসর পর্য্যন্ত একবারে ইন্দ্রিয় সেবন ক্ষান্ত রাখিয়া কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন বা জননেন্দ্রিয় বিকৃত হয় নাই ইহা তিনি দেখিয়াছেন, আর জননেন্দ্রিয় ইচ্ছার অধীনে না চালাইলেও নৈসর্গিক ক্রিয়া বন্ধ থাকে না, এজন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না ও দীর্ঘকাল অব্যবহারে জননেন্দ্রিয় নষ্ট বা বিকৃত হয় না।'

(৭) কারাগারে বন্দিগণ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকে, বসন ভূষণ, শয়ন ইত্যাদি বিশেষ প্রকার কদর্য্য হইলেও তাহাদের আহার, পরিষ্কৃতি, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সভ্য রাজার বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এমন কি তাহাদের স্বাস্থ্য মন্দ হইতেছে কি না পরীক্ষা করিতে তাহাদের দেহ মধ্যে২ ওজন করা হইয়া থাকে, যদি ইন্দ্রিয়সেবনের অভাব বশতঃ তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে রাজশাসনে, এতদীর্ঘকাল কারাদণ্ড ব্যবস্থা থাকিত না, অথবা বন্দি অবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবনের কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা থাকিত। বস্তুতঃ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে অবস্থান করিয়া, ইন্দ্রিয়সেবনের অভাব বশতঃ কাহারও স্বাস্থ্য নষ্ট বা পীড়া উৎপন্ন হইতে কখন দেখা যায় নাই।

ও সন্তান উৎপাদন কার্য্যে বিরত বা ঔদাসিন্য থাকিতে আমরা কোন মতে উপদেশ দিই না, এবিষয় এই পুস্তকের যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে।

উপসংহার কালে " সোসিয়েল সায়েন্স " ও নারীদেহ তত্ত্বে উক্ত " ইন্দ্রিয়সেবনে দীর্ঘকাল বিরত থাকায় স্বপ্নদোষ পীড়ায় মরিয়া যাওয়া বিষয়ে " আমাদের বক্তব্য যে ইহা নিত্যপরীক্ষিত সত্য ও বিজ্ঞান সম্মত নহে।* ইহা সত্য হইলে মনুষ্য, জীবশ্রেষ্ঠ নাম প্রাপ্ত ও

---

* Bryant's Surgery Page 649 " Nucturnal emissions may be too frequent, but if associated with sexual feeling they are natural."

Trousseau's clinical Lectures Vol 3rd. Page 445

"The pollution which spontaneously occur in persons who are too continent, supervene during sleep under the influence of lascivious dreams accompnied by erection and a high degree of venereal orgasm, do not generally come within the province of the Physician, inasmuch as they generally indicate an excess of health and vigour, rather than a state of feebleness and disease. The individuals who have these emissions usually experience on awaking a general feeling of comfort succeeding to the uneasy sensations by which they had often been previously tormented: they feel themselves freer, more buoyant in spirits and more at their ease. they are in the position of persons who have satisfied a physical want. I ought, however, to remark, that nocturnal pollutions in chaste person in good health occur much less frequently than is commonly believed. A very vigorous man may entirely abstain from women for months without having nocturnal pollutions;

প্রাণীরাজ্যের রাজার মত উৎকৃষ্ট অধিকার কদাচ গ্রহণ করিতে পারিতনা, যদি এই ক্ষণেই ইহা সত্য হয় তাহা হইলে স্বপ্নদোষ মড়ক নামে এক প্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি যমের প্রধান প্রতিনিধি হইয়া দেখিতে২ পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক নিপাত করিয়া ফেলে, এবং এই অভূতপূর্ব্ব সাংঘাতিক ব্যাধি চিকিৎসা গ্রন্থের শিরোদেশে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রিয় সংযমন।

প্রায় সমুদয় মনুষ্যেরই কামরিপু অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ যত্ন করিয়া এই রিপুকে আয়ত্ব করিতে না পারিলে নানা প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। হীনবুদ্ধি পতঙ্গাদি যেরূপ আলোকে মুগ্ধ হইয়া মৃত্যু সাক্ষাতে বিদ্যমান জানিয়াও অনলে প্রবিষ্ট হয়, কাম রিপুকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে ঠিক সেইরূপ আপদ বিপদ সম্মুখে বিদ্যমান দেখিয়াও অনেকে প্রিয়তম প্রাণ ও বহুমূল্য স্বাস্থ্য মদনযজ্ঞে আহুতি দেন। এই সকল ব্যক্তি রিপু চরিতার্থ করিতে আসন্ন বিপদ ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর নিকটবর্ত্তি হইলেও তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনা। কেহ২ এরূপ বিবেচনা করেন যে নবযৌবনে ইন্দ্রিয় সংযত করা অসম্ভব এবং যদিও নানাপ্রকার উপায়ে তাহাকে সংযত করা যায় তাহা হইলে তদ্বিনিময়ে এমন কতকগুলি কদভ্যাস হয় যে তাহারা ইন্দ্রিয়সেবন অপেক্ষা বহুগুণে বিপদজনক, কিন্তু এরূপ

---

and speaking generally, they ought to be of rare occurrence, excepting perhaps during the first years of manhood."

স্থূলমর্ম্ম—সঙ্গমবিমুখ ব্যক্তিগণের নিদ্রাকালে সঙ্গম বিষয়ক স্বপ্ন ও প্রবল লিঙ্গোদ্রেক সহিত যে শুক্রপাত হয়, তাহাকে ব্যধি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না, কারণ এরূপ অবস্থা স্বাস্থ্যের পূর্ণতা ও শক্তির প্রাচুর্য্য পরিচায়ক। এইরূপ ব্যক্তি স্বপ্নদোষের পরদিন প্রাতে জাগরিত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কারণ এইরূপ ব্যক্তি সঙ্গমবিমুখতা জন্য প্রাকৃতিক অভাব মোচনের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইত্যাদি।

বিবেচনার অধিকাংশই নিশ্চয় কাল্পনিক, কারণ বহুবিধ উপায়ে অনায়াসেই কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব ও উদয়ের কালবিলম্ব করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় সংযমন কি যৌবন কি প্রৌঢ় কোন সময়েই অনায়ত্ত নহে বরং অতি সহজেই সুসাধন করা যায় ইহা নিত্যপরীক্ষিত সত্য। কেহ২ বলেন চক্ষু, কর্ণ, পাকযন্ত্র হস্তপদ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার না করিলে যেরূপ তাহারা বিকল ও নষ্ট হইয়া যায় জননেন্দ্রিয়ও সেই প্রকার, দীর্ঘকাল পরিচালন না করিলে অথবা জোর করিয়া কামরিপুর প্রভাব দমন করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে, জননেন্দ্রিয় একেবারে বিকল ও নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার বিবেচনা নিশ্চয়ই কাল্পনিক, জগদীশ্বর মনুষ্য জাতিকে জীবশ্রেষ্ঠপদের গৌরব রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয় এরূপভাবে নির্ম্মিত করিয়াছেন, যে আজীবন ব্যবহার না করিলে তাহাদের ক্রিয়া ও নির্ম্মাণগত অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় না। যখন আমরা দেখি অকপট যোগী আজীবন ইন্দ্রিয় সেবন না করাতেও তাহার স্বাস্থ্যের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, চিরব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী সতী আর্য্যবিধবা আজীবন ইন্দ্রিয়সেবন না করিয়া কোন প্রকার পীড়িত হন না, যখন দেখি রাজকারাগারের বন্দিগণ ১০। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত আদৌ ইন্দ্রিয় সেবন না করিয়া জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও নিৰ্ম্মাণগত কোন বৈলক্ষণ্য অনুভব করে না, ও তজ্জন্য তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্যেরও কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তখন আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে জননেন্দ্রিয় পরিচালন ইচ্ছার অধীনে রাখিলে তাহাতে কদাচ কোন পীড়া বা অনিষ্ট উৎপন্ন হয় না। যাহাহউক ইন্দ্রিয়সংযমন করিবার কয়েকটি উপায় আমরা এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছি, ১ম—ধর্ম্ম শিক্ষা, ২য়—নীতিশিক্ষা, ৩য়—কামোদ্দীপক চিন্তা হইতে বিরত থাকা, ৪র্থ—প্রলোভন ও উপভোগের দ্রব্য হইতে অন্তরে থাকা, ৫ম—পরিমিত রূপ মানসিক ও দৈহিক শ্রমে রত থাকা, ৬ষ্ঠ—মাদক সেবন হইতে বিরত থাকা, ৭ম—অসৎসঙ্গ ত্যাগ

ও নিত্য সাধুসঙ্গে অবস্থান করা, এই কয়টি সামান্য উপায়ে কামরিপুর প্রভাব বিশেষ প্রকারে খর্ব্ব করা যাইতে পারে।

১। ধর্ম্মশিক্ষা—পূর্ব্বকালে ভারতে 'পরস্ত্রীকে জননী সমজ্ঞান' আপদের পথ, ইন্দ্রিয়ের অদমন, সম্পদের পথ হয়, ইন্দ্রিয় দমন, ইত্যাদি মহাবাক্য প্রত্যেক পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত। লোক এত সতর্ক ও গোপন ভাবে ইন্দ্রিয় সেবন করিতেন যে সমাজে ইন্দ্রিয় সেবন পদ্ধতি প্রচলিত আছে কি না তাহা ১৭। ১৮ বৎসরের যুবক ও ১৩। ১৪ বৎসরের যুবতী পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিতেন। যাহা হউক ধর্ম্ম শিক্ষায় কি প্রকারে কাম রিপুর প্রভাব খর্ব্ব হয় তাহা আলোচনা করা যাইতেছে, আমাদের মন একটি নমনীয় বস্তু যে দিকে ফিরান যায় সেই দিকেই নত হয়, যত্ন, চেষ্টা ইত্যাদি দ্বারা মনকে অনায়াসেই ইচ্ছামত নত করা যায়। ধর্ম্ম মনের একটি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি, আর ইন্দ্রিয়সেবন প্রবর্ত্তক কাম রিপুর প্রভাব একটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, যত্ন করিয়া মনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলিকে প্রবল করিতে পারিলে নিকৃষ্ট গুলি আপনা হইতে খর্ব্ব হইয়া যায়. এককালে মন মধ্যে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় প্রবৃত্তি সমান ভাবে আধিপত্য করিতে পারে না, আর নিকৃষ্ট গুলি প্রবল হইলে উৎকৃষ্ট গুলি ঠিক ঐ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া যায়। এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলে এই বিষয় বিশেষ প্রকারে বোধগম্য করিতে পারিলে শুদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম মনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ধর্ম্মানুশীলনে মনুষ্য যে নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারেন আর ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ক্ষণিক ইহা একবার বুঝিতে পারিলে স্বতঃ ইন্দ্রিয়সেবন প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া কাম রিপুর প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়। যুক্তিদ্বারা এবিষয় প্রমাণ করিবার অনেক উপকরণ আছে, কিন্তু এস্থলে চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষের নবযুবতি ভার্য্যা ত্যাগ বিষয় উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন যে কুপ্রবৃত্তির দিকেই মন অধিক আকৃষ্ট হয়, ইহা মনের স্বাভাবিক গতি কিন্তু আমরা বলি

মন নিশ্চয়ই নমনীয় বস্তু, যত্ন ও সাধনা দ্বারা মনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে প্রবল করা যাইতে পারে? অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই, সাধনার নিকট সকলেই নত শির। একবার মনের গতি উর্দ্ধগামী হইলে, একবার নিত্যসুখের আস্বাদ অনুভব করিতে পারিলে মুহূর্ত্ত জন্য পারিজাত পুষ্পের ঘ্রাণ পাইলে সামান্য ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রলোভনে মন কদাচ পথ ভ্রষ্ট হয় না। ভারতে নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও সকল ধর্ম্মের মূল উপদেশে ইন্দ্রিয়সেবনকে নরকবৎ ঘৃণা করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ যে মুক্তিলাভের অধিকারী নহে, ইহারও স্পষ্টরূপ উক্ত আছে। যাহা হউক ধর্ম্ম শিক্ষাদ্বারা নিশ্চয়ই কাম রিপুর প্রভাব খর্ব্ব করা যাইতে পারে।

২। নীতিশিক্ষা—মনুষ্যজাতির নৈতিক উন্নতি পরম আদরের সামগ্রী, নীতির উন্নতি হয় ইহা সকল প্রকার শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুষ্য পশ্বাদি জন্তু হইতে যে এত উন্নত নৈতিক বলই তাহার প্রধান বল, যে সমাজে নৈতিক বল নাই যে জাতি নীতির আদর করে না তাহারা চিরকালই পৃথিবীতে ইতরজন্তুর ন্যায় হেয় থাকিবে। তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ সকল বিষয়ই পশ্বাদি ইতর জন্তুর সমীপে স্থান পাইবে। প্রাচীন ভারতে নীতির বল বহুল পরিমাণে দেখাযায়, আর্য্যজাতি যে বলে জগতকে একদিন কম্পিত, শিক্ষিত ও মোহিত করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি নীতি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। সূর্য্যকুলতিলক রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন, ভীষ্মদেব আজীবন জিতেন্দ্রিয় থাকেন, অর্জ্জুন উত্তরাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হন, এবং ইন্দ্রপ্রেরিত অপ্সরা কুলমণি উর্ব্বসী সহবাসে অসম্মত হন ইত্যাদি। বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান দুর্গতির যে সকল কারণ আছে নৈতিক অবনতি যে একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন না এদেশে নীতির উন্নতি হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দুর্গতি কদাচ দূর হইবে না। নীতিশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি দ্বারা কামরিপুর অধিকার খর্ব্ব হয়, ইহার অধিকারের সীমা আবদ্ধ হয়, আক্রমণের বৈধতা রক্ষা হয়। নীতি ও ধর্ম্ম মনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এই

উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলি যে পরিমাণে প্রবল হইবে, কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া নশ্বর মানবকে অমরসুখে অধিকারী করিবে। পর্য্যাপ্তরূপ নীতিশিক্ষা ও নীতির উন্নতি করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকা কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়।

৩। কামোদ্দীপক চিন্তা হইতে বিরত থাকা।

আজ কাল কামরিপুর প্রাদুর্ভাবের যত কারণ আছে, তন্মধ্যে হাটে মাঠে, ঘাটে বাজারে সর্ব্বস্থানে কুলটার পসার বিস্তার, কেতাবের দোকানে কালিদাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবির মনরস, নাটক রূপে তরল হইয়া কোথাও বঙ্গপ্লাবিত করিতে চাহিতেছে, কোনং স্থানে রস বিকৃত হইয়া অহরহ বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীরিত করিতেছে, এই সকল বিষাক্তবনে অসংখ্য বঙ্গবাসীর অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত হইতেছে। আদিরস ভিন্ন আর রস নাই, থাকিলেও তাহা আদিরসের তলায় পড়িয়া আছে। বর্ণ পরিচয় হইতেই আদিরস পাঠ এইটি বাঙ্গালী জাতির কামোদ্দীপনার মূল হেতু। আবার আজকাল বিকৃত রসপূর্ণ নাটকাদি নাট্যশালায় অভিনীত হইতেছে। সেকেলে রাধাকৃষ্ণ বিলাসাদি দুগ্ধপোষ্য বালকের আবভাবে লোকের তত্টা মন বিকৃত হইত না, কিন্তু আজ কাল নাট্যশালায় নবযুবকযুবতীর আদিরস বিষয়ক অভিনয় দৃশ্যে মৃতদেহও সম্মোহন প্রভাবে জর্জ্জরিত হয়। কামোদ্দীপক চিন্তা হইতে বিরত থাকিলে যে, নিশ্চয়ই কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব হয়, এই কথার প্রমাণ এই যে কুলটা পালিত বালিকারা অতি অল্প বয়স হইতেই মহারথী হয়, আর পল্লীগ্রামের কুলবালারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ঠিক বালিকার মত চালচলনে থাকে।

কামরিপুর একটি নাম মনসিজ, চিন্তা দ্বারাই ইহার প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, সকলেই জানেন কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে অথবা সৎসঙ্গে অবস্থান কালে কামরিপুর কিছুমাত্র প্রভাব থাকে না, আর ঐ বিষয়ের চিন্তা করিলে ও উপভোগের উপকরণের মধ্যে বিচরণ করিলে উহার প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। কামোদ্দীপক চিন্তা হইতে বিরত থাকিলে যে কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব হয় ইহা পরীক্ষিত বিষয়।

৪। প্রলোভনের বস্তু হইতে অন্তরে থাকা—মনুষ্যের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, মানব কতও জ্ঞানী হউন না কেন, মনকে নিত্য আয়ত্ত রাখিতে সক্ষম হন না, জ্ঞান, বিদ্যা ও শিক্ষাবলে যত কেন বলবান হউন্ না কেন রিপুর প্রভাব সর্ব্বদা দমন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বাল্যকালে পুত্রের বিবাহ দেন, বধূ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, যত সতর্কে থাকুন না কেন পুত্রের সর্ব্বনাশ নিশ্চয়ই হইবে। সুবিজ্ঞ চাণক্য এবিষয়ে কি বলিয়াছেন এক-বার স্মরণ করুন "ঘৃতকুম্ভসমান যুবতী নারী জন, জলন্ত আঙ্গার সম পুরুষ তেমন, সেই হেতু ঘৃত আর বহ্নি এক স্থান, না রাখিবে, রাখিলে প্রমাদ বিদ্যমান।" বিবাহিত সচ্চরিত্র দম্পতিযুগল অন্তরে থাকিলে তাহা-দের দেহে কামরিপুর প্রভাব যত প্রকাশ পায়, একত্রে থাকিলে তাহার সম্ভাবনা কোথা? সহরে কুলটা অনেক, দুশ্চরিত্রও অনেক, পল্লিগ্রামে কুলটা নাই দুশ্চরিত্রও নাই, যাহাহউক প্রলোভনের দ্রব্য বিদ্যমানে কামরিপুর প্রভাব বর্দ্ধিত ও উহার অবর্ত্তমানে খর্ব্ব হইয়া থাকে।

৫। পরিমিতরূপ দৈহিক ও মানসিক শ্রমে রত থাকা—প্রকৃষ্টরূপ মানসিক শ্রমে রত থাকিলে কামরিপুর প্রভাব যে খর্ব্ব হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, অভিনিবেশপূর্ব্বক মানসিক শ্রমে রত থাকিলে কামরিপুত দূরের কথা ক্ষুধাতৃষ্ণাদি প্রকৃতির অবশ্যপ্রতিপাল্য অভাব পূরণ না করিলেও কোন কষ্ট হয় না, এই মানসিক শ্রম অপেক্ষা আবার দৈহিক শ্রমে কামরিপুর প্রভাব বিলক্ষণ খর্ব্ব হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন প্রকৃষ্টরূপ দৈহিক শ্রম করিলে তৎকালে আরাধনা করিলেও কামরিপুর প্রভাব দেহমধ্যে স্থান পায় না। যাহাদিগকে পেটের দায়ে কঠোর শ্রম করিতে হয় তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অত্যাচারী একবারে নাই বলি-লেই হয়। শরীরের বলবীর্য্য শ্রমাদিতে ব্যয়িত হইয়া গেলে, কামরিপুর চিত্তরঞ্জন করিবার উপকরণ কিছুই থাকে না, সুতরাং কামরিপুর প্রভাবও প্রকাশিত হয় না। বিধবাগণের মধ্যে যাহাদিগকে কঠোর শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, নারীগণের মধ্যে যাহাদিগকে নিত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারিণী ও অত্যাচারিণী নাই বলি-লেই হয়। প্রকৃষ্টরূপ দৈহিক ও মানসিক শ্রমে যে কামরিপুর প্রভাব এক-

বাস্নে তিরোহিত বা খর্ব্ব হয় ইহা আমাদের কল্পিত কথা নহে, আমরা ইহা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়াছি। পরিমিতরূপে শ্রমে নিযুক্ত থাকিলে কামরিপুকে যেরূপ নিশ্চিতরূপে দমন করা যায়, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ নহে। ইন্দ্রিয় সংযমনার্থে শ্রম আমাদের একটি প্রধান উপকরণ। কেনা জানে, আমাদের দেশে বিলাসিতা ও শ্রমবিমুখতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, আর যেসকল ব্যক্তির মধ্যে শ্রমের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তথায় কামরিপুর প্রাদুর্ভাব ঠিক সেই পরিমাণে অধিক।

৬। মাদক সেবন হইতে বিরত থাকা—আমাদের মনে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার প্রবৃত্তি নিত্য বিরাজ করিতেছে, বিবেকবলে আমরা অসৎগুলিকে দমন ও সৎগুলির বশবর্ত্তী হই, পাগলের মনে ও ঐ প্রকার সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি উপস্থিত রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে তাহারা অসৎগুলিকে আবশ্যকমত দমন করিতে পারে না, মাদক সেবনেও ঠিক দেহ হইতে বিবেকশক্তি অন্তরিত হয়, এই বিবেকশক্তিই সমুদায় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বদা দমনে রাখে, কিন্তু মাদক সেবন করিলে এই বিবেকশক্তি নষ্ট হয়, বিবেকশক্তি নষ্ট হইলে মনুষ্য ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না, সকলেই জানেন পশুর দেহে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি অধিক প্রবল, সুতরাং মাদকপ্রভাবে মনুষ্য পশুর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তৎকালে তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি যে প্রবল হইয়া তাহাকে দ্বিপদ পশু করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? অতএব কামরিপু আদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে দমনে রাখিতে বিবেকশক্তির নিত্য বলবর্দ্ধন করা চাই, তজ্জন্যই মাদক সেবন হইতে বিরত থাকা আবশ্যক।

৭। অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও নিত্য সাধুসঙ্গে অবস্থান—মনুষ্যের চরিত্র কলঙ্কিত হইবার যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে অসৎসঙ্গই একটি প্রধান। মনুষ্য স্বভাবতঃ অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। কোন বিষয়, ব্যক্তিবিশেষের অপ্রীতিকর হইলেও তাহা কিছুদিন পর্য্যন্ত দেখিতে২ ক্রমে প্রিয় হইয়া উঠে, অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কিছুই নাই, অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মনুষ্যের চিরবৈরী আর কিছুই নাই, অসৎসঙ্গেই অধিকাংশ লোকের সর্ব্বনাশ হয়, অসৎসঙ্গে অসৎচিন্তা নিত্য মনমধ্যে উদিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের মন অত্যন্ত নমনীয়, যেদিকে নত করা যায় সেই দিকেই সহজে নত হয় এইজন্য কুপ্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইলে উৎকৃষ্টগুলি একবারে খর্ব্ব হইয়া যায়। যেরূপ রাশীপ্রমাণ দুগ্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিন্দুমাত্র গোমূত্রে বিকৃত হয়, সেইরূপ মানবের ভূরীং গুণ অতি স্বল্পকালে বা সামান্যরূপ অসৎসংসর্গে নষ্ট হইয়া যায়। সৎসঙ্গ ইহার বিপরীত। অঙ্গারের মলিন স্বভাব কদাচ অন্তরিত হয় না, কিন্তু ইহা যতক্ষণ মহৎ (অগ্নি) সংসর্গে থাকে ততক্ষণ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হয়। সাধুসঙ্গে মনের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিই প্রবল হয় আর উৎকৃষ্টগুলি প্রবল হইলে স্বাভাবিক গুণে নিকৃষ্টগুলি নিশ্চয়ই খর্ব্ব হয়। অতএব অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সাধুসঙ্গে নিত্য অবস্থানে কামরিপুর প্রভাব খর্ব্ব করাযায়।

৮। বিলাসিতা পরিহার—বিলাসিতাতেই কামরিপুর প্রাদুর্ভাব অধিক, বিলাসী মাত্রেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও কামাতুর হয়, যে স্থলে বিলাসিতার আধিপত্য নাই, তথায় কামরিপুও যদৃচ্ছা স্থান প্রাপ্তহয় না, অর্থ থাকিলেই বিলাসী হইতে হইবে এরূপ আশা করা অন্যায়। বিলাসিতাতে যে কেবল কামরিপুর প্রাদুর্ভাব অধিক এরূপ নহে, বিলাসিতার সহিত স্বাস্থ্যের বৈরীভাব, বিলাসী স্বাস্থ্যসুখভোগের কদাচ অধিকারী হইতে পারে না। যাহাহউক বিলাসিতা পরিহার করা কামরিপুর প্রাদুর্ভাব খর্ব্ব করিবার ও অপ্রবল উপায় নহে।

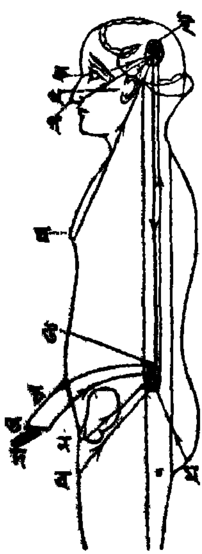
—ঃ—

সঙ্গম ও জননশক্তি হীনতা।

মানবজাতির উপভোগ্য বস্তুর মধ্যে সঙ্গমসুখ একটী প্রধান ভোগ। কোনং ব্যক্তি আবার ইহাতে এতদূর আসক্ত যে সঙ্গমশক্তির কিছুমাত্র খর্ব্বতা বিষয়ে সন্দেহ হইলেই একেবারে অধীর হইয়া থাকে, এমন কি কেহং এতদূর হতাশ হয় যে তদবস্থায় একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় হইয়া যায়। সঙ্গমক্রিয়া দেহ ও মন উর্ভয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যসাপেক্ষ, দৈহিক যন্ত্রবিশেষ অর্থাৎ বাহ্যজননেন্দ্রিয় পূর্ণাঙ্গ ও কার্য্যক্ষম থাকিলেও যদি মন নিস্তেজ থাকে অথবা জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গমশক্তির অস্তিত্ববিষয়ে

সঙ্কোচ, বিরক্তি, ভীরুতা, কুসংস্কার ইত্যাদি কোন কারণে মন নিস্তেজ থাকে তাহাহইলে সঙ্গমশক্তি নষ্ট হইয়া সঙ্গমক্রিয়া সাধিত হইতে পারে না। এইজন্য ধ্বজভঙ্গ বা সঙ্গমশক্তির অভাব মস্তিষ্ক ও দেহঘটিত নানাপ্রকার কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। মস্তিষ্কগত কারণ মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার নানাপ্রকার পীড়া, পক্ষাঘাত ইত্যাদি। দৈহিক কারণ মধ্যে অপক্ক বা অতিবৃদ্ধ বয়স, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের অভাব, বিকৃতি বা কোরণ্ডাদি নানাপ্রকার পীড়া। সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, অতি-রতি, অপক্কাবস্থায় রতি ও হস্তমৈথুনাদিতে জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। সঙ্গমশক্তির প্রভাবাদি সুচারুরূপে বোধগম্য করিতে সম্মোহন প্রভাবসঞ্চারক যন্ত্রাদির বিষয় ও উহাদের ক্রিয়াকলাপ অবগত হওয়া আবশ্যক, এজন্য এস্থলে উক্ত বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা করা যাইতেছে।

৬ষ্ঠ চিত্র। সম্মোহন প্রভাবসঞ্চারক যন্ত্রসকল।



(ই) মস্তিষ্কের সঙ্গমকেন্দ্র, (উ) পৃষ্ঠমজ্জার সঙ্গমকেন্দ্র, (ক) দর্শনেন্দ্রিয়, (খ) শ্রবণেন্দ্রিয়, (গ) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, (ঘ) দেহের সমুদায় স্থানের ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয় ও স্তনগ্রন্থিহইতে চালিত পথ, (চ) নার্ভাইইরিজেনটিস্ অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশের সঙ্গমকেন্দ্র হইতে জননেন্দ্রিয়ের ধমনীতে চালিত স্নায়ুপথ, (ত) জননেন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধক স্নায়ু, (দ) জেনিটেল আর্টরি বা জননেন্দ্রিয়ের ধমনীর কিয়দংশ, (ন) প্রষ্টেট গ্রন্থি ও মূত্রাশয়ের স্পর্শবোধক স্নায়ু, (ব) অন্ত্রের শেষাংশ ও মলদ্বারের নিকটস্থ স্থানসকলের স্পর্শবোধক স্নায়ু, (ম) বস্তিদেশের স্পর্শবোধক স্নায়ু।

সম্মোহনপ্রভাব কিরূপে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠমজ্জাস্থ জননকেন্দ্রে গমনাগমন

করে, কি প্রকারে দেহের নানাস্থান হইতেও দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে সম্মোহনপ্রভাব মস্তিষ্কের, জননকেন্দ্রে পরিচালিত হয় তাহা তীরদ্বারা দেখান গিয়াছে। পৃষ্ঠমজ্জার জননকেন্দ্র হইতে সম্মোহন-প্রভাব স্নায়ুপথে পরিচালিত হইয়া জননেন্দ্রিয়ের ধমনীতে উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে রক্তপূর্ণ করে তাহা চ, স্থানে তীরদ্বারা দেখান গিয়াছে।

আমাদের দেহে সম্মোহনপ্রভাব, সঞ্চারণকালে উহা দুইটী স্নায়ু-কেন্দ্রের অধিন থাকে। ১ম, ইন্দ্রিয় চরিতার্থের ইচ্ছা, আসক্তি ও সুখানুভব মস্তিষ্কীয় কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাই সঙ্গম কার্য্যের প্রবর্ত্তক। (৬ষ্ঠ চিত্র ই)।

২য়, যে বিশেষ শক্তি প্রভাবে জননেন্দ্রিয উত্তেজিত, উন্নত ও বৃহৎ হইয়া সঙ্গমোপযোগী হয়, সেই শক্তি মেরুমর্জ্জা বা পৃষ্ঠবংশের মধ্যস্থ লম্ব-মর্জ্জা হইতে উৎপন্ন হয়। এই শক্তি প্রভাবেই ইন্দ্রিয়সেবন কার্য্য সুচারু-রূপে সাধিত হয়। (৬ষ্ঠ চিত্র উ)

দেহেব ভিন্ন২ স্থানে অবস্থিত এই দুইটী যন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করিতে পারে। অর্থাৎ ইহাদেব মধ্যে কোন একটী উত্তেজিত হইলে স্ববলে অন্য কেন্দ্র উত্তেজিত করিতে পারে, যথা কেবল পৃষ্ঠমজ্জার স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হইলে, তাহাতে যে কেবল মাত্র জননেন্দ্রিয়, উত্তেজিত উন্নত ও বৃহৎ হইবে এরূপ নহে, তদ্ব্যতীত উহার প্রভাব স্নায়ুপথে মস্তিষ্কীয় কেন্দ্রে উপনীত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করে এবং সেই কারণে সঙ্গমইচ্ছা ও সুখানুভব উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপ আবার কেবলমাত্র মস্তিষ্কীয় স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হইলে কেবল যে ইন্দ্রিয়সেবন ইচ্ছা ও সঙ্গমসুখ উৎপন্ন হয় এমন নহে, উহার প্রভাব স্নায়ুপথে লম্ব-মজ্জার কেন্দ্রে উপনীত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করে, তাহাতে জননে-ন্দ্রিয় উন্নত, উত্তেজিত ও বৃহৎ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে উক্ত দুইটী কেন্দ্র স্বস্ব প্রধান ও দেহের ভিন্ন২ স্থানে অবস্থিত এবং ভিন্ন২ শক্তি-বিশিষ্ট হইলেও পরস্পর এরূপ ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ যে দুইটীকে একটী যন্ত্র বলিলেও অধিক হয় না।

কর্ত্তনদ্বারা মস্তিষ্কীয় ও পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুকেন্দ্রদ্বয়েব সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিলে

দেখা যায় যে, তৎকালে মস্তিষ্কীয় স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়সেবন ইচ্ছা, আসক্তি ও সুখানুভব সমুদিত হয়, আর লম্বমজ্জার স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত করিলে, (স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইহাবা নিজ২ ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারে।

পুরুষের জননেন্দ্রিয় সম্মোহনপ্রভাবে উত্তেজিত উন্নত ও বৃহৎ হইবার দুইটী কারণ আছে, ১ম পুংলিঙ্গের গঠন এরূপ রন্ধ্রময় ও প্রসারণশীল যে ঐ সকল যন্ত্র প্রয়োজনমত প্রসারিত হইয়া রক্তপূর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ স্থানে অধিক পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হইয়া রক্তনালী সকল পূর্ণ হয়, এই কারণে জননেন্দ্রিয় বৃহৎ ও দৃঢ় হয়। অধিকন্তু, ঐ স্থানহইতে যেসকল শিবা শৈরিক বক্ত বহন কবে তাহাদেব ক্রিয়া তৎকালে মৃদু হয়, এজন্য পুংলিঙ্গে পরিচালিত বক্ত শীঘ্র ফিবিয়া যাইতে না পারায় ঐ স্থানের দৃঢ়তা ও আয়তন ক্ষুদ্র হইতে পাবে না। এই দুইটী ক্রিয়া অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ও সঞ্চালিত বক্তেব প্রত্যাবর্ত্তন স্নায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল স্নায়ুব কথা বলা যাইতেছে। আমাদেব গ্রীবাদেশ বা মস্তকেব মূলহইতে কটিদেশেব নিম্নপর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড বিস্তৃত এই দণ্ড কতকগুলি ক্ষুদ্র২ অস্থিদ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে গ্রীবাদেশে ৭, পৃষ্ঠদেশে ১২, ও কটিদেশে ৫ খানি অস্থি আছে ইহার নীচেও কয়েকখানি অস্থি ২টী প্রধান অস্থিতে মিলিত হইয়া এই দণ্ডের নিম্ন অংশ নির্ম্মাণ কবে। যাহাহউক এই পৃষ্ঠবংশেব বা পিঠেব শিবদাঁড়ার মধ্যে আদিহইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটী রন্ধ্র আছে, এই রন্ধ্রে পৃষ্ঠমজ্জা বা লম্বামজ্জা রজ্জুর আকারে অবস্থিত, কটিদেশে যে ৫ খানি অস্থি আছে তাহার মধ্যস্থ পৃষ্ঠমর্জ্জার একস্থানে পৃষ্ঠমর্জ্জার সম্মোহনপ্রভাবসঞ্চারক স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রহইতে স্নায়ুসকল উৎপন্ন হইয়া জননেন্দ্রিয়ের সকলস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহারাই সম্মোহনপ্রভাব পরিচালনের বাহক বা পথ, ইহাদিগকে (**Nervi Erigentes** or vaso dilating nerves) রক্তনালী প্রসারক স্নায়ু বলে। ইহারা কটিদেশেব স্নায়ুকেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া জননেন্দ্রিয়ের রক্তনালী সকলের চারিদিকে গ্রন্থিময় জালের ন্যায় বিস্তৃত আছে, ইহাদের উত্তেজনায় জননেন্দ্রিয়ের রক্তনালী সকল প্রসারিত হইলে,

তথায় অধিক পরিমাণ রক্ত পরিচালিত হইলেই লিঙ্গোদ্রেক হয়।

জননেন্দ্রিয় বা তৎসমিপস্থ স্থানের স্পর্শবোধক স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া তথাহইতে প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়ায় কটিদেশের স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হইলেও জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। আর মস্তিষ্কীয় জননকেন্দ্র উত্তেজিত হইলেও, তথাহইতে সম্মোহনপ্রভাব কটিদেশে পরিচালিত হইয়া তাহাতেও জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে।

মস্তিষ্কের কোন্‌স্থানে জননকেন্দ্র অবস্থিত, তাহা এপর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। কেহ২ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নার্ভাইইরিজেনটিসের উত্তেজনায় যেরূপ লিঙ্গোদ্রেক হয়, ক্রুবাসেরিব্রাই উত্তেজিত করিলেও ঠিক সেই প্রকার হয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বিশেষ২ ইন্দ্রিয়পথে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি দ্বারা অথবা চর্ম্মপথে স্পর্শনদ্বারা সম্মোহনপ্রভাব মস্তিষ্কের জননকেন্দ্রে পরিচালিত-হইতে পারে এবং তাহাতে সঙ্গম ইচ্ছা প্রবল ও লিঙ্গোদ্রেক হইতে পারে, এমতে বিশেষ প্রকার ব্যক্তি বা চিত্র দর্শন, আদিরসপূর্ণ গল্পশ্রবণ বা পুস্তক পাঠ, স্পর্শেন্দ্রিয় বা কোনস্থানের চর্ম্ম মৃদুঘর্ষণ বা বস্ত্রের ঘর্ষণ, চর্ম্মরোগ, পরাঙ্গপুষ্ট ইত্যাদির অবস্থান, মূত্রাশয়ে মূত্রসঞ্চয়, প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্দ্ধন। (বৃদ্ধ ব্যক্তির এই প্রষ্টেটগ্রন্থি স্বভাবতঃই বড় হওয়াতে তৎকালে কোন২ ব্যক্তির কামোত্তেজনা অধিক হয়, গাউট রোগ বা গেঁটেবাত ও অজীর্ণবশতঃ মূত্রের উত্তেজন অবস্থা। ক্লোরেট ও নাইট্রেট অব্ পটাস লবণসেবনে মূত্রের অবস্থা এরূপ উত্তেজক হয় যে তাহাতে অত্যন্ত কামোদ্দীপনা হয়। অন্ত্রে মলসঞ্চয় ও সূত্রথণ্ডবৎ কৃমির অবস্থান, অর্শ, মলদ্বার বিদারণ ইত্যাদির উত্তেজনা প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের জননকেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির কামোদ্দীপনা হয়। এই প্রকার স্থানিক উত্তেজনা কখন জাগরিত অবস্থায় মস্তিষ্কের জননকেন্দ্রকে উত্তেজিত করিতে পারে না কারণ, তখন মন অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু নিদ্রাকালে বা গাঁজাপানে উন্মত্ত অবস্থায় সঙ্গমবিষয়ক স্বপ্নদর্শনবশতঃ শুক্রপাত হইয়া থাকে।

কটিদেশস্থ পৃষ্ঠমজ্জার জননকেন্দ্র, জননেন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক উত্তেজনার

অধিক উত্তেজিত হয়, এবং মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনায় এই কেন্দ্র প্রবলরূপে উত্তেজিত হয়। কেনথারাইডিস ঔষধ সেবনে মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উত্তেজিত হইয়া প্রবল লিঙ্গোদ্রেক হওয়া ইহার প্রমাণ।

অন্ত্রে মলসঞ্চয় ইত্যাদির উত্তেজনায় মস্তিষ্কের জননকেন্দ্র উত্তেজিত হয় না, কেবল পৃষ্ঠের জননকেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া সুখানুভব ও সঙ্গম বিষয়ক বোধব্যতীত অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত হয়।

সঙ্গমক্রিয়া সুসাধন জন্য দেহ সুস্থ ও সবল এবং উহার পোষণ উত্তমরূপ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ কেবল স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজনায় জনন ও সঙ্গমশক্তির প্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে না।

সুরা মস্তিষ্কের জননকেন্দ্র উত্তেজিত করে, ইচ্ছা ও অনুভব বৃদ্ধি করে কিন্তু পৃষ্ঠদেশস্থ কেন্দ্রও (Nervi Eregentes) আংশিক পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে সঙ্গমশক্তি খর্ব্ব করে।

কোন কোন ঔষধ অধিক মাত্রায় অথবা অল্প পরিমাণে দীর্ঘকাল সেবন করিলে সঙ্গমশক্তি খর্ব্ব বা নষ্ট হয়। আফিম, সুরা, তামাক এবং কাফি, সোরা, কর্পূর ও হরতকী এই শ্রেণীস্থ পদার্থ।

নারীজাতির যোনিপ্রণালীর অভাব বা অবরোধ থাকিলে সঙ্গম শক্তি-হীন হয়, সতীচ্ছদ অত্যন্ত কঠিন হইলে অথবা যোনিপ্রণালীর সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া থাকিলে সঙ্গমে অক্ষম হয়। কোন প্রকার অর্ব্বুদ যোনিমধ্যে জন্মিলে, যোনিপ্রণালী দ্বিধা বা দুইটি হইলে কিম্বা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ কি অগভীর হইলেও সঙ্গমে অক্ষম হয়। অর্শপীড়া, যোনী, মূত্র-নালী ও মলদ্বারের মধ্যে নালীঘা হইলে স্ত্রী সঙ্গমকার্য্যসাধনে অক্ষম হয়। একপ্রকার পীড়া আছে তাহাতে যোনিপ্রণালীর স্পর্শানুভবতা বৃদ্ধি হয়, সহবাসের উপক্রমে যোনীর মুখ প্রবলভাবে সঙ্কোচিত হইয়া রতিক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

সঙ্গমশক্তিসত্ত্বেও পুরুষ বন্ধ্যা হইতে পারে, পুরুষের জননশক্তি শুক্রকীটের পূর্ণতা ও সুস্থতার উপর নির্ভর করে। মূত্রনালীর মুখ লিঙ্গমুণ্ডে না হইয়া যদি উহার গাত্রে বিশেষতঃ মূলে হয়, তাহাহইলে শুক্র যোনিপ্রণালী মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারাতে পুরুষ সতেজ বীজ

ও সঙ্গমশক্তিস্বত্বেও বন্ধ্যা হইতে পারে। এই অস্বাভাবিক অবস্থা নিতান্ত বিরল।

জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর অর্থাৎ যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির পর অণ্ডকোষ কর্ত্তন করিয়া দিলে তাহাতে সঙ্গমশক্তি ও শুক্র নির্গমনের পরিমাণ ও বেগ কম হয় না অথচ ঐ প্রকার ব্যক্তি প্রায়ই বন্ধ্যা হয়।

যৌবন অবস্থার পর অণ্ডকোষদ্বয় ছেদনে কিছুকাল পর্য্যন্ত জননশক্তি থাকে, এই শক্তি উর্দ্ধসংখ্যা দশবৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

শুক্র দুইস্থান হইতে আইসে প্রধান অংশ অণ্ডকোষ হইতে উৎপন্ন হয় এজন্য প্রমেহ পীড়াদিতে অণ্ডকোষ বিকৃত বা শুক্রনালীর দ্বারবোধ হইলে সঙ্গমশক্তিও প্রচুর শুক্রসত্বেও ঐ প্রকার ব্যক্তি জননশক্তিহীন হয়। এজন্য যাহার কোনদিন প্রমেহ পীড়া হইয়াছিল সে ব্যক্তি বন্ধ্যা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জ্রূণদেহে অণ্ডকোষ উদরগহ্বরে থাকে ৮ম মাসে উহারা কোষ মধ্যে নামিয়া আইসে, কোন কারণে অণ্ডকোষদ্বয় উদর বা কটিদেশের কোনস্থানে থাকিয়া গেলে তাহারা তথায় পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায় না, এজন্য উহারা পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট শুক্রকীট উৎপাদন করিতে না পারাতে এপ্রকার ব্যক্তি প্রায় বন্ধ্যা হয়।

লিঙ্গমুণ্ড মুদ্রো বা চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকিলে, শুক্রনির্গমনের ব্যাঘাত বশতঃ শুক্র ও সঙ্গমশক্তিসত্বে বন্ধ্যা হইতে পারে

এরূপ ঘটনা শুনা গিয়াছে যে সঙ্গমকালে, গর্ভসঞ্চার নিবারণ জন্য অথবা স্বপ্নদোষকালে বস্ত্র ও শয্যা নষ্ট হইবার ভয়ে শুক্রপাত হইবার উপক্রমে লিঙ্গচর্ম্ম দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া শুক্রপাত নিবারণ করিতে চেষ্টা করায় শুক্র, মূত্রাধারে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তৎপরে যতবার সঙ্গম করা হইয়াছে, ততবারই আপনাহইতে শুক্র ঐদিকে গমন করিয়াছে, এরূপ ঘটনাবশতঃ সঙ্গমশক্তি ও শুক্রসত্বে বন্ধ্যা হইতে পারে।

কোন২ স্ত্রীর পক্ষে কোন২ পুংবীর্য্য বিফল কিন্তু আবার অন্যের পক্ষে ফলশালী হয়, ঐ প্রকার আবার কোন২ স্ত্রীবীর্য্য কোন২ পুরুষের পক্ষে বিফল কিন্তু অপরের পক্ষে বেশী ফলশালী, এজন্য কখন২ পুরুষবিশেষ

সহবাসে নারীবিশেষ বন্ধ্যা হইলেও অন্য পুরুষ সহবাস করিলে যে, সে বন্ধ্যা থাকিবে এরূপ বলা যায় না এবং নারী বিশেষের সহবাসে পুরুষ-বিশেষ বন্ধ্যা হইলে অন্য নারী সহবাসে যে সে বন্ধ্যা থাকিবে এরূপও বলাযায় না।

নারীজাতির বন্ধ্যা হইবার নানাপ্রকার কারণ আছে অতিরতি ও অবিশেষ রতি নারী বন্ধ্যা হইবার বিশেষ কারণ, গর্ভাশয় ও ডিম্বকোষের নানাপ্রকার পীড়াবশতঃ ঋতুসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়া হয়। এই ঋতু-সম্বন্ধীয় পীড়া বিশেষতঃ বাধকব্যথা বা কষ্টরজঃ জন্য অধিকাংশ স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়, যোনিপ্রণালী হইতে অধিক পরিমাণে রসাদি নির্গমন—রজো-ধিক, শ্বেতপ্রদর, যোনী ও গর্ভাশয়ের রসাদির বিকৃত অবস্থা, শুক্র, স্ত্রী শক্তির সহিত মিলনপথে কোন প্রকার অবরোধ, উপদংশ রোগের প্রবল অবস্থায় রক্তের হীনতা, এভিন্ন অনাহার বা অপূর্ণ আহার, মেলে-রিয়াদি কারণে দেহের দুর্ব্বলতা ইত্যাদি ও বন্ধ্যাতার অপ্রবল কারণ নহে।

পুরুষের শুক্র লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে যদি পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট সজীব শুক্রকীট দেখাযায় এবং পুরুষ যদি সঙ্গমশক্তিবিশিষ্ট থাকে ও জননেন্দ্রিয়ের গঠন গত কোন অস্বাভাবিক অবস্থা না থাকে তবে তাহাকে বন্ধ্য বলা যাইতে পারে না।

গর্ভসঞ্চার নিবারণ জন্য কোন২ ব্যভিচারিণী এক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া থাকে, ঐগুলি প্রায়ই ভয়ানক বিষাক্ত, অনেক স্থলে ব্যভিচারিণীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধগুলির মধ্যে উগ্রবজোনিঃসারক ঔষধই অধিক, আমরা যতদূর জানি তাহাতে ঐগুলির গর্ভসঞ্চার নিবারণের শক্তি অনিশ্চিত, কিন্তু উহাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণনাশ করিবার শক্তি যে নিশ্চিত তাহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

বঙ্গনারীর জ্ঞাতব্য বিধি।

পরাধীন পতিত জাতির যে সকল দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা, বঙ্গনারীর মধ্যে তাহার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের অধমাঙ্গ বঙ্গনারী

গরের এই দুর্দ্দশা পূর্ণাকারে বিরাজ করিতেছে। পরাধীন অবস্থায় বাধ্য হইয়া অনেক মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়ম নিত্য লঙ্ঘন করিতে হয়, সুতরাং এই নিয়ম লঙ্ঘনের অপরিহার্য্য প্রতিফল ও অবিলম্বে ভোগ করিতে হয়। সামাজিক অবনতিতে মাতা জানেনা বাল্যবিবাহের ফল কি, পিতা জানেনা বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি, বালক বালিকা জানেনা কত বয়সে দেহ পূর্ণ হয়, কোন্ বয়সে ইন্দ্রিয়সেবন ও সন্তান উৎপাদন প্রকৃতিবাঞ্ছিত। এই অজ্ঞতা এই প্রকৃতির নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্য্যানুষ্ঠানে এদেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বেলারি ঝাড়ের কলমে একমাত্র সাদা সূর্য্যরশ্মী পতিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হওত সাতটী বর্ণ ভেদে স্থানভেদ হয়, কলির রাজার রাজনিয়ম মূলে এক থাকিলেও বর্ণভেদে স্থানভেদ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি অভ্রান্ত, সমদর্শিণী, সূর্য্য নিত্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইবে, অম্লজান দাহন রক্ষা করিবে, অগ্নি দাহ্যবস্তু দগ্ধ করিবে ইত্যাদি প্রকৃতির এই স্থিরনিয়ম জন্যই এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য এরূপ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, কিন্তু আমরা এদেশে বাস করিয়া শত২ প্রকারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি, সুতরাং তাহার ফলও ভোগ করিতে হইতেছে। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে দেহ পূর্ণ না হইতেই সন্তান উৎপাদন। পুরুষের বহুবার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও বিধবা বিবাহের অপ্রচলন জন্য পরিণতবয়স্কের নিকট দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে হঠাৎ যুবতীবেশে বাসর ও সূতিকা গৃহ পবিত্র করিতে হইতেছে পরাধীনতা ও বিলাসপ্রিয়তা জন্য দেশ দিন২ অন্তঃসারহীন হইতেছে, সুতরাং কেহই বৈজ্ঞানিক পূর্ণাহার পাইতেছেন না। ঐ সকল কথা বিস্তীর্ণভাবে প্রকাশ করা স্থানাভাব, এজন্য বঙ্গনারীর জননেন্দ্রিয় সংসৃষ্ট কয়েকটী নিয়ম পালন বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি।

১। প্রত্যেক বঙ্গবালার জানা উচিত যে ঋতু হইলেই দেহ পূর্ণ হয় না। ২২। ২৫ বৎসর বয়সের কমে দেহ কদাচ পূর্ণ হয় না, আর ৩০ বৎসর বয়সের কমে সুদৃঢ় ও সুপক্ক হয় না। সুতরাং ঐ বয়সে অথবা উহার যত নিকটে সন্তান উৎপাদন করায়ায় ততই মঙ্গল, ততই তাহার নিজের দেহ দীর্ঘজীবী, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী ও সন্তান সন্ততি নিরোগ পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী হয়।

২। দেহে প্রচুর পরিমাণে রক্ত না থাকিলে সময়ে রজোদয় হয় না এবং রজোদয় হইলেও তাহা উপযুক্ত পরিমাণে নিয়মিতরূপ হয় না।

৩। বৈজ্ঞানিক পূর্ণাহার গ্রহণ ব্যতীত দেহে পর্য্যাপ্তরূপ রক্ত থাকিতে পারে না।

৪। সাধারণতঃ সে সব খাদ্য যে পরিমাণে দেহ রক্ষণ ও বর্দ্ধন জন্য আবশ্যক, গর্ভাবস্থা ও স্তনদানকালে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রয়োজন, ইহার অন্যথায় সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই নানাপ্রকার অনিষ্ট হয়, বঙ্গনারীগণের প্রত্যেকের এই কথা বেশ মনে রাখা কর্ত্তব্য।

৫। বঙ্গনারীগণ কাঁচাবয়সে বিবাহ করেন, কাঁচাবয়সে অন্তঃস্বত্বা হন এবং কাঁচাবয়সেই সন্তানকে স্তনদান করেন, কিন্তু বালিকা, যুবতী গর্ভবতী ও প্রসূতি সকল অবস্থাতেই সেইদিন রাত্রে ২।৩ বার ডাল ভাত ও মুড়ি চিড়ে, সেই শাক, অম্ল, অনেকে ঐ সকল অবস্থার বিশেষ কর্ত্তব্য জানেন না, আবার জানিলেও অবস্থার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ যোটাইতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রতিফল সকলকে সমানভাবে ভোগ করিতে হয়, এই সকল অবস্থার প্রতি মনোযোগী না হওয়াতে শতং বঙ্গনারী কুড়িতেই বুড়ি হইতেছেন, জরাজীর্ণ রুগ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন এবং অকালে দন্তহীন, কেশহীন, শিথিলচর্ম্ম হইতেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ বা মোহাধিক্যবশতঃ বঙ্গনারীগণ সন্তানকে অনাবশ্যক অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্তনদান করেন, ইহাতে সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই বিশেষ অনিষ্ট হয়। সন্তানের দুই বৎসর বয়স হইলে বা সমুদায় দুধেদাঁত বাহির হইলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপ স্তনপান ত্যাগ করান কর্ত্তব্য।

৬। ঋতু ভালরূপ হয় না, ঋতুকালে বেদনাদি নানাপ্রকার অসুখ ও স্তনদানকালে কেহং চক্ষে দেখেন না, কাহারও মাথা ঘুরায়, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, কাহারও বা দুগ্ধ পরিমাণে এত অল্প বা গুণে এত হীন হয় যে সন্তান ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। এই যন্ত্রণাগুলি আমরা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ভোগ করি না, বুদ্ধির দোষে ভোগ করিতে হয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ, রক্তগত দেহ, পূর্ণভোজীর রক্ত সবল ও পূর্ণ থাকে, তাহার দেহের সমুদায় ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি সাধিত হয়, কিন্তু আহারের অভাব

বা অসম্পূর্ণতায়, রক্ত হীনবল হইয়া সহজেই বিবিধ রোগের আবাসভূমি হয়। ঋতুর জন্য দেহে রক্তের পরিমাণ পূর্ণ ও গুণ উত্তম থাকা চাই, গর্ভকাল এবং স্তনদানকালে দুইটি জীবের উপযোগী পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করা চাই. এইগুলি প্রত্যেক বঙ্গনারীকে বুঝিতে হইবে। নচেৎ রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। ঐই আহার বিষয়ে সাবধানতা জন্য বিলাতী নারী প্রতি বৎসর সন্তানপ্রসব করিয়াও দীর্ঘকাল স্থিরযৌবন ভোগ ও বার্দ্ধক্যে নবযৌবনের লাবণ্য ধারণ করিতে সমর্থা হয়, এই আহারের অপূর্ণতা জন্য আমাদের বঙ্গনারীগণ ২। ১টি ছেলে প্রসব করিলেই কুড়িতে বুড়ি হইয়া যান এবং ঋতুর অল্পতা, ঋতুকালে কষ্টভোগ, গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার অসুখ ও স্তনদানকালে বিশেষ যাতনা অনুভব করিয়া থাকেন।

৭। শ্রমদ্বারা সমুদয় অঙ্গ অত্যঙ্গ স্থিতিস্থাপক, দৃঢ় ও পূর্ণাকার প্রাপ্ত হয়, শ্রমকালে রক্তস্রোত সকলস্থানে পরিচালিত হইয়া রক্তসঞ্চালনের সমতা রক্ষা করে, তাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রনিচয়ের ক্রিয়াদি প্রকৃতিস্থ থাকে। সকলেই জানেন শ্রমজীবীরা ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা ইত্যাদি পীড়া প্রায় ভোগ করে না, শ্রম করিলে ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া প্রায় হয় না, যাহারা নিয়মিতরূপ দৈহিক শ্রম করে, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক থাকাতে সন্তানপ্রসব অতি সহজেই হইয়া থাকে।

৮। প্রাণীজীবন রক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের প্রয়োজন, আমাদের দেশে অবরোধপ্রথাজন্য এই দুইটি স্বাস্থ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অল্পতা বা অভাবে বঙ্গনারীগণ নিতান্ত দুর্ব্বলা ও রুগ্না থাকেন, অবরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই দুইটি নৈসর্গিক বস্তু পূর্ণভাবে গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৯। তাপ আমাদের দেহ গঠন ও বর্দ্ধন জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দৈহিক যন্ত্রগুলি যথাবিধি পরিচালন জন্য তাপের বিশেষ প্রয়োজন, প্রাপ্তবয়স্কের দেহ হইতে অনুক্ষণ যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য তাহাই যথেষ্ট. কিন্তু ঐ তাপ বিবিধ প্রকারে নষ্ট হইতেছে, এই তাপের অপচয় নিবারণ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ঋতুমতী, গর্ভবতী, ও প্রসূতির যথাপ্রয়োজন দৈহিকতাপ রক্ষা করিতে

চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, বঙ্গনারীগণের এই বিষয়ে মনোযোগ কম। আবশ্যক মত উপযুক্তরূপ গাত্রাবরণ ব্যবহার করা ঐ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন। শৈত্য লাগিয়া ঋতুমতীর ঋতু লোপ ও ঋতুসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়া, গর্ভবতীর গর্ভপাত বা বিবিধপ্রকার পীড়া এবং প্রসূতির নিজের ও সন্তানের নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এজন্য ঐকালে প্রয়োজন মত দৈহিক তাপ রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১০। ঋতুর প্রথম আরম্ভকালে যেমন দেহের একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তৎকালে সাবধানে যেরূপ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল পালন করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকার ৪০। ৪৫ বৎসর বয়স কালে রজোলোপ হইবার সময়ও দেহের ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। এইকালে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১১। মেদাধিক্য হইলে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়াদি ভালরূপ হয় না, মেদালুনারীর ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া সহজেই হয়, ইহারা প্রায়ই বন্ধ্যা হয়। অতএব মেদাধিক্য যাহাতে না হইতে পারে সে বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

১২। আমাদের দেশে সচরাচর ১২। ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম রজোদয় হয়। রজঃপ্রকাশই যৌবনারম্ভের প্রথম চিহ্ন, কিন্তু রজঃপ্রকাশ ব্যতীত বালিকা যুবত্বপ্রাপ্ত ও অন্তঃস্বত্বা হইতে পারে। পূর্ণাহার, শ্রমবিমুখতা, বিলাসিতা, নাটকাদি পাঠ ও ইন্দ্রিয়সেবনবিষয়ক চিন্তা, বহুজনাকীর্ণ নগরে বাস, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে শীঘ্র রজোদয় হয়। ইহার বিপরীত অবস্থায় রজোদয় হইতে বিলম্ব হয়। প্রথম ঋতুর পর কাহার২ মাসে২ নিয়মিত ঋতু হয় না, অর্থাৎ মধ্যে২ দুই এক মাস বন্ধ থাকিতে পারে, কাহারও রজোরক্তের পরিমাণ কম বেস হয়, আর কাহারও বা শোণিতের পরিবর্ত্তে একপ্রকার শুক্লরস নির্গত হয়। ঋতু সচরাচর মাসান্তে একবার হয়, কিন্তু কাহারও তিন সপ্তাহ অন্তর বা তদপেক্ষা কম সময় অন্তরও হইয়া থাকে। আবার কাহারও একমাস অপেক্ষা দীর্ঘকাল অন্তর হইয়া থাকে। ঋতুকালে কোন২ যুবতীর কটিদেশে বেদনা, পাদদ্বয়ে ভারবোধ বা নিস্তেজতা, স্তনে বেদনা, মাথাভার, দেহের জড়তা হয়, কাহার২ আবার কিছুই হয় না।

গর্ভকাল ও স্তনদানকালে সচরাচর ঋতু বন্ধ থাকে, কিন্তু উক্ত দুই অবস্থা বিশেষতঃ শেষোক্ত অবস্থায় ঋতু হইতে সচরাচব দেখা যায়।

১৩। ঋতু সচরাচর তিনদিন থাকে, কিন্তু কখন২ ছয়দিন পর্য্যন্তও থাকে ইহাব অধিক থাকিলে তাহাকে পীড়া বলা যায়। রজোশোণিতেব পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন২ প্রকার, কোন কারণে দেহ নিরক্ত বা দুর্ব্বল হইলে কিম্বা উপবাস, ভয়, দুশ্চিন্তা, সঙ্গমাধিক্য ও নানাপ্রকার পীড়াজন্য রজঃলোপ হইতে পারে। কাহার ঋতু বন্ধ থাকে, কিন্তু প্রতিমাসে অন্ত্রপথে বা বমন, কি কাশির সহিত অথবা নাসিকাদি অন্য কোন স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইয়া থাকে, এই রক্ত রজো-রক্তের পরিবর্ত্তে অন্যস্থান দিয়া নির্গত হয়। কোন প্রকাব বৃহৎ ক্ষত নালিঘা কিম্বা কাণ পাকিয়া অধিক পূজ নির্গত হইতে থাকিলে অথবা শ্বেতপ্রদর পীড়া থাকিলে ঋতু বন্ধ থাকিতে পারে। ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে স্বভাবতঃ রজোলোপ হয়, ঐ রজোলোপ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে ঋতু কখন২ অনিয়মিতরূপ হইতে থাকে। ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে রজোলোপ হইলে তৎপর আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঋতুকালে পুরুষসহবাসে অধিক ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঋতুর তিনদিন বা যে কয়দিন শোণিতস্রাব হয়, সেই কয়দিন পুরুষসহবাস করা উচিত নহে। ঋতুকালে বিশ্রামে থাকা উচিত, শুষ্কস্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এইকালে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন পুরুষ সহবাস ও শীতলজলে স্নান এবং সহবাস জন্য চিত্তচাঞ্চল্য একান্ত অনুচিত। ঋতুকালে সন্তানকে স্তনদান করা অকর্ত্তব্য, তাহাতে ছেলের পেটের পীড়া অজীর্ণ ও জ্বর ইত্যাদি হইতে পারে।

১৪। গর্ভসঞ্চার হইলে প্রথম তিনমাস বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত, গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে মাসিক ঋতু মাসের যে যে সময় হইত সেই সময় সামান্য অত্যাচারে গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা একথা বেশ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১৫। গর্ভকালে সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয় কিন্তু ঐ সময় যত কম সহবাস করা যায় ততই নিরাপদ ও মঙ্গলকর। প্রথম তিনমাস আদৌ না করিলে ভাল হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গর্ভসঞ্চার ২ মাস পর্য্যন্ত জানা যায়না।

অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় গর্ভবতীকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা হইয়া থাকে, দুষ্পাচ্য দ্রব্য আকণ্ঠ আহারে উদরাময় ও অজীর্ণ হইলে তাহাতে গর্ভবতী ও সন্তানের অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। প্রসবের পর ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত একপ্রকার শোণিতাক্ত রস জননেন্দ্রিয় হইতে নির্গত হয়, এই রস নিঃসরণ-কালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া সংক্রামক পীড়া হইতে অন্তরে থাকা উচিত, প্রসবের পর ৩ মাস পর্য্যন্ত আদৌ সহবাস না করা উচিত, ৬ মাস পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

১৬। গর্ভবতীর স্বামীকে শবদাহাদি কার্য্যে যোগ দিতে নিষেধ, মৃদ্য-প্রসূতির নিকট হইতে গর্ভবতীকে অন্তরিত করা উচিত, ইত্যাদি যে সকল গার্হস্থ প্রথা আছে এগুলি পরম মঙ্গলকর, এজন্য যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করা উচিত। গর্ভবতীর টিকা না হইয়া থাকিলে এবং বসন্তরোগের ভয় থাকিলে গর্ভাবস্থায়ই ইংরাজী টিকা নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে। দেহে উপদংশরোগের সঞ্চার থাকিলে উপদংশনাশক ঔষধাদি সুচিকিৎসকের নিকট হইতে সেবন করান যাইতে পারে। গর্ভবতীকে আদৌ কোন ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারেনা বলিয়া যে আমাদের দেশে সংস্কার আছে তাহা ভুল, গর্ভকালে অনেক ঔষধ নিরাপদে গর্ভবতীকে দেওয়া যাইতে পারে।

১৭। ঋতুকাল, গর্ভকাল ও স্তনদানকালে সুচিকিৎসকের ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ ব্যবহার একান্ত অকর্ত্তব্য। ঐ তিন অবস্থায় আহারাদি স্বাস্থ্য-রক্ষার সমুদায় নিয়ম পালনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, উপদংশ, গণ্ডমালা, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি কোন প্রকার রক্তগত পীড়া থাকিলে সন্তানকে স্তনদান না করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করা উচিত। স্তনদানকালে দেহ দুর্ব্বল হইলে দুগ্ধ কম হয় কড্‌লিবার অয়েল, কেমিকেল ফুড্, হাইপোফস্-ফাইট অব্ লাইম ইত্যাদি বলকারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

১৮। স্তনদুগ্ধ নিতান্ত অল্প হইলে অথবা স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে সন্তা-নকে উপায়ান্তরে দুগ্ধপান করান উচিত।

১৯। প্রসবের পর কত দিন পরে স্বামীসহবাস করা যাইতে পারে হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার কোন স্পষ্ট বিধি নাই, কিন্তু "ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময় স্ত্রীসহ-বাস নিষিদ্ধ" বিধিই যথেষ্ট, প্রসবের পর দুই বৎসরকাল সন্তান স্তনপান

করে, এজন্য দুই বৎসর মধ্যে ঋতু হইবার সম্ভাবনা কম, অন্ততঃ এক বৎসর মধ্যে ঋতু হয় না। আর জননেন্দ্রিয় অযথা উত্তেজিত বা সহবাস জন্য একান্ত উদ্বিগ্ন না হইলে ৬ মাসের পূর্ব্বে কোনমতে পুনরায় রজোদয় হয় না। ফলতঃ আজকাল আচারভ্রষ্টা নারীর প্রসবের পর ৩য় মাসে রজোদয় হইতে দেখিয়াছি, এইগুলি প্রকৃতির নিতান্ত অপ্রীতিকর *।

২০। মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, স্বামীর সহিত বিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালনিদ্রা ও পরগৃহে বাস জন্য নারী দুষ্টা হয়।

২১। ইতরজাতি ও পল্লিগ্রামের অনেক ভদ্রপরিবার মধ্যে কন্যাকে বিবাহের পরই অনুপযুক্তবয়সে স্বামীসহবাস জন্য ছলে, বলে, কৌশলে প্রবর্ত্তিত করা হয়, ২য় ও ৩য় পক্ষের স্ত্রীর ভদ্রাভদ্র সকল পরিবারেই এই লাঞ্ছনা বিলক্ষণ সহ্য করিতে হয়, সময় সময় বালিকার ভগ্নী, পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয়েরা সঙ্গে লইয়া তাহার স্বামীর শয়নগৃহে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করে, বালিকা নিদ্রিতা হইলেই উক্ত আত্মীয়েরা গৃহান্তে প্রস্থান করেন, বালিকার স্বামী ঐ স্থানে শয়ন করেন। উঃ কি মূর্খতা! কি ভয়ানক পাশব ব্যবহার! কি ঘোর নির্দ্দয়তা!! এই প্রকার আচরণ একান্ত আপত্তিকর ও নিতান্ত গর্হিত। যখন দিন হইবে, বয়স পাকিবে তখন কন্যার মনপ্রাণ চুম্বকের ন্যায় স্বাভাবিক শক্তিতে স্বামীরদিকে আকৃষ্ট হইবে। পশুজাতিতে উক্ত প্রকার গর্হিত ব্যবহার দেখিলেও তাহা মার্জ্জনীয় নহে।

---

* ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মহাফুজ আলি বলেন যে মুসলমানশাস্ত্রে—হায়েজ (ঋতু) ও নেফাসের (প্রসবের পর রক্তরসাদি নির্গমন) সময় স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ, হায়েজ ৩ হইতে ১০ দিবস থাকে আর নেফাস ৪০ দিন পর্য্যন্ত থাকে, ইহার বেশী হইলে তাহা ধর্ত্তব্য নহে এবং ১০ কি ৪০ দিনের কমে পাক হইলে অর্থাৎ রক্ত না দেখা গেলে সহবাস হইতে পারে। মূল মুসলমানশাস্ত্রে এপ্রকার বিধি আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে, নেফাসসম্বন্ধে ৪০ দিন নিতান্ত কম, কমপক্ষে ৩ মাস হইলে অপার্য্যমানে চলিতে পারে। তিনমাসের অধিক হইলে ছেলের বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা থাকিলেও প্রসূতীর বিপদাশঙ্কা অল্প নহে। অধিকাংশ সূতিকাপীড়া এই দোষে হয়।

ঋতুমতীর প্রতি আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে যুবতীগণের মাসিক নিয়মিত ঋতু হইলে তৎকালে স্ত্রীদেহ আর্দ্র, স্থূল, সুখী ও আশান্বিতা হয়, চক্ষুর্দ্বয় দুর্ব্বলতা পরিচায়ক লক্ষণ ধারণ করে, পার্শ্ব বাহু, উরু, কটিদেশ প্রভৃতি উত্তেজনা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রজঃস্রাব ১৭ দিবস পর্য্যন্ত হয়, কেবল ঐ সময় মধ্যেই যুবতী গর্ভবতী হইতে পারে অন্য সময় নহে, জরায়ুর মুখ ঠিক রোহিতমৎস্যের ন্যায়, রজঃস্রাবের সময়েই ইহা প্রসারিত হয়, এবং রজঃস্রাবের পর ইহার মুখ বন্ধ হয়। রজঃশোণিতের বর্ণ খরগোসের রক্তের ন্যায় অথবা আলতার ন্যায় লাল, ইহা বস্ত্রে লাগিলে দাগ হওয়া উচিত নহে, এই রক্তে কোন প্রকার গন্ধ থাকা উচিত নহে। জরায়ুকোষের দুইটী শিরা হইতে রজঃস্রাব হয়। দুর্ব্বল হইলে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিত রজঃস্রাব হয় নচেৎ বলীষ্ঠা হইলে তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত রজঃস্রাব হয়। রজঃস্রাবকালে নারীর চরিত্রাদি বিবিধ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, কারণ গর্ভসঞ্চারকালে পিতামাতার অবস্থা অতি প্রবলভাবে সন্তানের শুভাশুভ সম্পাদন করে। রজঃস্রাবের প্রথম তিনদিবস নারীকে পবিত্র থাকিতে হইবে, তিনি পবিত্র ঘাস (কুশ) নির্ম্মিত আসনে ও পবিত্র স্থানে শয়ন এবং উপবেশনাদি করিবেন, নূতন মৃণ্ময় পাত্রে অথবা বৃক্ষপত্রে আহারাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রজঃস্রাবকালে দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে, তাহাতে তাহার সন্তান অলস হয়, গর্ভসঞ্চারকালে স্ত্রীলোক চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে সন্তানাদি অন্ধ হয়, যদি তৎকালে রোদন করে তবে তাহার ছেলের চক্ষে ঘা হয়, ঋতুকালে নখ কাটিলে ছেলে বিকলাঙ্গ হয়, যদি ঋতুর প্রথম তিন দিন তৈলাদি মাখে ও স্নান করে তবে ছেলের কুষ্ঠব্যাধি হয়, যদি সে জোরে কথা কয় অথবা হাস্য করে তবে ছেলে অসুখী ও বধির হয়, যদি অধিক শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়, তবে ছেলে হীনব্যবসায় অবলম্বন করিবে।

(বশিষ্ট) রজঃস্বলাবস্থায় তিন দিন অঞ্জন দিবে না, জলে স্নান করিবে না, নীচে শয়ন করিবে, খাট ইত্যাদিতে শয়ন করিবে না।

পুরুষ অতিবৃদ্ধ অথবা অধিক তরুণবয়স্ক হওয়া উচিত নহে, যদি পুরু-

ষের বয়স ২৫ বৎসরের অধিক না হয় ও নারীর বয়স ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ না হয় তাহাহইলে তাহাদের সহবাসে সন্তান জন্মিলে, তাহা গর্ভেই নষ্ট হয়, যদি সজীব ভূমিষ্ঠ হয় তবে প্রসবের পর অতি অল্প সময় জীবিত থাকে, আর যদি ছেলে বাঁচিয়া থাকে তবে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ও জ্ঞান অপূর্ণ হইবে, এই জন্য তরুণ যুবক ও অপরিণত বয়স্কা নারী সন্তান উৎপাদনকার্য্যে বর্জ্জনীয়, গর্ভসঞ্চারকালে স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্য উত্তম ও উভয়ের জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নিরোগ থাকা কর্ত্তব্য, সঙ্গমকালে স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত্ত থাকা উচিত নহে এবং আহার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সঙ্গম করা উচিত নহে। যদি রজঃস্রাবের প্রথম কি দ্বিতীয় দিবসে গর্ভসঞ্চার হয় তাহাহইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অত্যল্পকাল পরেই নিধনপ্রাপ্ত হইবে, তৃতীয় দিবসে ছেলে দুর্ব্বল, পীড়িত ও বিকলাঙ্গ হয় এবং অকালে নিধনপ্রাপ্ত হয়। যদি স্বামী বাটীতে না থাকে তবে ঋতুর চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নান করিয়া প্রথমে তেজোময় সূর্য্য দর্শন করা উচিত, তাহাতে সূর্য্যের ন্যায় গুণ ও শক্তিসম্পন্ন সন্তানাদি জন্মে, যদি চতুর্থ দিবসে স্নানের পর সে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখে তবে তাহার সন্তানাদি তদনুরূপ হইবে। স্নানের পর পুত্রের মঙ্গলের জন্য পূজা অর্চ্চনাদি সুকৃতি করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সুবাসিত তৈল দেহে লেপন করিবে, পরিষ্কার বস্ত্র ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিবে, এবং রাত্রে স্বামীসহবাস করিবে, কিন্তু যদি ঐ চতুর্থ দিবসেও রজঃশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকে, তবে সেদিন স্বামীসহবাস করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে শুক্র ধৌত হইয়া গেলে গর্ভসঞ্চার হইবে না।

নারী, ঋতুর ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ৮ম ১০ম ও ১২শ দিবসে গর্ভবতী হইলে ঐ দিবস সকল উত্তম জানিবে। কিন্তু শেষের কোন দিনে গর্ভসঞ্চার হইলে, সন্তানাদি দীর্ঘজীবী হয় ও পীড়াদি অতি অল্প হয়, যদি ১২শ দিবসের পর গর্ভসঞ্চার হয় তবে তাহা সন্তানাদির পক্ষে অসুখকর। যদি ঋতুর পর বি-যোড়া দিনে গর্ভসঞ্চার হয় তবে কন্যা ও যোড়াদিনে হইলে পুত্র জন্মে। দুর্গাকে শিব বলিয়াছেন যে পুরুষের বীর্য্য স্ত্রীর রজঃসহিত মিলিত হইয়া সন্তান জন্মে, ঐ মিলিত দ্রব্যে যদি শুক্রের গুণ অধিক হয় তবে পুত্র ও রজোগুণ অধিক হইলে কন্যা জন্মে, আর উভয় সমান হইলে নপুংসক জন্মে।

গর্ভলক্ষণ—গর্ভসঞ্চার হইলে নারী দুর্ব্বলতা, শ্রমবিমুখতা ও পিপাসা অনুভব করে, জঙ্ঘাদ্বয়ের দুর্ব্বলতা বোধ করে, শুক্র ও শোণিত জরায়ুকোষে সঞ্চিত থাকে, অর্থাৎ বাহির হয় না, যোনিদেশে স্পন্দনবৎ অসুখ বোধ হয়, স্তনের বোঁটায় চারিপার্শ্বস্থ চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, গাত্রের লোম সকল সুস্পষ্ট ও সমুন্নত দেখায়। দুর্ব্বলতা বোধ ও অক্ষিপুট ভারি বোধ হয়, লাল নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়, অসুখ ও বমন হইতে থাকে, সুগন্ধ ও সুমিষ্ট দ্রব্যে অস্পৃহা হয় এবং উহাদের ঘ্রাণ ও ভোজনে অসুখ হয়। এই অবস্থায় নারী কদাচ স্বামীসহবাস করিবে না। উপবাস, বমন, বিরেচন সতর্কতা-পূর্ব্বক পরিহার করিবে, কোন প্রকার শোক ও ভয় যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। জোরে কাশি ও কোন বিষয়ে বেগ দেওয়া অকর্ত্তব্য, ভারি দ্রব্য উঠাইতে ও বহন করিতে চেষ্টা করিবে না, ঘোটক আরোহণ নিষিদ্ধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবে।

ঐ সময় রক্তমোক্ষণ ও মলমূত্রত্যাগকালে বেগ দেওয়া নিষিদ্ধ। গর্ভা-বস্থায় নারী যাহা খাইতে চাহে যদি তাহাকে তাহা না দেওয়া যায় তাহা হইলে বায়ু বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, তাহাতে ছেলে কুব্জ, বামন, বোবা, তোতলা, কাণা ও উহার দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল হয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না, অন্যান্য স্থলে ঐ সকল পরিবর্ত্তন বা অস্বাভাবিক অবস্থা তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি অথবা তাহার পিতামাতার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি জন্য হয়। পূর্ণাকার ছেলে লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে গর্ভাবস্থায় নারীর মনোবাঞ্ছা সম্যকপ্রকারে পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। যদি নারী রাজদর্শন ইচ্ছা করে তবে পুত্র ধনী ও মহৎ হয়, যদি বেশভূষায় সজ্জিত হইতে ইচ্ছা করে তাহাহইলে পুত্র পূর্ণাঙ্গ ও গর্ব্বিত হয়, যদি সাধুদর্শন ইচ্ছা করে তবে পুত্র ন্যায়পরায়ণ ও সাধু হয়, যদি ভীষণ পশু দেখিতে ইচ্ছা করে তবে পুত্র ভয়ানক ও পরাক্রান্ত হয়। এই প্রকারে বিশেষ প্রকার খাদ্য খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার পুত্রের বিশেষ দ্রব্যে প্রবণতা ও তাহার শরীরের অবস্থা জানা যায়, নারী মহিষ মাংস ভক্ষণ করিতে চাহিলে পুত্র আরক্তলোচন, লোমাধিক্য ও সংগ্রাম-প্রিয় হয়, বরাহ মাংস খাইতে চাহিলে পুত্র দুর্ব্বল ও নিদ্রালু হয়। গর্ভ-কালে মাতার কোন প্রকার ক্ষতি হইলে অথবা কোন প্রকারে প্রপীড়িত হইলে তাহার পুত্রও তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নারীজাতির জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধি।

(শ্বেতপ্রবাহ বা শ্বেতপ্রদর।)

আমাদের মুখ, নাসিকা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত স্থান সকল যেমন সর্বদা আর্দ্র থাকে ও উহা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়, যোনিপ্রণালীও সকল বয়সেই সেই প্রকার আর্দ্র থাকে, এবং উহা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এক প্রকার গ্রন্থিহইতে সর্ব্বদা রস নিঃসৃত হইয়া উহাকে আর্দ্র রাখে, রতিক্রিয়া ও কামোদ্দীপনায় যোনিদেশে শোণিতপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি হইলে, তৎকালে ঐ সকল গ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণ রস নিঃসৃত হইয়া যোনিপ্রণালীকে অত্যধিক আর্দ্র করে। যাহাহউক বর্তিনিয়াদি ব্যতীত স্বভাবতঃ উক্ত রসাদির পরিমাণ অন্য সময় এত অধিক হয় না যে যোনিপ্রণালীর বাহিরে আসিতে পারে। এই রসের আধিক্যতা হইলেই তাহাকে শ্বেতপ্রদর কহে। এই পীড়া সদ্যপ্রসূত বালিকা হইতে অতিবৃদ্ধা পর্যন্ত সকল বয়সেই হইতে পারে। স্বভাবতঃ যে রস নিঃসৃত হইয়া যোনিপ্রণালীকে আর্দ্র রাখে, তাহার আধিক্যতা জন্যই এই পীড়া হয়, সুতরাং নানাবিধ কারণে জীবনকালে একবারে এই পীড়ার হস্তহইতে অব্যাহতি পান এরূপ নারী অতি বিরল। কোন কারণে দেহ দুর্বল অতিরতি, অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসব জরায়ুর স্থানচ্যুতি, খাদ্যপানীয়ের অত্যাচার, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন বা পুরুষসহবাসে অত্যাচার, অজীর্ণ, অতিরিক্ত সুরাপান, কোন কারণে স্বাস্থ্যনাশ এইগুলি ইহার কারণ। বিশেষ প্রকার ধাতুও ইহার একটী কারণ। যেমন অবস্থা বিশেষে সর্দ্দি হইয়া কখন পাতলা, কখন ঘন, কখন পূজাক্ত দুর্গন্ধময় রসাদি নাসিকাহইতে নির্গত হয়, সেইরূপ শ্বেদপ্রদরে যোনিনিঃসৃত স্বাভাবিক রসের আধিক্য হইয়া পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিকৃত হইয়া উহা হইতে পূজ উৎপন্ন হয়। শ্বেদপ্রদর রোগে শ্লেষ্মা ও পূজমিশ্রিত রস অবস্থাবিশেষে নানাবর্ণ ও দুর্গন্ধ ধারণ করে। মূত্রপ্রণালী, যোনিপ্রণালীর সহিত নিকট সম্বন্ধ এজন্য প্রমেহ পীড়া হইলে তাহার রসাদিসংযোগে শ্বেতপ্রদর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। দন্ত উদ্ভেদ, পেটে কৃমি, গণ্ডমালাধাতু, হাম প্রভৃতি উদ্ভেদযুক্ত জ্বর ইত্যাদি

কারণে বালিকার খেদপ্রদর রোগ হইতে সচরাচর দেখা গিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পীড়া দীর্ঘস্থায়ী নাহইলে প্রায়ই আমাদের দেশে কেহই চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন না। রোগের কারণ দূর করা প্রথমে কর্ত্তব্য। বেদনা অধিক থাকিলে কমর পর্য্যন্ত গরম জলে মগ্ন, যোনিপ্রণালী পিচকারিদ্বারা পরিষ্কার রাখা উচিত, রসাদি অধিক হইলে ও দুর্গন্ধ হইলে কণ্ডিস ফ্লুইড্ ২ ড্রাম, জল ১০ আউন্স মিশাইয়া পিচকারি দেওয়া যাইতে পারে, অথবা হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকি প্রত্যেকে এক ভরি চূর্ণ করিয়া ১॥ বোতল জলে মাটির পাত্রে সিদ্ধ করিয়া এক বোতল থাকিতে নামাইয়া ঐ জলের পিচকারি দেওয়া যাইতে পারে। কিম্বা বকম কাষ্ঠ—২॥ ভরি জল ১॥ বোতল সিদ্ধ করিয়া এক বোতল থাকিতে নামাইয়া পিচকারি দেওয়া যাইতে পারে, বেদনা অত্যন্ত অধিক থাকিলে শুদ্ধ ঈষদুষ্ণ জলের পিচকারি দেওয়া উচিত। এই পীড়ার চিকিৎসায় রোগের মূলকারণ দূর করিতে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত, মূলকারণ দূর নাহইলে রোগ আরাম হওয়া দুর্ঘট। রোগীকে রন্ধনগৃহ ইত্যাদি উষ্ণস্থানে যাইতে দেওয়া উচিত নহে, সর্ব্বদা পরিষ্কার বায়ু সেবন ও পরিষ্কার স্থানে থাকিবে, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে মনোযোগ করা, সুনিদ্রা ও পরিমিত আহারাদির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। পুরুষসহবাস একবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"হিষ্টিরিয়া," ভূতে পাওয়া, অপস্মার বায়ু, গুল্মবায়ু।

এই পীড়াকে ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের দৃষ্টি বা আক্রমণ বলিয়া আমাদের দেশে জানা ছিল এবং আধুনিক ও অনেক অশিক্ষিত লোকমধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস আছে। ডাক্তারিমতের চিকিৎসকগণ, এই পীড়াকে পূর্ব্বে জরায়ু বা গর্ভাশয়সংসৃষ্ট বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে মৃগী প্রভৃতি পীড়ার ন্যায় ইহা একপ্রকার স্নায়বীয় পীড়া এবং নারীজাতি অধিক পরিমাণ আক্রান্ত হইলেও পুরুষজাতিরও এই পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—রোগী নানাপ্রকার অসংলগ্ন বাক্য কহে, পাগলের মত উগ্র স্বভাববিশিষ্ট হয়, কখন হাস্য কখন ক্রন্দন করে, কখন হঠাৎ চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হয়, শ্বাসকষ্টসূচক লক্ষণ প্রকাশ, হাত পা জোরে, আকুঞ্চন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি ও ভয়ানক চীৎকার করে, বুকে, গলায় বেদনার বিষয় জানায় এইরূপ আক্রমণ কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে, ভূতলে পতিত হইবার পর একবারে অজ্ঞান হয় না, পাছে গায়ে আঘাত লাগে এজন্য দেখেশুনে পড়ে। চক্ষু মুদ্রিত হয় না, চক্ষুগোলক ঘূর্ণিত হইতে থাকে, চক্ষু পাতা স্পন্দিত হয় বোধ হয় যেন রোগী কোন বস্তুর দিকে চাহিয়া আছে। দন্তদ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করে

না ও মুখে ফেনা বাহির হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার মত লক্ষণ দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এই সকল লক্ষণের সংখ্যা ও প্রবলতা ব্যক্তিবিশেষে অনেক ইতরবিশেষ হয়। রোগ আক্রমণকালে পেটে গড় গড় শব্দ, গলাভ্যন্তর দিয়া গোলার ন্যায় কোন বস্তু যেন উর্দ্ধে গমন করিয়া বাকবদ্ধ ও শ্বাসবদ্ধ করিতেছে একপ বোধ হয়। এই পীড়ায় পীড়িত রোগীর রোগাক্রমণ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে কিন্তু বিরামকালে কোন বিষয়ে মন স্থির থাকে না, অত্যন্ত অভিমানী হয়, তাহার প্রতি আত্মীয় ব্যক্তি কোন রকমে অনাদর বা তাচ্ছল্য করিলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। কখন বিশেষ আবশ্যকীয় বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনা, আবার অতি সামান্য বিষয়ের প্রতি কখন মনোযোগ করে। নির্জ্জন স্থানে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সকল কাজ কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু লোকের সাক্ষাতে কোন কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক হয়। স্পর্শানুভবের আধিক্য, কখন অল্পতা, ঘ্রাণ, রসন ও দর্শন-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হইয়া কল্পিত আলোক দর্শন, শব্দ শ্রবণ ইত্যাদি বোধ করে। গাত্রের কোন না কোন স্থানে প্রায়ই বেদনা বোধ করে, সন্ধিস্থানে, বক্ষের বামদিকে, মস্তক, উপরপেট, কমর এই কয়স্থানেই প্রায় বেদনা বোধ করে। স্পর্শানুভবের অল্পতা, কোন স্থান অসাড় বা অবশ, বাকরোধ ইত্যাদি কখন২ থাকে। এই পীড়াতে ঋতুর নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য ও পাকযন্ত্রের অনেক প্রকার ক্রিয়াবিশৃঙ্খল হয়। তন্মধ্যে অম্লাধিক্য, অজীর্ণ, বমনইচ্ছা, বমন, পেট-ফোলা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কখন পুরুষসহবাসে ইচ্ছা, এবং কোন এক বিশেষ বিষয়ের প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়। রোগীর নিকট ভূত ইত্যাদির কথা কহিলে ভূত প্রেতাদির বিষয়ই তাহার মনে প্রতীতি জন্মে, রোজা, ঝাড় ফোক করিয়া রোগীকে ঠিক পোষা ভালুকের মত যাহা করিতে বলে সে তৎকালে তাহাই করে।

কারণ—স্ত্রীজাতির বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট নারীরই এই পীড়া অধিক হয়। যৌবন অবস্থায় অর্থাৎ ঋতু প্রকাশ হইতে ঋতু লোপ হওয়া মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিধবা ও অবিবাহিতা যুবতী বেশী হয়, স্ত্রীগণের এই পীড়া অধিক হইলেও বিবাহিতা, স্বামীসোহাগিনী এবং কুলটাগণমধ্যে ইহা বেশ দেখা যায়। স্নায়ুপ্রধান ধাতু, মানসিক যাতনা ও উদ্বেগ ইত্যাদিই ইহার কারণ। সহরবাসী ও উত্তম অবস্থায় শ্রমবিমুখ ও বিলাসী নারী মধ্যে ইহার একবারে অভাব না হইলেও প্রভাব নিতান্ত কম। বিলাসী ও শ্রম-বিমুখতা ইহার একটী প্রধান কারণ। ঋতুর সহিত ইহার সামান্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কোন কারণে দেহ দুর্ব্বল, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি

অবস্থা ঘটিয়াই, এই পীড়ার প্রবল অবস্থা উপস্থিত হয়। এই পীড়া একবার ভালরূপে জন্মিলে আরাম হওয়া দুষ্কর, কিন্তু ইহা প্রায় সাংঘাতিক হয় না।

এই পীড়া ঔষধাদির দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না, পথ্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই।

চিকিৎসা—রোগাক্রমণের কালে রোগীর মুখ ও নাসারন্ধ্র কিয়ৎ কালের জন্য বলপূর্ব্বক বন্ধ করিলে ক্ষণিক শ্বাসরুদ্ধ হওয়াতে হঠাৎ রোগী চৈতন্য লাভ করিতে পারে। মস্তকে শীতল জলধারা ও মুখে শীতল জলের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়, রোগী অচেতন হইলে উহাকে জোরে ডাকিলে শীঘ্র চেতন হইবার সম্ভাবনা। নিসাদল ও টাটকা কলিচুণ একত্র করিয়া উহাহইতে উদ্গত উগ্র এমোনিয়া বাষ্প অথবা যদি স্মেলিং সল্ট বা কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়া পাওয়া যায় তবে তাহার ধূম ঘ্রাণ দিলে শীঘ্র চেতনা হয়। কমরের ঘুন্সী ও কাপড় ঢিলা করিয়া দেওয়া উচিত, গলাতে কোন অলঙ্কারাদি টানভাবে থাকিলে তাহা খুলিয়া বা ঢিলা করিয়া দেওয়া উচিত। রোগী হাত পা অধিক ছুড়িলে তাহা বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে পীড়া বৃদ্ধি হয়, এজন্য হস্ত পদাদি বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। তবে রোগী যাহাতে নিজকে আহত করিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া চাই। এই পীড়ার ভাবভঙ্গি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এজন্য আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত ভীত হয়, কেহ রোগীর নিকট ব্যাকুলিত বা ভীত হইলে রোগীর পীড়ার আক্রমণ শীঘ্র শেষ হয় না। এজন্য রোগীর নিকট ব্যাকুলিত হওয়া ও আর্ত্তনাদাদি করা অনুচিত। এরূপ লোককে রোগীর নিকট থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। অচৈতন্যাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া শলাদ্বারা প্রস্রাব করান উচিত। উন্মাদের ন্যায় প্রমত্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সুচিকিৎসকের দ্বারা ক্লোরোফরম ঔষধ আঘ্রাণ করান আবশ্যক। অচৈতন্যাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে ঔষধ ও খাদ্য পিচকারী দ্বারা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অচৈতন্যাবস্থায় দেহের কোন-স্থানে রাইয়ের পটী বা বিষ্টার প্রয়োগে কখনং শীঘ্র চৈতন্য লাভ হয়। পীড়ার প্রবল অবস্থা ব্যতীত অন্য সময় রোগীর শুশ্রূষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই, ঔষধাদিতে বিশেষ উপকার হয় না। লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, সকল বিষয়ে মিতভা, পর্য্যাপ্ত নিদ্রা, শ্রম ও নির্ম্মলবায়ু সেবন আবশ্যক, কোন প্রকার চিন্তা ও উদ্বিগ্ন অবস্থা বড়মন্দ, মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও নিরুদ্বেগ থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, ঋতু প্রকৃতিস্থ থাকার প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই। রোগীর প্রতি বেশ মমতা ও ভালবাসা রাখা আত্মীয়গণের কর্ত্তব্য, রোগীর মন কোন কার্য্য বা বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

——:——

রজের অভাব।

আমাদের দেশে ১১ হইতে ১৪ বৎসর মধ্যে সচরাচর প্রথম রজঃ প্রকাশ পাইয়া ৪০। ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু গর্ভকাল ও স্তনদান কালে ঋতু বন্ধ থাকে। এই স্বাভাবিক কারণ ব্যতীত ঋতু বন্ধ হইলে তাহাকে পীড়া কহে। এই ঋতুবন্ধ তিন প্রকার, ১। আদৌ ঋতু হয় না, ২। ঋতুর রক্তস্রাব হয়, কিন্তু বাহির হইতে পাবে না; ৩। রজোদয় হইয়া অন্তর্দ্ধান হয়। ১ম প্রকার অতি বিরল, কখন২ ১৫ বৎসর মধ্যে রজোদয় না হইয়া ১৬। ১৭ বৎসরে হয়। কিন্তু এই বিলম্ব নানাবিধ কারণে হইতে পারে, এই বিলম্বকে রোগ বলা উচিত নহে।

যৌবন অবস্থায় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলেও যদি রজঃ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই কোন প্রকার যন্ত্রের অভাব বশতঃ হইয়া থাকে। ২য় রজঃনিঃসরণ হইয়া বহির্গত হয় না। বালিকার যোনীপ্রণালী সতীচ্ছদ নামক পর্দ্দা দ্বারা স্বভাবতঃ আংশিক আবৃত থাকে কিন্তু কখন২ ঐ পর্দ্দা দৃঢ়ভাবে সম্পূর্ণরূপে যোনিমুখ আবদ্ধ রাখাতে, রজঃ নির্গত হইতে পাবে না, অথবা জরায়ুমুখ কি যোনিদ্বারের কোন স্থানের অবরোধ থাকিলেও নির্গত হইতে পারে না। যৌবন অবস্থা উপস্থিত হইয়া যদি রজঃ প্রকাশ না হয়, অথচ মাসে২ রজোদয়কালীন বেদনা ও অসুখাদির ন্যায় অসুখ ও বেদনা হয়, তলপেট ফুলিয়া উঠে বা তলপেট শক্ত ও উচু হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণকরা উচিত। ৩য় প্রকার রজোলোপই সচরাচর দেখাযায়। মাসিক ঋতু নিয়মিতরূপ হইলে নারীগণের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। উহার অভাবে স্বাস্থ্যের নানা প্রকার ব্যতিক্রম হয়, পূর্ব্বে উক্তহইয়াছে যে গর্ভাবস্থা ও স্তনদানকালে ঋতু স্বভাবতঃ রুদ্ধ হয়, এজন্য কোন কারণে ঋতু বন্ধ হইলে ঐ দুইটী অবস্থা বিস্মরণ হওয়া উচিত নহে। রজোদয়ের পর নারী বিবাহিতা

হইলে অথবা দীর্ঘকালের পর স্বামীর সহিত মিলন হইলে অতিশয় উত্তেজনা বশতঃ দুই তিন মাস রজোলোপ অবস্থা থাকিতে পারে, এই অবস্থা গর্ভের সহিত অনেক সময় ভ্রম হয়। জ্বর, প্লীহা, পেটের ব্যাম ইত্যাদি কোন কারণে দেহ দুর্ব্বলও, রক্তহীন হইলে ঋতু বন্ধ হইতে পারে কোন প্রকার প্রবল মানসিক উদ্বেগ, কোন প্রকার পীড়াদি ব্যতীত দেহে হঠাৎ শৈত্য ও আর্দ্রতা লাগাইলে ঋতু বন্ধ হইতে পারে। যক্ষ্মাকাশ, মূত্রযন্ত্রের পীড়া ইত্যাদিতে দেহ নিবক্ত হইলেও রজঃলোপ হয়। রোগের প্রকৃত কারণ দূর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি নিশ্চয় জানাযায় যে গর্ভ হয় নাই, এবং অন্য কোন পীড়া নাই, তাহা হইলে ঋতুর নিয়মিত সময়ে শৈত্য, আর্দ্রতা প্রভৃতি সকল প্রকার অত্যাচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

১। পিল এলোজ এট্মার্ ৫ গ্রেণ
ফেরিসলফ ১ গ্রেণ
একটি বটিকা প্রস্তুত করিবে।
এইরূপ এক একটী বটিকা দিবসে ২। ৩ বার।

২। পিল এলো এট্ এসাফিটীডা। ৪ গ্রেণ
ফের্বিসলফ ১ গ্রেণ
একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে।
এইরূপ এক একটি বটিকা দিবসে ২। ৩ বার।

কোন ঔষধ না পাওয়া গেলে একটু করিয়া হিং খাইলেও উপকার হয়, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রজোলোপের কারণ নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত রজঃ নিঃসারক ঔষধ কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে, কোষ্ঠ কঠিন থাকিলে কেষ্টরঅয়েল দ্বারা পেট পরিষ্কার করা উচিত. নিয়মিত সময় উপস্থিত হইবার ২। ১ দিবস পূর্ব্ব হইতে ১০। ১৫ মিনিট ঈষদুষ্ণ জলে কটিদেশ পর্য্যন্ত মগ্নকরিলে অথবা ঐ স্থান ধৌত করিলে এই সামান্য উপায়েই অনেক সময় রজোদয় হয়। তাড়িতযন্ত্রের এক

অন্ত তলপেটে ও অপরাস্ত কটিদেশে (লম্বার ভার্টিব্রি) পৃষ্ঠবংশের উপর স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ৫—১০ মিনিট কাল তাড়িতস্রোত চালাইলে তাহাতেও রজোদয় হয়।

রজোধিক বা শক্রের আধিক্য।

মাসিক রক্তের পরিমাণের আধিক্য বা স্থিতিকালের দীর্ঘতা হইলে তাহাকে রজোধিক রোগ বলে। রজঃশোণিত চরাচর ৩ দিন এবং কখন ৫। ৭ দিন পর্য্যন্তও থাকে, উহার পরিমাণ দেশ, জলবায়ু, তাপ, দৈহিক স্বভাব ও স্বাস্থ্য বিশেষে ন্যূনাধিক্য হয়, এজন্য এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা হয় অন্যের পক্ষে তাহা অধিক বা অল্প হইতে পারে। যাহাহউক অল্প ইতরবিশেষ সহজে জানিতে না পারিলেও পীড়িত অবস্থা জানা কঠিন নহে।

কখন২ রক্তের পরিমাণ অধিক হয় না বটে কিন্তু ১৪ বা ২১ দিন পর্য্যন্ত থাকাতে অনেক রক্তপাত হয়। কখন২ রক্ত স্বাভাবিক থাকে কিন্তু ২ বা ৩ সপ্তাহ পরে ঋতু হইয়া থাকে।

কারণ—অধিক সন্তান উৎপাদন, দীর্ঘকাল স্তনদান, অত্যধিক রতিক্রিয়া, প্রসবের পর অধিক রক্তস্রাব, অতিশ্রম, শৈত্য, অসদুপায়ে গর্ভপাত, গর্ভাশয়ের বিশেষ প্রকার পীড়া, ঋতুকালে পুরুষ সহবাস, প্রসবের পর অল্পদিন মধ্যে পুরুষ সহবাস এই গুলিই প্রধান।

চিকিৎসা—পীড়ার কারণ দূর করা, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ঋতুকালে সম্পূর্ণরূপ বিশ্রামে থাকা, তলপেটে ও উরুদেশে শীতলজল প্রয়োগে উপকার হয়, কটিদেশে অধিক কাপড় বাধিয়া ঐ স্থান গরম করা উচিত নহে, হস্ত পদ ইত্যাদি উত্তম রূপে আবৃত রাখিয়া উষ্ণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। যোনিপ্রণালীতে শীতলজলের পিচকারি, কমরের পশ্চাৎদিকে তার্পিণ মালিস করিলে উপকার হয়। রক্ত নির্গমনের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলে ;—

১। টিং ওপিয়াই—১৫ বিন্দু গালিক এসিড ৫ গ্রেণ, ডাইলিউট্‌ সলফিউরিক এসিড ১০ বিন্দু, দারচিনির জল অর্দ্ধছটাক। একত্র মি-

খাইয়া একমাত্রা ঔষধ প্রস্তুত কর, দিবসে ৩। ৪ বারে এইরূপ ৩। ৪ মাত্রা ব্যবহার করা যায়।

২। সুগার অবলেড ৩ কি ৪ গ্রেণ, অহিফেণ ১ গ্রেণ, ইহাতে এক বটিকা প্রস্তুত কর, প্রতি ৩ কি ৪ ঘন্টায় একং বটিকা দেওয়া যাইতে পারে।

৩। আর্গট অব্ রাইচূর্ণ ৫ গ্রেণ মাত্রায় অথবা টিংচার আর্গট ২০ মিনিম গেলিক এসিড ১০ গ্রেণ, জল এক আইন্স মিলাইয়া এক মাত্রা প্রস্তুত কর।

৪। গেলিক এসিড ৫ গ্রেণ, টিংচার আর্গট ২০ মিনিম, টিংচার কেনাবিসইণ্ডিকা ১০ মিনিম, জল ১ আউন্স মিলাইয়া এক মাত্রা প্রস্তুত কর।

উক্ত ৪ প্রকারের কোন প্রকার ঔষধ দিবসে ৩। ৪ বার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে স্থলে সুচিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়, তথায় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রোগীর স্বাস্থ্য উন্নতি করা একান্ত কর্ত্তব্য, তজ্জন্য ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময় টিংচার ষ্টিল ৭ কি ১০ মিনিম ইনকিউজন কলম্বা বা কুযাসিয়া এক আউন্স, কিম্বা পিল এলোজ এট্ মর্ ৫ গ্রেণ, ফেরিসলফ্ ১ গ্রেণ, এক বটীকা দিবসে তিনবার। প্রবল অবস্থায় পুরুষসহবাস হইতে বিরত ও স্থিরভাবে শয়ন থাকা কর্ত্তব্য, এরূপ অবস্থায় সন্তানকে স্তনপান করান একান্ত অকর্ত্তব্য। এই পীড়ার সহিত প্রায় শ্বেতপ্রদর রোগ বর্ত্তমান থাকে এজন্য যোনিপ্রণালী শীতল জলের পিচকারী দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কথনং যৌবনকালে অধিক পুরুষসহবাস ইচ্ছা প্রভৃতি জন্য এই পীড়া হয়, তথন ব্রোমাইডঅব পটাস ১৫ কি ২০ গ্রেণ মাত্রায় জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনে বিশেষ উপকার হয়। সামান্য ঔষধ মধ্যে হরিৎ চা পান করিলে কথনং উপকার হয়।

কষ্টরজঃ।

স্বাভাবিক অবস্থায় রজোনিঃসরণে নারীগণের প্রায়ই কোন অসুখ বোধ হয় না, তবে কাহারওং কটিদেশে ও তলপেটে একটু

বেশী ভার বোধ, আলস্য, বা দৈহিক গ্লানি এবং জড়তার আধিক্য ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু পেটে বেদনা হয় না। ঋতুকালে পেটে বেদনা হইলেই তাহাকে কষ্টরজঃ কহে। এই কষ্টরজঃ রোগ জন্য অনেক স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়। কষ্টরজঃ রোগের যাতনা কোন২ সময় এত অধিক হয় যে শূল পীড়াক্রান্ত, রোগী যেরূপ ছিন্নকণ্ঠকপোতের ন্যায় যাতনায় অস্থির থাকে এই পীড়াতেও ঠিক সেই প্রকার হয়। আমাদের দেশের নারীগণ স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা এজন্য এসকল পীড়ার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিলেও অন্যলোককে প্রকাশ করিয়া বলা দূরে থাক, স্বীয় আত্মীয়স্বজনের নিকট ও সহসা প্রকাশ করেন না, আবার এই সকল রোগের সুচিকিৎসকও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। যাহাহউক এই পীড়ার বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। কারণ ভেদে এই রোগটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম স্নায়বীয়—মাসিক ঋতু হইবার ২। ১ দিন পূর্ব্বে সচরাচর বেদনা উপস্থিত হয়, দেহের গ্লানি, শিরঃপীড়া, কমর ও তলপেটে বেদনা হয়, পেটে ব্যথা, জঙ্ঘায় টান বোধ ইত্যাদি হইয়া অল্প রজঃ নিঃসৃত হয়, শোণিত বেশ পরিষ্কার রূপ নির্গত হইলে শীঘ্র যন্ত্রণা লাঘব হয়, কিন্তু উহার পরিমাণ প্রায়ই কম হয় এবং তাহাতে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী শয্যাগত থাকে। মধ্যে২ বেদনা কমও বৃদ্ধি হইতে পারে। কখন২ এই সঙ্গে গুল্ম বায়ু (হিষ্টিরিয়া) পীড়া উদয় হয়। এই পীড়া যৌবন অবস্থার প্রারম্ভে অথবা বন্ধ্যানারীর ২৪। ২৫ বৎসর বয়সে সচরাচর দেখা যায়। দুর্ব্বল নারীগণেরই এই প্রকার পীড়া হয়। বেদনা অত্যন্ত অধিক হইলে এক গামলা গরমজলে রোগীর কমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া অর্দ্ধঘন্টা পর্য্যন্ত রাখিলে বেদনার অনেক লাঘব হয়, ঐ জলে আড়াই ভরি সোডা ও আধ কি একভরি আফিম গুলিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। এক্সট্রাক্ট বেলেডনা ৫ গ্রেণ, অক্সাইড অব জিঙ্ক ৮ গ্রেণ অলিভ অয়েল কি মাখনের সহিত মিলাইয়া পিপুলের মত একটী বাত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি প্রণালীতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে যন্ত্রণা বিশেষ লাঘব হয়, ঐ বাত্তিটী যোনিপ্রণালীর ভিতরে অঙ্গুলির সাহ-

দ্বারের প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটী অথবা প্রাতে একটী ও সন্ধ্যায় একটী এই প্রকার ব্যবহার করিলে বেদনার যথেষ্ট লাঘব হয়। রোগী নিজেই উক্ত বাতি ব্যবহার করিতে পারে। বেদনা অসহ্য হইলে ক্লোরোডাইন ২০ মিনিম (ছোট শিশির মুখের ১৫। ২০ ফোঁটা) অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিলাইয়া সেবন করাইলে যন্ত্রণা দূর হয়, এবং একবার সেবনে যন্ত্রণা দূর না হইলে এক ঘণ্টা পরে আর একমাত্রা সেবন করান যাইতে পারে। ক্লোরোডাইন না দিয়া এক্সট্রাক্টওপিয়ম এক গ্রেণ বড়ি করিয়া খাওয়াইলেও বেদনা দূর হয়। অথবা আফিং ১ গ্রেণ, এক্সটাক্ট বেলেডনা ॥০ গ্রেণ, একত্রে বটিকা করিয়া সেবন করিলে আরও ভাল হয়। টিংচার অপিয়ম ১০। ১৫ ফোঁটাতেও ঐ কাজ হয়।

ঋতুকালে ছেলেকে অবশ্যই স্তনপান করিতে দেওয়া উচিত নহে, তবে যদি কাহারও ছেলে দুধ খায় তবে উক্ত ঔষধ সেবন কালে অথবা নিতান্ত পক্ষে ঔষধ সেবনের পর ৩। ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছেলেকে দুধ খাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তৎকালে দুগ্ধ বিষাক্ত গুণ প্রাপ্ত হয়।

ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কালে দেহের বলবৃদ্ধি করিতে যত্ন করা উচিত, কডলিভার অয়েল, ও চিকিৎসকের পরামর্শ মত অবস্থাবিশেষে বিবিধ প্রকার বলকর ঔষধ সেবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য নিয়ম প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিমিত শ্রম, পুষ্টিকর আহার মানসিক সচ্ছন্দতা, স্থানপরিবর্ত্তন, জলপথে ভ্রমণ ইত্যাদিতে বিশেষ উপকার হয়।

এই পীড়াক্রান্তা যুবতীগণের ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, ঋতুকাল ও বেদনার অবস্থান কালে পুরুষসহবাস একান্ত নিষিদ্ধ, সর্ব্বদা মন প্রফুল্ল, পরিষ্কৃতি, পর্য্যাপ্ত কাল নিদ্রা, পরিমিতশ্রম ইত্যাদি দ্বারা স্বাস্থ্য উন্নত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

২। রক্তাধিক্য বা প্রদাহ সংযুক্ত কষ্টরজঃ। এই পীড়া প্রৌঢ়াবস্থায় অধিক হয়, ঋতু হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে পিঠে, কমরে

বেদনা, আলস্য বোধ, অস্থিরতা, তলপেটে ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, অনেক স্ত্রীলোকের এই পীড়ার সহিত অর্শ পীড়া থাকে, ঐ সময় অর্শ রোগের টাটানিও বেদনা অধিক হয়, প্রথমে অল্প রজঃ রক্ত নির্গত হয়। তাহাতে যন্ত্রনা সামান্য লাঘব হয়, ২। ৩ দিন পরে পরিমাণ কিছু অধিক হইলে বেদনা কম হয়, মধ্যে চাপ রক্ত নির্গত হইবার কালে বেদনা অধিক হয়। কোনং সময় ঋতুকালে স্তনদ্বয় স্ফীত ও বেদনা যুক্ত হয় এবং ঋতুকালের পরও ঐ বেদনা বিলক্ষণ হ্রাস হইলে একবারে যায় না।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্নায়বীয় কষ্টরজঃ রোগে যে সকল উপায় ও ঔষধ বলা হইয়াছে ইহাতেও বিশেষ উপকার হয়, ঔষধাদিতে বেদনার আতিশয্য নিবারণ না হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে বিশেষ সাবধানে থাকা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য, পীড়াকালে স্বামী-সহবাস অনাবশ্যক ও অকর্ত্তব্য।

৩। যান্ত্রিক কষ্টরজঃ, গর্ভাশয়ের মুখ অবরোধ, উহার স্থানচ্যুতি বা অর্ব্বুদ সঞ্চয়, ইত্যাদি কারণে এই প্রকার পীড়া হয়। এই প্রকার পীড়াতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়, চিকিৎসা দ্বারা এই পীড়া সহজে আরাম হইতে পারে। এই প্রকার পীড়া হইলে নারী প্রায়ই বন্ধ্যা হয়।

ঋতুকালে অতি অল্প রক্ত নির্গত হয় এবং যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হয়। চিকিৎসকের সাহায্য ভিন্ন এই পীড়ার প্রতিকার বা কষ্ট নিবারণ অসম্ভব।

বাধকব্যথা বা কষ্টরজঃ রোগে উলটকমল গাছের কাঁচা মূল ৮০ আনা ওজন ৭টি গোলমরিচের সহিত জল দিয়া শিলে বাঁটিয়া উহার সমুদায় প্রাতে একবার করিয়া ৭দিন পর্য্যন্ত খাইলে অধিকাংশ পীড়া আরোগ্য হইয়া গর্ভ সঞ্চার হয়। ঋতু হইবার ৭দিন পূর্ব্ব হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়, আর এক সপ্তাহে আরোগ্য না হইলে ঐ নিয়মে ২। ৩ সপ্তাহ সেবন করা কর্ত্তব্য। ঋতুর ২ দিন পূর্ব্বে, ঋতু-

কালিন ৩ দিন ও ঋতুর পর ২ দিন এই সাত দিন সেবন করিলে ও বিলক্ষণ উপকার হয়। উল্টকমল গাছ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিশেষতঃ ঢাকা নগরে বিস্তর আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (অগোষ্টা এত্রোমা)।

গর্ভনষ্ট।

এচিন্তা স্বভাবতঃই মনুষ্যমধ্যে উপস্থিত হইতে পারে যে সুপক্ক বীজ সুকর্ষিত মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যথাবশ্যক তাপ আর্দ্রতা ইত্যাদি পাইলে যেরূপ তাহাহইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার স্ত্রী ও পুং শক্তি যথাকালে সম্মিলিত হইলে তাহা কি জন্য ভ্রূণ অবস্থায় নষ্ট হইবে? যেমন অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ক্ষেত্রের অনুর্ব্বরতা ও বীজের অপক্কতা, বিকৃতি ইত্যাদি নানা কারণে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াও তাহা শুখাইয়া বা নষ্ট হইয়া যায়, ভ্রূণজীবনও সেই প্রকার নানা কারণে গর্ভাশয়ে নষ্ট হইতে পারে। সচরাচর লোকের ধারণা যে ৮ মাসের পূর্ব্বে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে বাঁচে না, কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে সপ্তম মাসের প্রারম্ভে সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া বাঁচিতে পারে।

গর্ভাবস্থার পূর্ব্বে মাসে২ যে সময় ঋতু হইত, গর্ভকালে ঠিক সেই প্রকার সময়েই অধিকাংশ গর্ভ নষ্ট হয়। প্রথম গর্ভ ও বৃদ্ধাবস্থার পূর্ব্বে ঋতু বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের ২। ১ বারের গর্ভ নষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। গর্ভের প্রথম তিন মাস গর্ভ নষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। গর্ভপাতে রক্তস্রাবের অধিক সম্ভাবনা থাকে। এবং ফুল ইত্যাদি নির্গত হইবারও অনেক ব্যাঘাত হয়, এজন্য গর্ভস্রাবে যে কেবল সন্তান নষ্ট হয় এরূপ নহে তাহাতে গর্ভবতীরও বিপদের ভয় থাকে।

গর্ভপাতের নানা প্রকার কারণ আছে। কতকগুলি কারণ গর্ভাশয়ের উপর সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করে, আর কতকগুলি দ্বারা ভ্রূণ নষ্ট হয়। যে সকল কারণ গর্ভাশয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া ভ্রূণ বহির্গত করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ, দেহে হঠাৎ অত্যধিক শীত বা তাপ প্রয়োগ, যথা অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণ জলে স্নান, অতি বিরেচন, অন্ত্র মধ্যে কৃমির উত্তেজনা, আমাশয় পীড়ায়

বেগ, কোষ্ঠবদ্ধজন্য অন্ত্রের উত্তেজনা, সন্তানকে স্তনদান বা স্তনে কোন প্রকার অস্ত্রচিকিৎসা, মূত্রাশয়ে পাথরীর উত্তেজনা, দন্ত উৎপাটন এই সকল কারণই প্রধান। কোন২ নারীর আবার সহজে গর্ভ নষ্ট হয় না, অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ, কোন প্রকার আঘাত, প্রবল পীড়া, জরায়ু, যোনি, স্তন, ডিম্বকোষ ইত্যাদি স্থানে আঘাতাদি লাগাতেও গর্ভ নষ্ট হয় নাই, এরূপ দেখা গিয়াছে।

প্রসূতির দেহে রক্তাধিক্য অথবা রক্তের অল্পতা জন্য ভ্রূণ পীড়িত ও মৃত হইয়া গর্ভপাত হইতে পারে, অনুপযুক্ত বা অসম্পূর্ণ আহার, দেহ হইতে কোন প্রকার রক্ত বা রসাদির নির্গমন, মানসিক বা দৈহিক পীড়া, উপদংশপীড়া, পারদ ব্যবহার, নানাপ্রকার জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি কারণে রক্ত দুর্ব্বল বা দূষিত হইলে ভ্রূণ নষ্ট হইয়া গর্ভপাত হয়। গর্ভাশয়েরস্থানচ্যুতি, জরায়ুর গ্রীবায় ক্ষত, অত্যধিক সঙ্গম ইত্যাদিতে গর্ভ নষ্ট হয়।

কোন২ স্ত্রী লোকের পুনঃ২ গর্ভপাত হয়, জরায়ুর দেহের বক্রতা, কষ্টরজঃ ও স্নায়ুশূল পীড়াগ্রস্ত ইত্যাদি নারীর পুনঃ২ গর্ভনষ্ট হইতে পারে। পুনঃ২ গর্ভপাতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ উপদংশ রোগের বর্ত্তমানতা। উপদংশ কারণে ভ্রূণ পীড়িত, গর্ভাশয় ও রক্ত বিকৃত এবং দুর্ব্বল থাকে এজন্য পুনঃ২ গর্ভপাত হয়। রেলগাড়ী বা তাদৃশ যান আরোহণ, মেলেরিয়া, উদরাময় পুরাতনজ্বর ইত্যাদি কোন প্রকার পীড়ায় রক্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা অধিক। অসার বা অপূর্ণ আহারে দেহ হীনবল ও রক্ত দূষিত থাকিলে গর্ভ নষ্ট হইতে পারে, অত্যধিক শ্রম অত্যাচার প্রভৃতিতেও গর্ভ নষ্ট হয়। অতি অল্প বয়সে গর্ভ সঞ্চার হইলেও গর্ভ নষ্ট হইতে পারে। নরনারীর বয়স অত্যন্ত বিসদৃশ হইলেও গর্ভ নষ্ট হইতে পারে।

এই রোগের কারণ অনেক প্রকার কিন্তু উপদংশ ও দুর্ব্বলতা জন্য সচরাচর পুনঃ২ গর্ভপাত হয় এজন্য উপদংশ নাশক ঔষধ ও কডলিবার অয়েল প্রভৃতি বলকারক ঔষধ অবস্থা বিশেষে মহোপকারী।

হোমিওপ্যাথিক মতে ইউপেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম, এলোট্রিস ফেরাইনা, কলফিলম, ভাইবর্ণিম প্রনিফোলিয়ম, সিমাসিফিউজা, ইত্যাদি ঔষধের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ ঔষধ সচরাচর এই রোগে ৬ ডাবল্য ব্যহৃত হয় ও এক বিন্দু পরিমাণ দিবসে দুই বার কিম্বা দুই বিন্দু পরিমাণে একবার জলের সহিত সেব্য।

গর্ভপাত হইবার পর সচরাচর অতি সত্বর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু তাহা মঙ্গলকর নহে, এজন্য গর্ভপাত হইবার পর যত বিলম্বে পুনরায় গর্ভসঞ্চার হয় ততই নিরাপদ, সহবাস বন্ধ রাখিলে অথবা মাসিক রজঃপ্রকাশের ২। ৩ দিন পূর্ব্বে, ঋতুকাল ও উহার পর এক সপ্তাহ এই কালমধ্যে সহবাস না করিলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা নিতান্ত কম।

স্বাভাবিকরজোলোপ।

দেহ বার্দ্ধক্যের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে, রজোলোপ তাহার একটি প্রধান চিহ্ন। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে জনন শক্তির প্রয়োজন থাকে না, এজন্য প্রকৃতি তাহা হরণ করিয়া লয়। ৪৫—৫৫ বৎসর বয়স মধ্যে রজোলোপ হয়। ইহা স্বাভাবিক অবস্থা। এই ঘোর পরিবর্ত্তনকালে অনেক নারী নানা প্রকার অসুখ ভোগ করেন কাহারো২ ঋতু হঠাৎ ২। ১ মাসেই বন্ধ হয়, কাহারও বা কিছুদিন অনিয়মিত থাকিয়া অর্থাৎ মধ্যে২ বন্ধ থাকিয়া শেষে একবারে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, এই সময় কাহারও নানাপ্রকার পীড়া অধিক হইয়া থাকে। অস্থিরতা মেজাজ খিটখিটে, মনচঞ্চল কোনপ্রকার শব্দ সহ্য করিতে পারেনা, সুনিদ্রা হয় না, ক্ষণিক নিদ্রা হইলে দুঃস্বপ্নে তাহার ব্যাঘাত হয়, কখন অধিক গ্রীষ্ম বোধ ও দেহ ছটফট করে, পরক্ষণেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ উদরস্ফীত, পেটে ভার বোধ হয় ইত্যাদি। এই সকল অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পটাসিয়মব্রোমাইড———২০ গ্রেণ

ইনফিউসন কলম্বা———১ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা।

প্রত্যহ ২ কি ৩ বার এক২ মাত্রা সেবন করা যাইতে পারে। সুযোগ পাকিলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর।

পরিশিষ্ট।

ঔষধরূপ মহাস্ত্র চিকিৎসক রথীর নিকটেই থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, সারথির হাতে দিলে পদে পদে তাহার অপব্যবহার এবং তজ্জন্য এক গুণ ইষ্ট না হইতেই শতগুণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আর বিনা ঔষধে প্রকৃতি অনেক রোগ সহজে ও নিরাপদভাবে আরোগ্য করিয়া থাকেন, ঔষধের অপব্যবহার বিনাচিকিৎসায় থাকা অপেক্ষা অনিষ্ট কর, কারণ বিনা চিকিৎসায় কেবল রোগের অনিষ্টকারিতাই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ঔষধের অপব্যবহারে রোগের অনিষ্টকারিতা ব্যতীত ঔষধের অপকারিতা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হয়, অযথারূপ ঔষধ ব্যবহার করিলে তাহা নিশ্চয়ই অনিষ্ট উৎপাদন করে। এজন্য চিকিৎসক ভিন্ন অন্যের হস্তে ঔষধ প্রয়োগের ভার দেওয়া একান্ত অকর্ত্তব্য। আমাদের এই বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও জননেন্দ্রিয়ের সংসৃষ্ট ব্যাধিগুলি, এমন কি নির্দ্দোষ ব্যাধিগুলিকেও লোকে বিশেষ গোপন করিয়া অসহ্য রোগযন্ত্রণা প্রাণপনে ভোগ করিতে থাকে অন্যের নিকট সহসা প্রকাশ করে না। এজন্য প্রমেহ, উপদংশ, শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ এই কয়টি পীড়ার সহজ চিকিৎসাপদ্ধতি প্রকাশ করিতেছি।

প্রমেহ—(১) দীর্ঘকাল স্নান না করিলে, রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ঋতুমতী ইত্যাদি দূষিত নারীগমন, ইউরিক এসিড ধাতু, অতিরতি ইত্যাদিতে মূত্রনালী হইতে যে সামান্য প্রকার রস নির্গত ও প্রস্রাব করিতে সামান্য জ্বালা বোধ হয়, তাহার বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই (২) পরিষ্কার থাকা এবং ডাবের জল, সরবত ইত্যাদি পান করিলে সহজে আরাম হয়।

প্রমেহ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সহবাসে অথবা প্রমেহ পীড়ার পূজাদি দৈবাৎ কোন প্রকারে মূত্রনালীতে লাগিলে প্রকৃত বা বিবজ প্রমেহ রোগ জন্মে। প্রথম অবস্থায় মূত্রনালী শুড়্২ করে ও গরম বোধ হয়, তারপর মূত্রত্যাগে জ্বালা ও পূজাক্ত ধাতু নির্গত হয়। প্রথম অবস্থায় বিহিদানা অথবা ইসুবগুল কিম্বা আরবি গঁদ কি কতিলা জলে ভিজাইয়া উহার মণ্ড মিছরির সহিত পান করা উচিত। নানাপ্রকার সরবত, ডাবের জল ইত্যাদি পানীয় পান করিলে মূত্র তরল হইয়া মূত্রনালী ধৌত হইয়া যায় এবং মূত্র পাতলা হওয়াতে জ্বালা কম হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যখন শুড়্২করে ও গরম বোধ হয় তখন কোন২ চিকিৎসক বলেন, এক গ্রেণ কাষ্টিকি (নাইট্রেট অব্ সিলভার) দুই ছটাক চোযান জল, ধুষ্টির জল, গোলাপজল কিম্বা বরফ গলাজলে দ্রব করিযা উহার এক কাঁচ্চা পরিমাণে কাচের পিচকারীদ্বারা মূত্রনালীতে প্রতি চারিঘন্টার পিচকারী দিলে বিলক্ষণ উপকার হয; এমন কি পীড়া এই অবস্থাতেই শেষ হয়। মূত্রনালীতে পিচকারী দিতে কাচের পিচকারীরমুখ মূত্রনালীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। বাইক্লোরাডি অব্ মার্করি ১ ভাগ ঈষদুষ্ণ জল ১৫০০০ ভাগ মিলিত করিয়া উহার অর্দ্ধছটাক পরিমাণ প্রতিঘন্টার ১ বার পেচকারি দিলে তরুণ প্রমেহ ২৪ ঘন্টামধ্যে আরোগ্য হয়। মূত্রনালীতে পিচকারীদিতে হইলে মূত্রত্যাগের অব্যবহিতপরে দেওয়া উচিত তাহাতে মূত্রনালী ধৌত হইয়া পরিষ্কার থাকে ঔষধ ভাল জলে গুলিয়া পিচকারীর মুখ মূত্রনালীতে প্রবিষ্ট করিয়া পিচকারী দেওয়া উচিত আর পিচকারী ব্যবহারান্তে পিচকারির মুখ বাহির করিয়া মূত্রনালীর মুখ টিপিয়া ধরিয়া রাখা উচিত যেন ঔষধ শীঘ্র পড়িয়া না যায়। মূত্রনালীতে পিচকারী দিলেই এই নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। এই চিকিৎসার সঙ্গে বিশেষ ঔষধ খাইতে দেওয়া হয়। এই অবস্থার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না, আর পিচকারী দেওয়াতে অনেকের আপত্তি থাকে। এজন্য পিচকারী না দিয়া ঐ অবস্থায় বালসম্ কোপেবা ২০—৩০ মিনিম অথবা চন্দনের তৈল

২০—৩০ মিনিম, মেগনেসিয়া, চিনির সরবত অথবা গ্রুদের মণ্ডের সহিত দিবসে তিনবার ব্যবহার করা যাইতে পারে; এই ঔষধ দুই দিনের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে, এই গেল প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যখন জ্বালা যন্ত্রণা হয় নাই ও ধাতু পড়ে নাই, কিন্তু এই অবস্থায় কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল, ২ য় অবস্থা অর্থাৎ যখন ধাতু পড়ে ও অত্যন্ত জ্বালা করে তখন বিহিদানা, গঁদের মণ্ড, ডাবেরজল প্রভৃতি দ্রব্য ও নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনে উপকার হয়।

বাই কার্ব্বনেট অব পটাস	১০ গ্রেণ
টিংচার হায়ে সায়েমস	৩০ মিনিম
নাইট্রেট অবপটাস	১০ গ্রেণ
নাইট্রিক ঈথার	৩০ মিনিম
ইনফিউজন বুকু	১ আউন্স।

এই পূর্ণ বয়স্কের জন্য একমাত্রা, এইরূপ এক২ মাত্রা দিবসে তিনবার দেওয়া যাইতে পারে।

যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও বেদনা অধিক হয় তবে

মেগনেসিয়া সলফেট	২ ড্রাম
নাইট্রেট অব্ পটাস	২০ গ্রেণ
কর্পূরের জল	১ আউন্স

পূর্ণ বয়স্কের একমাত্রা।

এইরূপ এক একমাত্রা দিবসে তিনবার দেওয়া যাইতে পারে, এই ঔষধ ৪ বারের অধিক সেবন করান উচিত নহে, ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাবকালে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। বেদনা ও জ্বালা অত্যন্ত অধিক থাকিলে ও রোগী সবল হইলে ঐ ঔষধের প্রত্যেক মাত্রার সহিত $\frac{1}{6}$ কি $\frac{1}{8}$ গ্রেণ টার্টারএমেটিক মিলিত করিলে বিলক্ষণ উপকার হয় কিন্তু এই ঔষধ বিশেষ সাবধানে ব্যবহার না করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

অত্যধিক ধাতু নির্গত ও জ্বালা যন্ত্রণায় নিম্নলিখিত ঔষধের পিচকারী অব্যর্থ।

হাইড্রস্টিন	একড্রাম
লাইকর মর্ফিয়া	দুইড্রাম
গঁদের মণ্ড	চারি আউন্স

মিলিত করিয়া, প্রত্যেকবারের ইহার এককাঁচ্চা লইয়া দিবসে ৪বার পিচকারী দিতে হইবে। এই ঔষধটি উদ্ভিদ ঔষধযোগে প্রস্তুত সুতরাং পিচকারী দিলে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

এই অবস্থায় কোপেবা ও চন্দনের তৈল, অধিক ধাতু নির্গত ও জ্বালা যন্ত্রণায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কোপেবা একপ্রকার বৃক্ষের ঘন তৈলাক্ত রস, ইহা অত্যন্ত উগ্রগন্ধ ও তীব্রাস্বাদ, গন্ধাস্বাদ আবৃত করিতে কখনং জিলাটীনের ক্ষুদ্র থলির মধ্যে করিয়া বিক্রয় হয়, তাহাতে উহার গন্ধাস্বাদ কিছুমাত্র অনুভব হয় না, উহাকে কোপেবা ক্যাপস্থল বা জিলাটীন কোটেড্ কোপেবা বলে। এই রূপ কোপেবার ক্রিয়া অনিশ্চিত। কাবাব চিনি গোলমরিচের ন্যায় এক প্রকার ফল, উহাতে একটী করিয়া বোঁটাথাকে ইহাও প্রমেহ রোগে উপকার করে, কুড়ি কি ত্রিশগ্রেণ কাবাবচিনি চূর্ণ ১০ গ্রেণ সোরার সহিত দিবসে তিনবার সেবন করা যাইতে পারে কিন্তু ইহার ক্রিয়া অনিশ্চিত, প্রমেহ রোগে পিচকারি দিতে হইলে ৩—৬ গ্রেণ ট্যানিক এসিড অর্দ্ধছটাক জলে দ্রব করিয়া পিচকারী দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ, ইহার পর ফটকিরি ও সলফেটঅফজিঙ্ক বা ক্লোরাইড অব জিঙ্ক ইহাদের কোন একটীর ৩। ৪ গ্রেণ অর্দ্ধছটাক পরিষ্কার জলে দ্রব করিয়া দিবারাত্র মধ্যে ৪। ৬ বার ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রমেহ রোগের আনুসঙ্গিক অনেক পীড়া আছে তাহা এই পুস্তকে বর্ণণ করা স্থানাভাব। প্রমেহ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির বস্ত্র ও হস্তাদিতে ধাতু বা পূজাদি লাগিয়া চক্ষে লাগিতে পারে, তাহাহইলে ভয়ানক চক্ষুপীড়া জন্মিতে পারে। এজন্য পীড়িত ব্যক্তির এবিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকাচাই।

গরমির ঘা ও উপদংশ—প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ঘা হইবামাত্র ঘা পরিষ্কার করিয়া প্রথমে কাষ্টিকির বাতি দিয়া বা কাষ্টিকির জলে (কা-

টকি ৪০—৬০ গ্রেণ চূর্ণ জল অর্দ্ধছটাক) তুলী ভিজাইয়া ক্ষত উত্তম রূপে দগ্ধ করিবে কিম্বা উগ্র নাইট্রিক এসিড কি কার্ব্বলিক এসিড তুলি দিয়া অতিসাবধানে ঘায়ে লাগাইয়া দিবে, অত্যন্ত অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্যবহার করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে জলদিয়া ধৌত করিয়া ফেলিবে। তার পর ক্ষতে কার্ব্বলিক তৈলের পটী (সুইট অয়েল ২০—৩০ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড একভাগ) কিম্বা ব্লাক ওয়াসের (কেলমেল ৩গ্রেণ চূর্ণের জল ১ আউন্স) নেকড়া ভিজাইয়া ঘায়ে পটী দিবে। কিন্তু এই রোগে "আইয়োডফরম্" অভিনব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, ঘা অত্যন্ত পচা ও অঙ্কুরহীন হইলে এই ঔষধ চূর্ণ, ক্ষতে ছড়াইয়া সাদা মলমের পটী দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। অথবা আইয়োডফরম ॥০—১ ড্রাম, সাদামলম এক আউন্স উত্তমরূপে মিলাইয়া পটীদিতে হয়। পোমেটমে সাদামলমের কাজচলে আর আধভরি মোম, ২ ভরি বাদাম, জলপাই, তিল কিম্বা নারিকেল তৈল একত্রে আগুনের তাপে গলাইয়া লইলে সাদামলমের কাজ হয় কিম্বা মাখন হইলেও চলে। ভেজিলিন নামক ঔষধ পাওয়া গেলে সর্ব্বা, পেক্ষা ভাল হয়, ইহা সাদামলমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। ঘা লাল হইলে ও শুখাইয়া আসিলে কেবল সাদামলমের পটী দিলেই হয়।

প্রকৃত উপদংশ পীড়া অর্থাৎ যাহাতে রক্ত বিষাক্ত হয়, গায়ে দানা উঠে, বাতের পীড়া হয়, মুখে ঘা হয় ইত্যাদি লক্ষণে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পটাসিয়ম অইওডাইড	১০ গ্রেণ
বাই ক্লোরাইড্ অব্ মার্করি	$\frac{1}{2}$০ গ্রেণ
ডিককসন সালসাকম্পাউণ্ড	১ আউন্স

পূর্ণবয়স্কের পক্ষে একমাত্রা। দিবসে দুই কি তিনবার দেওয়া যাইতে পারে, ঔষধ সেবনে অত্যন্ত সর্দ্দি হইলে কি দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা লাল অধিক নির্গত হইলে মধ্যে২ ঔষধ বন্ধ করা উচিত। এই ঔষধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত সেবন করা উচিত নহে, প্লীহা বা রোগী দুর্ব্বল থাকিলে ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

উক্ত ঔষধে অতি অল্প পারদ আছে এজন্য পারদ ব্যতিত ঔষধ যাহারা সেবন করিতে চাহেন তাহারা—

পটাসিয়ম আইয়োডাইড ৫—১০ গ্রেণ
ডিককসন সালসাকম্পাউণ্ড ১ আউন্স
দিবসেতিনবার।

দুর্ব্বল অবস্থায় ও প্লীহাদি থাকিলে—

কড্‌লিবার অয়েল ১—২ ড্রাম
শিরপফেরি আইওডাইড ৷০ ড্রাম

দুগ্ধের সহিত মিশিত করিয়া আহারান্তে দিবসে দুইবার। সুচি-কিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত পারদ সেবনে মুখ আনা উচিত নহে। পূর্ব্বে যেরূপ অজস্র লাল পড়া পর্য্যন্ত পারদ সেবন করান হইত, এখন ও প্রথাকে একান্ত আপত্তিকর ও বিশেষ হানিজনক বলিয়া জানা গিয়াছে

শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ—সঙ্গমশক্তি হীনতা বা ধ্বজভঙ্গ নানাবিধ কারণে উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্ক ও মেরুমর্জ্জার কোন প্রকার আঘাত বা উহাদের পীড়াদি কারণে জন্মিতে পারে, কোন২ ব্যক্তির আজন্ম এই পীড়া থাকে এই গুলির মূল পীড়া আরোগ্য নাহওয়া পর্য্যন্ত ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। আর এই প্রকার পীড়ার বিষয় আলোচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কোন২ চিকিৎসক বলেন যে মস্তিষ্কও স্নায়ু মণ্ডলের বিশেষ প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাযুক্ত ব্যক্তিগণের বাল্যকালে শয্যামূত্র, যৌবনে আত্মবিকৃতিতে আশক্তিও শুক্রমেহ রোগজন্মে এবং এই প্রকার ব্যক্তিগণ পরিশেষে প্রায় পক্ষাঘাত, উন্মাদও ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, প্রায়ই সমগুণ বিশিষ্ট রক্তসংসৃষ্ট অবৈজ্ঞানিক বিবাহসম্ভূত ব্যক্তির ঐ প্রকার অবস্থা হয়, যাহাহউক অত্যাচার জনিত শুক্রমেহ রোগই আমাদের আলোচ্য। কোন কারণে স্বপ্নদোষ ঘন২ হইলে অথবা সামান্য উত্তেজনায় শুক্রপাত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকারক এই ঔষধে শুক্রধারণ শক্তি প্রকৃতিস্থও পাতলা শুক্র গাঢ় হয়।

এক্ট্রাক্ট বেল্লডনা	।• গ্রেণ
" নক্সভমিকা	।০ গ্রেণ
" জেনসিযেনা	৩ গ্রেণ
কুইনাইন সলফ	১ গ্রেণ
জিঙ্ক ফস্ফেট	১ গ্রেণ

একত্র মিলিত করিযা একটি বটিকা, এই প্রকার একএকটী বটিকা দিবসে দুইবার সেবনীয। যদি এক সপ্তাহ উক্ত ঔষধ সেবনে কোন উপকার না হয অথবা পীডা কিছু কঠিন থাকে তবে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনীয।

এক্ষ্ট্রাক্টবেলেডনা	॥০ গ্রেণ
" নক্সভমিকা	।০ গ্রেণ
" জেনসিযেনা	৩ গ্রেণ

মিলিত করিযা এক বটিকা. এইরূপ এক একটি বটিকা দিবসে দুই বার সেবনীয। সপ্তাহের অধিক কাল চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত উক্ত ঔষধ দুইটি সেবন করা উচিত নহে। উক্ত ঔষধ যে কেবল স্বপ্নদোষ নিবারণ হয, ও শুক্রধারণ ক্ষমতা প্রবল হয এমন নহে, হস্ত মৈথুনের আশাক্ষ বিলক্ষণ খর্ব্ব হয, এই পীড়ায অত্যাচারিকে প্রথমে হস্তমৈথুন হইতে বিরতকরা উচিত. সহজে না হইলে লিঙ্গচর্ম্মের চারি ধার ঘেরিযা ব্লিষ্টার প্রযোগ অথবা লিঙ্গচর্ম্মের উপর পুনঃ২ টিংচার আওডিন প্রযোগ করিলে ঐ স্থানে বেদনা বশতঃ আর উক্ত দুস্ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। স্বপ্নদোষ নিবারণ জন্য একটু শক্ত বিছানা ব্যবহার চাই, চিৎ হইযা শযন করা উচিত নহে শযনকালে কম রের পশ্চাৎদিকে ধুতির একধারের কতক অংশে একটি পুটলী করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে চিৎ হইযা যবন করার ব্যাঘাত হয অথবা নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কোমরের পশ্চাৎদিকে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বপ্নদোষ নিবারণ জন্য শয়ন কালে মলদ্বারে শীতল জলের পিচকারী প্রয়োগও একটি উৎকৃষ্ট উপায। লিঙ্গ মুণ্ডের চর্ম্ম কর্ত্তন করিলে (মুসলমানেরা যেরূপ করে) অথবা উক্ত চর্ম্মকে উলটাইয়া

লিঙ্গমুণ্ডকে স্থায়ীভাবে অনাবৃত রাখিলেও অনেক সময় ইহাতে শুক্র-মেহ আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। মূত্রনালীতে কার্বলিক জলের পিচ-কারীও একটি উৎকৃষ্ট উপায় কিন্তু ইহা সুচিকিৎসকের পরামর্শ সা-পেক্ষ, শীতল জলে পুনঃপুনঃ লিঙ্গ প্রক্ষালনও উৎকৃষ্ট উপায়। শুক্র মেহ সংসৃষ্ট ধ্বজভঙ্গ বা ইন্দ্রিয়শিথিলতা রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকার করে। সকল অবস্থায় শীতল জলে স্নান বিধেয়।

কড্‌লিভার অয়েল	২ ড্রাম
এটকিন সিরপ	১ ড্রাম

দুগ্ধ অথবা জলের সহিত মিশাইয়া দিবসে দুইবার সে-বন করা যাইতে পারে। শরীর সবল আছে অথচ অত্যা-চার জনিত ধ্বজভঙ্গে।

ফসফরস্‌পিল	৩ গ্রেণ
এক্সট্রাক্ট নক্সভমিকা	।০ গ্রেণ
ফেরিসলফ	১ গ্রেণ
কুইনাইন সল্‌ফ	১ গ্রেণ।

একত্রে মিশাইয়া এক বটিকা।

একং বটিকা দিবসে দুইবার।

এই রোগে তাড়িত প্রয়োগও উৎকৃষ্ট উপায়, তাড়িত বিজ্ঞানা-ভিজ্ঞ সুচিকিৎসক দ্বারা তাড়িত প্রয়োগ আবশ্যক।

দুর্ব্বল অবস্থা সংযুক্ত শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ রোগে

টিংচার ষ্টিল	১০ মিনিম
কুইনাইন	১ গ্রেণ
এসিড ফস্ফরিক ডাইলিউট	১০ মিনিম
ইনফিউজন কুয়াশিয়া	১ আউন্স।

একমাত্রা। দিবসে ২। ৩ বার।

অণ্ডকোষের ক্ষয় বা বিকৃতি জন্য ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রমেহ হয়ে এপ্রকার রোগ অসাধ্য। দীর্ঘকাল আত্মবিকৃতি পাপাসুষ্ঠান,

অতিরতি, অপ্রাপ্ত বয়সে অতিরতি, ও বিশেষ প্রকার দৈহিককারণে এই রোগ জন্মে।

দুরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ রোগে হোমিওপ্যাথি মতে বাইসলফেট অব্ কার্ব্বন ও ক্রিযেজোট, ১২ তারল্য এবং সুফার লুটিযা, কোনায়ম, ইউপেটেরিযম পার্পিরিযম ৬ তারল্য ব্যবহারে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

শুক্রমেহ বিশেষতঃ আত্মবিকৃতি জনিত শুক্রমেহ (স্বপ্নদোষা-ধিক্য সামান্য উত্তেজনায় শুক্রপাত, শুক্রের অবস্থা পাতলা, ইন্দ্রিয়শি-থিলতা) রোগে প্রিপেয়ার্ড সালেপ মিশ্রি (Prepared solep misri of Bathgate & co) অথবা কাবুলিদের দোকানের আশল সালেপ মিশ্রি বিলক্ষণ পুষ্টিকর, অত্যধিক রতিক্রিয়া ও আত্মবিকৃতি জনিত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, শীরোঘূর্ণন, স্মরণশক্তি খর্ব্ব ইত্যা-দিতে বিশেষ উপকারী।

কোমল শয্যায় শয়ন করিলে অথবা অধিক পরিমাণ বস্ত্র কটি-দেশে পরিধান করিলে তৎস্থানে তাপাধিক্য বশতঃ রক্ত বেগে ধাবিত হয়, সুতরাং কটিদেশের জননকেন্দ্র উত্তেজিত হয়। এইজন্য কঠিন বিছানা ভাল ও অধিক শয্যাবস্ত্র বা বস্ত্রাদি জড়িত থাক ভাল নহে, চিত হইয়া শয়ন করিলে পৃষ্ঠমজ্জা গরম হয়, সুতরাং তাহাতে স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে।

শুক্রমেহ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য ভ্রমণাদি ব্যায়াম ভাল নহে। কারণ তাহাতে পদের দিকে রক্তের বেগ বৃদ্ধি হয় এবং ইহাতে ইহার কিযদংশ বস্তিদেশে ধাবিত হয়, এজন্য এ প্রকার শ্রম ভাল নহে।

যে সকল শ্রমেবাহুদ্বয়ে রক্তস্রোত জোরে প্রবাহিত হয় তাঁহাই এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী, যথা লোহার, ছুতার, কৃষকের কার্য্য বি-শেষ উপকারী, অশ্বারোহণ, সেলাইয়ের, কলচালন প্রভৃতি শ্রম অনিষ্ট কর কারণ তাহাতে রক্তস্রোত কটিদেশে ধাবিত হয় আর মধ্যে কাপ-ড়ের ঘর্ষণে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়।

মানসিক, শ্রম বিশেষ উপকারী, লঘুপথ্য, সুরা, তামাক প্রভৃতি মাদক সেবন হইতে বিরত থাকা, নিরামিষ ভক্ষণ বিশেষ উপকারী।

ক্ষুধানতেজ নাথাকিলে, "Kepler Codliver oil" অর্থাৎ কেপলার সাহেবের প্রস্তুত মাল্ট একসট্রাক্ট মিশ্রিত কড্‌লিবার অয়েল বিশেষ উপকারী।

ক্রোড় পত্র।

অত্যাচারের প্রত্যক্ষ পরিণাম।

বিধাতার বিশ্বরাজ্য সুখের আগার।
বিপাক অনলে, আহা। হয় ছারখার॥
যে মতি কোরকে কীট করে বিনাশন।
রাহুগ্রস্থ হলে হয় সুধাংশু যেমন॥
তেমতি যৌবনমদে, উন্মত্ত যে নর।
রিপুর করাল গ্রাসে হয় জরজর॥

প্রিয় পাঠক। এদিকে একবার দৃষ্টি করুণ। ঐ যে কতকগুলি যুবক দুঃসহ জ্বরার যাতনায় ত্রাহিং করিতেছে, কেহবা ভগ্নকঙ্কাল, কেহবা ক্ষতদেহ, কেহবা নির্জীব জড়প্রায় হইয়া দুঃখভারে জর্জ্জরিত হইয়াছে ইহার কারণ কি তাজানেন? অত্যাচার, অনাচার প্রভৃতি রাক্ষসী ইহাদিগকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া, জলৌকারূপে কাহারও রুধির শোষণ, কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর বর্ত্মরূপে কাহারও দেহ ক্ষত বিক্ষত এবং বিষাক্তকীটপতঙ্গরূপে দংশন করিয়া কাহারও দেহ এরূপ বিষজর্জ্জরিত করিয়াছে যে উহারা নিদারুণ যাতনায় কাতরধ্বনি করিতেছে।

কুসঙ্গসহচর, ও যৌবন সুলভ অত্যাচার ও অনাচারে এই অত্যুন্নত জীবশ্রেষ্ঠ মানবদেহ জরাগ্রস্থ হইলে নরকযন্ত্রণার ন্যায় কিরূপ অনুতাপ ও দুর্বিসহ দুঃখানলে অহর্নিশি দগ্ধ হইতে থাকে নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রপাঠে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস জানিতে পারা

বাইবে। আমরা পত্রগুলির সার সংগ্রহ প্রকাশ করিলাম, ভাষা বর্ণবিন্যাস ইত্যাদি অবিকল অপরিবর্ত্তিত রাখিলাম।

১ম পত্র। মহাশয়! আমি একটী ছাত্র। যৌবনসুলভ কুঅভ্যাস বশতঃ ভগ্নসাস্থ্য লইয়া আপনার নিকট সুপরামর্শ লইবারজন্য উপস্থিত হইয়াছি। আমার পীড়ার আমূল বৃত্তান্ত লিখিলাম। আমার বয়স এখন ২১ বৎসর। প্রায় ১৪ বৎসর বয়স হইতে আমার হস্তমৈথুন কুঅভ্যাসেব বশবর্ত্তী হই। যতদিন এই লজ্জাকর কুঅভ্যাসের ফল বুঝিতে না পারিয়াছিলাম তত দিন এসম্বন্ধে কোন কথাই মনে হয় নাই। কিন্তু কিছু দিন হইল ইহার ফলবেশ বুঝিতে পারিতেছি। প্রায ১ বৎসর হইল এঅভ্যাস ছাড়িয়াছি। কিন্তু এখন প্রায় ৬। ৭ দিন পরে রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয। কখনও একবারেব অধিক হয না। কিন্তু স্বপ্নে কোনরূপ কুৎসিত চিত্র বা কার্য্য দেখিতে পাই না। অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বপ্নদোষেব সময লোকে যেরূপ স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গমাদি দেখিতে পায় আমার তাহা হয না। কখনও কখনও শুক্র নিঃসরণের পর নিদ্রাভঙ্গ হয—প্রাযই হয় না। শুক্র নিঃসরণের পব জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকাব বেদনা অনুভব হয এবং শিশ্নে একটুং জ্বালা বোধ হয, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার কিছুই থাকে না। শরীব অপেক্ষাকৃত

* এই পত্র গুলি অতিশয় গোপনীয, এজন্য গোপন ভাবে রাখাই নীতিসঙ্গত কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু ইহার সারমর্ম্ম জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইলে মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনায অগত্যা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ফলতঃ পত্রপ্রেরকগণের নামধাম ও অন্যান্য অনাবশ্যক অংশ পরিত্যক্ত হওয়াতে ও অতিগোপন ভাবে উহাদের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করাতে কাহারও কোন আপত্তি বা ক্ষতি হইতে পারে না এরূপ বোধ হয। ফলতঃ ইহাতেও যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত কারণে তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ইহাই কৃতাঞ্জলীপুটে গললগ্ন বসনে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

যখন সৃষ্টির হিতার্থে মহাত্মা দধিচি নিজের অস্থি উৎপাটন করিয়া সুরপতিকে বজ্র নির্ম্মাণ করিতে দান করেন, যখন শাস্ত্রে উক্ত আছে "দেশের কল্যান হেতু প্রাণ ত্যজীবেক" তখন অস্থি নহে, প্রাণ নহে, সামান্য গুটিকত বিপদবার্ত্তার মূলমর্ম্ম সৃষ্টির মঙ্গল ও দেশের কল্যানজন্য পত্রপ্রেরকগণ যে অকাতরে দান করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বল। কিন্তু শীর্ণ নহে। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারে না যে কোনরূপ পীড়া আছে। মাথা কখনও কখনও ধরে। রাত্রে কাণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয়। অনেকক্ষণ দুই পায়ের উপর বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিলে ভ্রমি দেয়। পেটের অসুখ আছে। হাত, পা, মুখ, কখনও কখনও জ্বালা করে। মুখের কোনে২ স্থানের চর্ম্ম কখনও কখন কম্পিত হয়, বাম হস্তে এবং বাম পদেও ঐরূপ কখনও কখন হয়। প্রস্রাব ২। ৩ বার হয়। প্রাতঃকালের প্রস্রাবের বর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু বিকালে প্রায়ই ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়—অর্থাৎ কষা হইলে যেরূপ বর্ণ হয় সেইরূপ হয়। প্রস্রাব করিতে কোন কষ্ট হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমি হোমিয়প্যাথিক ফসফরিক এসিড ৩০ × খাইয়াছিলাম কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। ৬। ৭ দিবস হইল আপনার "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী" পাঠ করিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে প্রদত্ত শুক্রমেহের প্রথম ঔষধটী এক সপ্তাহ সেবন করায় বেশ ফল লাভ করিয়াছি। এখন অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিব না, সেই ঔষধই আরো কিছু দিন ব্যবহার করিব তাহা জানাইলে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। ইতি ১৪শে পৌষ ১২৯৩। সাল একান্ত অনুগত* (রাজসাহী)।

২য় পত্র। সবিনয় নিবেদন যেতৎ।

২। শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিয়া প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া, বিজ্ঞানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যে কতই দেহের অকল্যাণ করিয়াছি তাহা ভাবিতে গেলে বড়ই কাতর হইতে হয়, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাই ও নৈরাশ্যতার অন্ধকারময় ভীষণ কূপে নিক্ষিপ্ত হই! তথাপি এরূপ বিপদ সমুদ্রের আপনি একমাত্র কর্ণধার ভাবিয়া এ কাতরতায় আশ্বাস ভয়ে সাহস এবং নৈরাশ্যতায়ও আশার উদ্রেক হইতেছে এবং তজ্জন্য আজি আপনার নিকট পরিচয় দিতে প্রস্তুত। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার বিখ্যাত "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালীতে লিখিত অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চালনা প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ও পরে মেডিরা মেডিকা নামক পুস্তকে উপরোক্ত ইন্দ্রিয় চালনার বিষময় ফলের কথা শুনিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছি। আপনার পু-

স্তকে যে সমস্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা লিখিত আছে তাহা আমার দেহে জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনুভব করিতেছি এবং ভীত স্তম্ভিত ও অনন্যো-পায় হইয়া আপনার শরণ লইলাম। আমি পাঠ্যাবস্থায় অস্বাভা-বিক ইন্দ্রিয় চালনায় (হস্তমৈথুন) আশক্ত হইয়া ৩। ৪ বৎসর কাল ঐ ব্যাপারে লিপ্ত থাকি এবং এক্ষণে ক্রমান্বয়ে তাহার ফলভোগ করিতে২ "শরীরটী ঘুণধরা বাঁশ বা ছইবিহীন গৃহের ন্যায় হইয়াছে। প্রথমতঃ পেটের ব্যারামে তিনবৎসর কাল ভুগিয়া পরে মাথার ব্যা-রাম কিছুকাল ভুগিতেছিলাম কিন্তু নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট মোদকাদি সেবন করিয়া একপ্রকার উপরোক্ত দুইটী ব্যারাম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি কিন্তু এক্ষণে একটী ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি এবং তাহাও পরিণাম ফল বলিয়া আপনার পুস্তকে উক্ত আছে। যে দিন হইতে আপনার বহি হাতে পড়িল তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি নিজেই ওরূপ কুক্রীয়া পরিত্যাগ করি কিন্তু স্ত্রীসহবাসে ইচ্ছা হইত না এক্ষণে নিজ স্ত্রীসহবাস করিতে হয় ও বলীচ্ছা বলবতী আছে বটে কিন্তু জন-নেন্দ্রিয়ের সনাক শিথিলতা জন্য রতী কার্য্য সম্যক্ সংসাধিত হয় না। ইতি ৯ জুলাই ১৮৮৬। হলুদ বাড়ী।

৩। Sir, দুঃখ না পাইলে কেহ কাঁদে না, নিতান্ত নিরাশ্রয় নিরু-পায় না হইলে কেহ মান বিকাইয়া ভিক্ষা করিতে আসে না। আমি বিংশবর্ষীয় যুবক, আপনি একজন বয়স্ক এবং সম্মানীয় লোক। আজ আমি লাজের মাথা খাইয়া আপনার নিকট মনের কথা, দুঃখের কথা, গুপ্তকথা, যা বলিতে বন্ধুর নিকটও লজ্জা করে তাই বলিতে আ-সিয়াছি—আমি ঠেকিয়াছি। বস্তুতঃই আমি নিতান্ত ভগ্নহৃদয় এমন কি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, আপনি চিকিৎসক উপায় জানেন, আমাকে একটি ঔষুদ বলিয়া দিন। আমার দুঃখজনক ইতিবৃত্ত শু-নুন। (এই ইতিবৃত্ত অন্যকে জানাইতে পারেন কেন না এই জলন্ত উদাহরণে অনেকের চৈতন্য হইতে পারে) আমি বাল্যকালে এমন কি যখন আমার বয়স ৭ কি ৮ তখনই জগৎবিখ্যাত জগৎপ্রতারক জগতের সুখ হারী Self polation শিক্ষা করি। কুসংসর্গ আমার

শিক্ষাদাতা। আমার সেই কাঁচা বয়সে এই সর্ব্বনাশকর ও জীবন নাশক উপায় শিক্ষা করিয়া আমি পৃথিবীর একসুখ একচেটিয়া করিয়া লইলাম বলিয়া ভাবিযাছিলাম। আমি জানিতাম না—শিক্ষাগুরু আমাকে দেখাইয়া দেন। আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারেন তিনি নীচজাতীয (তাই আমি অনুরোধ করি যে অভিভাবকগণ অথবা আমার ন্যায় যুবকগণ যাহারা ইহার বিষময় ফল ভুগিয়াছেন তাঁহারা এখনও যখন নিজেরা অভিভাবক হইবেন তখন যেন ছেলে পিলেকে নীচ লোকের সঙ্গে না দেন) তখন মনেং করিতাম লোকে কেন বারবিলাসিনী গমনে অপব্যয করে কি কুক্রিযা শক্ত হয়—এইত বেশ উপায ভাবিতাম আমি আর আমার শিক্ষাগুরুই বুঝি এই সুবিধা জানি। কিন্তু এখন দেখি ও শুনি ইহা জগৎবিখ্যাত (চীন হইতে পেরু) প্রায চৌদ্দ আনা লোক এই বিষবৃক্ষের ফল খাইযাছেন। বযসের সঙ্গেং অভ্যাস দিনং বাড়িতে লাগিল। এনম কি পরে প্রত্যহ ইহা না করিযা থাকিতে পরিতাম না। (স্মরণ আছে এক দিবসে দশবার) আমার শারিরীক অবস্থা দিনং নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। শরীর কাষ্ঠপ্রায়। চেহারাতে নিরুৎসাহ, নির্জীবতা ও মলিনত্ব ক্রমে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে লাগিল। মা বাপ বলেন বাছার শরীর কেন বাড়ে না দিনং যে শুকাইযা কাল হইতেছে। কিন্তু বাপু যে তলেং কি করিযা শরীর খোযাইযাছেন তাহা আজ কাল টের পান। যা হউক সংক্ষেপে এই ইতিবৃত্ত শেষ করি। ৮। ৯ বৎসর এই কুক্রিযায লিপ্ত থাকার পর কয়েকজনের সদুপদেশ ও যৌবন সুহৃদ, বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী ইত্যাদি পুস্তক পড়িয়া ইহা পরিত্যাগ করি। তৎকালীন অবস্থা ২। ১ দিন পরে পরেই স্বপ্নদোষ। কোন রাত্রে ২বার। মন দিবারাত্রি কামভাব পূর্ণ। অনৈচ্ছিক, আকস্মিক বা স্ত্রীলোক স্পর্শমাত্রেই বীর্য্যপাত। "অন্যান্য অবস্থা পরে লিখিতেছি" আজ প্রায তিনবৎসর ইহা ছাড়িয়াছি। সহবাস ইচ্ছা মাত্রেই বীর্য্যপাত হয় (সময় ২। ৩ সেকেণ্ডের এক বিন্দুও বেশী হইবে না) লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপে

সে সময়ে যে মনে কষ্ট হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। আমার তাহা প্রকাশ করা হয় না—অন্যে তাহা বুঝিবে না। যার ঘা তার বেদনা—অন্যে তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। ইচ্ছা হইয়াছে বিষপানে, উদ্বন্ধনে অথবা দড়ি কলসির সাহায্যে জলে ঝাপদিয়া এখনি গিয়া মরি। লোকে আত্মঘাতীকে দোষ দেয় কিন্তু আমি তাহাদের অনুমাত্রও দোষ দেখিনা কেননা আমার সে সময়ে মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহার একমাত্র ধরিলে আর কাহাকেও এই ভবধামে থাকিয়া আত্মহত্যাকারীর এই মনোদুঃখ বুঝাইতে হইত না। কিন্তু "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল বলিয়া শান্ত হইয়াছি। কতবার মরিব বলিয়া কল্পনা করিয়াছি কত বিরলে বসিয়া কাঁদিয়াছি, কত বার ভয়, দুঃখ অনুতাপে হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দুঃখের কথা বলিলে ফুরায় না। বাড়াইতেও চাই না। এক কথায় তখনকার হৃদয়ের ভাব অসহ্য প্রাণান্তক। সম্প্রতি অবস্থা। স্বপ্নদোষ হয়, ১০। ১৫ দিন পরে। ঊর্দ্ধে ২০। ২৫ দিন। মধ্যে২ ২। ৩ দিন পরেও সামান্য কামোদ্দীপক চিন্তায় বা স্ত্রীলোক স্পর্শেই বীর্য্যপাত হয়। মন সর্ব্বদা কামভাব পূর্ণ। স্মরণ শক্তি নিস্তেজ। সেই প্রখর স্মৃতিশক্তি হায়রে প্রায় হারাইয়াছি। আমার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা এককালে মরিয়া গিয়াছে। শরীর অস্বাভাবিক রূপে শীর্ণ ও দুর্ব্বল। মনে আস্থা নাই, কাজে উৎসাহ নাই, শরীরে বিন্দুমাত্রও বল পাই না। বলিতেকি আমি একবারে সার শূন্য। ভয় ঔৎসুক্য আদি আপনার পুস্তকে বর্ণিত আছে। আপনার পরামর্শ মতে কড্ লিভর ও এটকিন্সিরপ খাইয়া কিছু উপকার পাই। দাম্পত্যপ্রণালীর বটীকা প্রথমবারে উপকার পাই কিন্তু স্বপ্নদোষ বর্ত্তমান থাকাতে কয়েক মাস পরে আবার খাই তাহাতে উত্তেজনা ও "স্ফূর্ত্তিস্ফলন" বৃদ্ধি হয়। পরে অন্য রোগের জন্য এক ঔষধ খাই তাহাতে অর্দ্ধ পরিমাণ ছিল। তদ্দ্বারাই আমার সর্ব্বনাশের পথ আরো প্রশস্ত হয়।

কামোত্তেজনা বীর্য্যপাত ও স্বপ্নদোষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় পরে ব্রোমাইড অব পটাশিয়ম খাই। অবশ্য কিছু উপকার পাই। কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া বড় অবসন্নতা বোধ হয়, তাই ছাড়ান দেই। অল্প কয়দিন হইল বেলাডোনা, জিঙ্ক, কর্পূর একত্রে এক বটী খাই, তাহাতে বিশেষ উপকার পাই নাই। এখন অনৈচ্ছিক বীর্য্যপাত নাই কিন্তু স্বপ্নদোষ কামোত্তেজনা কামভাব, স্ত্রী সঙ্গমে অপারগতা আছে।" ঢাকা, ৮ই নবেম্বর ১৮৮৬।

৪। মহাশয়! তিনবৎসর পূর্ব্বে আমার হস্তমৈথুন করিবার অভ্যাস ছিল ৩। ৪ দিন পরেই একদিন ঐ দোষে দূষিত হইতাম। এখন সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসর হইয়াছে। আমার বয়ঃক্রম এখন ২১ বৎসর এই বয়ক্রমে শুক্রের যেরূপ ঘনতা হওয়া কর্ত্তব্য তাহা হয় নাই। এবং সামান্য মাত্র উৎগমেই রেতপাত হয়, আমি বিবাহিত। আমি পূর্ব্ববৎ কোন দূষণীয় কার্য্য করি না। কেবল শুক্রের তরলতা, ও অত্যাল্প উপগমে রেতপাত এই দুইটি নিবারণ আবশ্যক। ঢাকা, ২২ শে আগষ্ট ১৮৮৬।

৫ম পত্র। মহাশয়।

শৈশব কাল হইতে ছেলেরা খুব ভাল থাকে। নানা কারণে ভারতের অধঃপতনের জন্য স্বদেশকে রসাতলে পাঠাইতে শিশুগণ অল্প বয়স হইতেই এক কুকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। তাহাতে উত্তরকালে তাহারা নিজেও অনুতপ্ত হয়, লোক সমাজে মুখ দেখাইতে পারেনা, সঙ্গে২ দেশকেও মজাইতে আরম্ভ করে। আমার একটি একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এই কু অভ্যাসে ব্যাপৃত হইয়া একবারে মনুষ্য নামের বাহির হইয়াছে। এমন কি যে ছেলে পূর্ব্বে ক্লাশের প্রথম স্থান অধিকার করিত, আজ সে সকলের নিম্নস্থান অধিকার করিতেছে। যাহার অঙ্ক কসিবার প্রভূত ক্ষমতা ছিল, আজ সে ক্ষমতা তাহার কিছুই নাই। স্মরণশক্তি একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরে বল নাই কেবল বিষাদে মলিন মুখে দিন কাটায়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কিছু বলে না। আমরা

তাহাকে লইয়া কোথায় যে যাইব তাহা বুঝিতে পারি না।
ঢাকা, ৭ই মার্চ্চ ১৮৮০। (১০ ম পত্র দেখুন)।

৬ষ্ঠ পত্র। মহাশয়!

আজ কাল স্কুলের ছাত্রদের বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত, শতং ছাত্র আজ বিকৃত অভ্যাস বশতঃ ঘোর বিষাদসাগরে মগ্ন, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘণ করিয়া ভয়ঙ্কর ব্যাধিগ্রস্ত স্বকীয় অত্যাচারের বিষময় পরিণাম দেখিয়া প্রতীকার আশায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল মনোরথ হইয়া শোকে দুঃখে নৈরাশ্যে এক প্রকার জীবন্মৃত রহিয়াছে। কেহবা আত্মহত্যা করিয়া এ দুঃসহ যাতনা হইতে মুক্ত হইতেছে। এই দুদ্দিনে এই ঘোরসঙ্কটকালে আপনার 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী' ইহাদিগকে জাগাইয়াছে। এই কু অভ্যাসের প্রবলস্রোত অনেক পরিমাণে মন্দীভূত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমি নিতান্ত অভাজন। আগে যদি আপনার উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি পাঠ করিতাম, তবেত আর আমাকে এই শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া "হা হতোস্মি" করিতে হইত না, আত্মগ্লানির মুরমুরদাহ স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন সহিতে হইত না। হায়! আমি অভাগা বিপাকে পড়িয়া মারা যাইলাম!! মহাশয়! আমি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক, আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, তাহারা উভয়েই বৃদ্ধ, আমিই একমাত্র সন্তান। আমার বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর বয়স ৯। ১০ বৎসর। হায়! অভাগিনী বালিকা জানেনা যে তাহার স্বামী এই বিপদগ্রস্ত। যখন সে বড় হইবে, হায়! তাহার কি দশা হইবে। উঃ ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমি আপনার নিকট প্রত্যাখ্যিত হইলে আত্মহত্যা করিব। আমার সঙ্গে২ বৃদ্ধ পিতা মাতা দুঃখিনী স্ত্রী মরিবে। হায়! আমা হ'তে একটি বংশ নির্ম্মূল হইল। হা বিধাতঃ সকলকে কান্দাইতেই কি আমার সৃষ্টি করিয়াছিলে।

আমার যখন ১৪। ১৫ বৎসর তখন আত্মবিকৃতিরূপ মহাপাপে লিপ্ত হই। কেমনে এই জঘন্য কার্য্যে অভ্যাস হয়, মনে হইতেছে না। সেই অবধি দেড় বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ী করিয়া এখন অ-

কর্ষ্মন্য হইয়া পড়িয়াছি। যদিও অনেক দিন হইতে এ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি, পূর্ব্বকার দোষে বিষম দায়ে পড়িয়াছি। এখন লিঙ্গোদ্রেক প্রায়ই হয় না, হইলেও অদৃঢ় ও সল্প ব্যাপী। উত্তেজনা আছে আমি আর কোনদিন অন্য ঔষধ ব্যবহার করি নাই। অন্য কোন ধাতুরোগ আমার নাই কখন হয়ও নাই। বাহ্যিক ব্যায়াবাম আমার কিছুই নাই। তবে আন্তরিক দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে। মন সর্ব্বদায় অপ্রসন্ন, প্রসন্ন রাখিতে খুব চেষ্টা করিতেছি। আপনার উপর নির্ভর করিয়া মনকে স্থির রাখিতে পারিতেছি, নতুবা মনের অবসন্নতা দূর করা দায় হইত। ইতি কুমিল্লা ২৫ শে পৌষ।

৭ম। বর্ত্তমানসময়ে শারীরিক অবস্থা। প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণধাতু নির্গত হয়, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও স্বপ্নদোষ দীর্ঘকাল যাবৎ জন্মিয়াছে ও দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে; দিন দিনই শরীর আলস্যপ্রিয়, মন উৎসাহবিহীন ও ইন্দ্রিয় শিথিল হইতেছে এবং ধ্বজভঙ্গের প্রারম্ভ হইয়াছে। *এতভিন্ন উপদংশ (গরমীর পীড়া) ও পারাসেবন জনিত দোষও জন্মিয়াছে।* যখন এতগুলি দোষ শরীরের প্রবিষ্ট হইয়াছে তখন তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধে নিম্নে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদিও তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইয়া পড়িবে তথাপি প্রার্থনা যে এ দীনের উপর কৃপা বিতরণে তাহা পাঠ করেন।

আনুপূর্ব্বিক বিবরণ। আমার বয়স যখন অনুমান ১০ বৎসর তখন আমার অভিভাবক স্থানীয় একমাত্র মাতা বিদ্যা শিক্ষার্থে আমাকে এক আত্মীয়ের বাটীতে প্রেরণ করেন, এদিকে সেই আত্মীয় তখন হইতেই আমাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া "হস্তমৈথুন" করায় ও পুংমৈথুন করে। তখন আমার তত ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি ছিল না; সুতরাং তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতেই সম্মত হইতাম। এইরূপ অবস্থায় এক বৎসর থাকিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করি (তখন হইতে আর আমা কর্ত্তৃক এই কুকার্য্য করা হয় নাই) অতঃপর ১২ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত নি-

হ্রাপ্রথ অবস্থায় কোন গ্রাম্যস্কুলে পড়িয়া পাঠশালার একটীবৃত্তি প্রাপ্ত হই। ও তৎসাহায্যে অন্যত্রে যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। ১½ বৎসর পর দেখি যে কেবল এই তিন টাকার সাহায্যে আর পড়িতে পারিব না। যে হেতু তখন আমার প্রায় ১৫৲ টাকার ধার হইয়াছিল। তখন মনে করিতে লাগিলাম যে পূর্ব্বোক্ত আত্মীযের বাড়ীতে থাকিয়া এই স্কুলে পড়িলে ব্যযের কতক লাঘব হইতে পারে। এই মনে করিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত আত্মীযের বাড়ীতে গেলাম। (যে-হেতু তখন ও আমি জানিনা যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যদ্বয দ্বারা আমার কিদৃশ অনিষ্ট হইতেছে ও হইবে) এই হইতে সেই আত্মীয় আবার পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ছয়মাস গত হইলে পর দৈবাৎ আমি ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মাকৃত "জীবন রক্ষক" প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাঠ করিয়াই বুঝিলাম যে, আমার জীবন মাটী হইয়া গিযাছে। সেই হইতেই মন একবারে দিগ্ বিদিগ্‌জ্ঞান শূন্য হইল। ভাবিতে লাগিলাম "যে আমার জীবনে আর সুখ ও শান্তির আশা নাই, অতএব জীবিত থাকিয়া কি কেবল দুঃখ রাশিই ভোগ করিব," এই মনে করিযা আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছায কিষৎপরিমাণ অহিফেন তৈল যুক্ত করিয়া সেবন করি। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। ইহার অব্যবহিত পরেই আমার জ্বর ও প্লীহা হয। তাহা হইতে কতক আরোগ্য হইতে কতক আরোগ্য হইযাই আমি একটী স্কুলে পড়িবার জন্য তথা হইতে যাইয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করি। তখন আর এই কুকার্য্য করা হয নাই। তথায় ১ বৎসর থাকিয়া বাসস্থানের অপ্রতুল হেতু তথা হইতে যাইয়া "অন্যস্কুলে" পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ছয মাস গত হইলে পর উপদংশ (গরমীর পীড়া) ও জ্বর হয। কিন্তু গরমীর পীড়া তখন জানিতে না পারাতে জ্বর হইতে ভাল হইযাই অন্যস্থানে যাই। তখন গরমীর পীড়া পরিচয হইলে হাসপাতাল হইতে কিছু ঔষধ খাই। ও শরীর উগ্র থাকিত বলিযা মধ্যে মধ্যে মিশ্রির সরবাত ও খাইতাম ও গরম মাংসাদিও খাইতাম। এই রূপে ৪ মাস গত হইলে ও কিছু হইল

না দেখিয়া বাড়ীতে আসি। তখন একটী গ্রাম্য স্ত্রীলোক নানা প্রলোভন দেখাইয়া পারাদি বিষাক্তবস্তুদ্বারা প্রস্তুত একটী ঔষধ সেবন করায়। এই ঔষধ সেবন কালে ৭ দিন স্নান না করিয়া তাহার ১ দিন পরে স্থানান্তরে গমন করি। পথিমধ্যে উপরে রৌদ্র ও নিম্নে জল অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে, যাইয়া স্নান করিযাই অজ্ঞান হইয়া যাই। তাহার ১ ঘন্টা পরে জ্ঞানলাভ করিয়া ৮ ঘন্টা পরে পুনর্ব্বার অজ্ঞান হইয়া আমি ক্রমাগত ১৬ দিন অজ্ঞান ছিলাম। ইতি। ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটাল। 7. 12 85।

৮। মহাশয়! আমার যখন ১৩ বৎসর বয়স তখন কোন কুসংসর্গে পতিত হইয়া হস্তমৈথুন করিতে শিখি ও তখন প্রথম আমার Matter discharged) হয় এইরূপে ৭। ৮ দিন অন্তর হস্তমৈথুন করিতাম তৎপর এক বৎসর পরে মধ্যে২ (Night pollution) হইত সে হয়ত একমাস কি দেড়মাস অন্তর হইত কিন্তু তাহা তখন বুঝিতাম না। তৎপর ১৫ বৎসরের সময় আমার বিবাহ হয় তাহাতে পূজার বন্ধে কি গ্রীষ্মের বন্ধে যখন বাড়ী থাকিতাম তখন ৩। ৪ দিন অন্তর Intercourse নিতাম ও অন্য সময় ১০। ১৫ দিন অন্তর (Masterbation) করিতাম, ইহাতে শারীরিক বল কি স্বাস্থ্যের কোন ন্যূনতা বুঝিতাম না, ও এই সময়ে দেড় মাস কি দুইমাস অন্তর Night pollution হইত কিন্তু দুই এক দিন মধ্যে২ দিনে ঘুমের মধ্যে হইত। তৎপর যখন আমার ১০ বৎসর বয়স তখন আমার হাতে জীবনরক্ষক পড়াতে তাহা পড়িয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কোন দিন হস্তমৈথুন (Masterbation) করিব না। তৎপর এপর্য্যন্ত মাত্র ১ দিন হস্তমৈথুন করিয়াছিলাম ও যখন বাড়ী থাকিতাম তখন (Intercourse) নিতাম কিন্তু তৎপর আমার ক্রমে নিকট২ (N pollution) হইতে থাকে অর্থাৎ ১০। ১৫ দিন অন্তর হইতে ক্রমে ৭। ৮ দিন, তৎপরে এক্ষণ প্রায়ই ২। ৩ দিন অন্তর হয়। পূর্ব্বে শারীরিক ততদূর অসুস্থতা বোধ করিতাম না কিন্তু এক্ষণ বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি ও ক্রমেই চক্ষু কোটর গত হইতেছে

বল করিতেছে ও প্রায় ১ বৎসর হইতে প্রস্রাব করার সময় কিছু কষ্ট বোধ হয়। যে দিন (Night pollution) হয় তাহার পরদিন বেশী কষ্ট হয় তৎপর কিছু কম কষ্ট বোধ হয় আর ক্রমেই মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইতেছে বিশেষতঃ এই মাস ২। ৩ হইতে মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কামড়ানের মত বোধ হয় ও মাথা সর্ব্বদাই গরম আছে মাথার মধ্যে যেন কট্ কট্ করিয়া কামড়ায়। আর প্রদীপের সম্মুখে পড়িতে বসিলে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে। কিন্তু (Night pollution) হওয়ার পর প্রায় ২ দিন পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে অধিক যন্ত্রণা থাকে তৎপর কিছু কমে আর এইরূপ যে (Pollution) হয় তাহা কোন দিন (Dream) এ কোন (Figure) দেখি কোন দিন অজ্ঞাতসারে হয়। আর যেদিন মেঘ হয় সেদিন যেন শরীর অস্থির ২ বোধ হয়। এই (Pollution) এর জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে (China ও Phosphoric acid) খাইয়াছিলাম তাহাতে কিছু উপকার হইল না। প্রায় ১ বৎসর হইতে আমার (Genotal) এর শিশ্নার উপরে ক্ষুদ্র২ বিচি উঠিয়াছে তাহা ঐ এক ভাবেই আছে কোন যন্ত্রণা নাই। অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার (১) মস্তিষ্ক ভাল হওয়ার জন্য (২) Night pollution না হওয়ার জন্য (৩) প্রস্রাব করার সময় যে কষ্ট হয় তাহা আরোগ্যের জন্য (৪) ঐ শিশ্নার উপরে যে গুলি ২ বিচি উঠিয়াছে তাহা আরোগ্য হওয়ার জন্য (Prescription) ও ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম সহ এই পত্র মধ্যস্থ টিকিট খানি দ্বারা আমার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে মহাশয় আমার পিতার কাজ করিবেন। ইতি 22. 4. 85. বরিশাল।

৯ম। মহাশয়! আমি একজন মহাপাতকী। আমার বয়স এইক্ষণ ১৯ বৎসরের মধ্যে ৭ বৎসরকাল এই হস্তমৈথুনাদি পাপে রতছিলাম, একয়েক বৎসরের মধ্যে আমি কুধ্যান কি কুচিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, এই সকল মহাপাপের ফল এই হইয়াছে যে আমার ধ্বজভঙ্গরোগ জন্মিয়াছে। এই ক্ষণ এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। জননেন্দ্রিয়ের আ-

কার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে, শরীর যার পর নাই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, মানসিক ঘৃণিত অবস্থার বিষয় আর কি বলিব। কখনও কখনও আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু কে জানে এই অশান্তি লইয়া মরিলে মৃত্যুর পর আত্মা আরো অধিক অশান্তি ভোগ করিবে না? এই একটী মাত্র চিন্তাযন্ত্র এতদিন আমার দুরভিসন্ধি সংঘটন করিতে বাধা দিয়াছে। যাহা হউক এক্ষণ কি উপায়ে এই ভয়ানক শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। কি প্রকারে এই পাপজীবনে এক বিন্দু সুখ পাইতে পারি। মহাশয় এমন কোন ঔষধ আছে কি, এমন কোন উপায় আছে কি, যাহাতে আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি? যদি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করা অসম্ভব হয় তবে অন্ততঃ শারিরীক ভয়ানক দুর্ব্বলতা ও মানসিক চিত্তচঞ্চলতা নিবারণের ও কি কোন উপায় নাই? মহাশয় পশু বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। যদি জীবে দয়া থাকে তবে এই মহাপাতকীকে ও একটু দয়া প্রদর্শন করুণ। আমি জানি আমি মানুষের দয়ার অনুপযুক্ত কিন্তু তথাপিও আমি তাহা যাচ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারি না। যদি পৃথিবীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকিত তবে কোন অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টদিন গুলি কাটাইতাম। কিন্তু তাহা পারিতেছি না। তাহা করিলে যাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে তাহারা আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে নিতান্তই কষ্ট পাইবে। এ ব্যাধির বিষয় কাহাকে বলিবারও সাধ্য নাই। আপনার মানসিক যন্ত্রণায় আপনি পুরিয়া মরিতেছে। আমি এক মাস (গত জ্যৈষ্ঠমাসে) কড্‌লিবার অয়েল ও এইটকিন্‌স্‌ সিরাপ খাইয়াছিলাম তাহাতে কিছু উপকার দর্শিল না আর এমন ভয়ানক ব্যারামে একমাস ঔষধ সেবনে কোন উপকার আশা করাও যাইতে পারে না।

শুদ্ধ কডলিবার অয়েল অরো কতকদিন খাইয়াছিলাম। কাঁচা হাঁসের ডিম্বও মাঝে মাঝে খাইয়াছি কিন্তু কখনই নিয়ম মত অনেক দিন খাইনাই। নাইট্রোমেরেটিকএসিড ও ফস্ফরিক এসিডও কতকদিন

খাইয়া ছিলাম। কসকুরাসও কয়েকদিন সেবন করিয়াছি। কিন্তু সকলই বৃথা। আমি এখন যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহা যদি আরোগ্য হইতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন তবে কি ঔষধ খাইতে হইবে কি করিতে হইবে তাহা আমাকে জানাইবেন। আর যদি আরোগ্য হওযাব সম্ভাবনা না থাকে তবে কি কবিলে শারিরীক দুর্ব্বলতাটা কিঞ্চিৎ কমিতে পারে, কি প্রকারে মন স্থির রাখিতে পারি এবং অশুচি বিষয় সকল ভুলিয়া জীবনকে কতক ব্যবহারোপযোগী করিতে পারি, এবং জীবনে কিঞ্চিৎ সুখ পাইতে পারি তাহার কোন উপায় আছে কিনা। আজ কালি আবার একটী নুতন রোগ দেখা দিয়াছে। একেই আমার ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিযাছে, তাহাতে আবার রজনীতে শুক্রক্ষয হয। যদিচ হস্তমৈথুনাদি নিবারণ করা আমার আয়ত্তাধীন, কিন্তু এই শেষ প্রকার ব্যাবামটিতে আমার কোনই হাত নাই। শরীর এখন কাযের অনুপযোগী হইয়াছে কোথায় যাইব কি করিব কিছুই স্থির পাই না। ইতি—নোয়াখালী।

১০। মহাশয়। আজ সাধারণতঃ সংক্ষেপে যেসকল প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন তাহা লিখিলেছি আপনার অনুগ্রহের উপরই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা। অবগত হইয়া প্রতিকার বিধায়ক উপায় লিখিবেন কি?

১। রোগীর বয়স ১২ বৎসর (২) বৎসর ৪। ৫ যাবত এই কদভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে। ৩। সাধারণের স্বাস্থ্য মন্দ নয বলিলেও চলে। ৪। রোগী বিবাহিত নয। আপনি লিখিলে বিবাহের যোগাড় করা যাইতে পারে। Entrence পাশ না করিলে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা নাই। ৫। রোগীর বেশ ক্ষুধা আছে। রাত্রেও খুব ঘুম হয়। ৬। কুচিন্তাতেও শরীর উত্তেজিত হয। রাত্রে স্বপ্নদোষ হয় না। ৭। দিবসে সামান্য কি বেশী কামোদ্দীপন না হইলেও শুক্রপাত হয় না। শক্তি বলবৎ হয়। ৮। শুক্র পাতলাই বটে। খুব ঘন নয়। ৯। অত্যন্ত জঘন্য ক্রিয়ার পর নাকি শীরোপীড়া ও শিরোঘূর্ণন হয়। হস্ত পদ জ্বালা বুঝিতে পারে না, উহা

খুব গরম হয় হ্লাস বোধ হয়। বয়নেচ্ছা কোষ্ঠ বদ্ধ নাই। হজম শক্তি খুব আছে। ১০। কোন বিষয় চিন্তা করিলে কষ্ট বোধ হয়, তাহা অল্পকাল থাকে। শীবোঘর্ষণও অল্প পরিমাণে হয়। ১১। রোগী অল্প বয়স হইতেই এই কুকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। দিনে ৩ তিনবার অন্ততঃ দুইবার এই জঘন্য ইচ্ছাসাধন করিত। ১২। পুংলিঙ্গের দৃঢ়তা আছে। কামোদ্দীপনা হইলে লিঙ্গের উত্তেজনা হয়। ১৩-রোগী বলে তাহার মন নিতান্ত চঞ্চল, মন ঠিক থাকে না। নানা চিন্তা আসিয়া যুগপৎ মনে উদয় হয়। চিন্তায় অধিক সংখ্যায় হস্ত মন্দ। রাত্রিতে কিছু বৃদ্ধি হয়। স্মরণশক্তি নাই। বাস্তবিক যেন বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে। পীড়া পীড়ি করিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়া যাহা বাহির করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম। বালকের নিকট হইতে এই সকল কুকথা যাহা মাননীয় ব্যক্তি তাহার নিকট বলিতে সঙ্কোচিত হয় তাহা বলিতে কিপ্রকারে সাহসী হইব ও প্রকৃততত্ত্ব উদ্ধারণে সক্ষম হইব? ইহাতে যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা আপনি সরল মনে সকলই বোধ করি বুঝিতে পারিতেছেন। অধিক লিখিতে পারিলাম না শীঘ্রই রোগীদ্বারা একখান পত্র আপনার নিকট লেখাইব, এবং তাহাতে প্রায় তাহার মানসিকভাব থাকিবে কুপ্রবৃত্তির আমূল ঘটনা থাকিবে ইতি। ঢাকা ১৫ই মার্চ্চ ১৮৮৫।

১১। মহাশয়। বড় দুর্দ্দিনে ঠেকিয়া কয়েকটী বিষয় লিখিতে বাসনা করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি আপনার "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী" আনিয়া অনেক উপকার পাইয়াছি পুস্তক খানি বড় সুসময়ে আমাদের হাতে পরিয়াছে। গত প্রায় দশবর্ষ যাবত আমি—লিখিতে লজ্জা হয়—Masterbation পাপের সেবা করিয়া আসিতেছি, আমি ইহা একজন ভাল সম্মানিত লোকের নিকট শিখিয়াছিলাম এবং আমি এই পাপ দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমি নীচের ক্লাশে ডবল প্রমশন প্রভৃতি পাইয়া ভাল রকম পড়া চালাইতে ছিলাম, পূর্ব্বে যাহা ১০ বারে কণ্ঠস্থ করিতে পারিতাম এখন তাহা ২০ বারেও পারি না এতদূর উন্নতি হই-

য়াছে কিন্তু এখনও তাহা (পাপ) হইতে বিরত হইতে পারি না। ইতি 21.3-85-

১২। My dear Sir। ইতি পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছিলাম যে Self polution পাপ হইতে কিরূপে নিস্তার পাই। আমার দেহ এখনশীর্ণ বলহীন এবং মনে স্ফূর্ত্তিনাই। অধিকক্ষণ মানসিক চিন্তা করিতে পারি না। Mathematics আমার বড় আদরের ধন ছিল। কিন্তু এখন আর অধিক সময় তাহা করিতে পারি না। অন্যান্য পুস্তক পড়িতে মোটেই ইচ্ছা করে না। স্মরণশক্তি একবারে কমিয়া গিয়াছে। স্বভাব বড় খিট খিটে হইয়াছে। অল্প কারণেই সর্ব্বদা রাগান্বিত হই। 'ধৈর্য্য নামক যে একটী জিনিষ আছে তাহা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছি।

১৩। মহাশয়। আপনার কৃত "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী" পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম আপনি আমাদের দেশীয় বালক ও যুবকদিগের ছেলেবেলার অভ্যস্ত কুৎসিৎ অভ্যাসের বিষয় চিন্তা করিয়াছেন ও এই হতভাগ্যদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টিত আছেন। এখন আমার বয়স বিশবছর হইয়াছে। চৌদ্দ কি পনরবছর বয়সের সময় আমার কুসঙ্গী যোটে। তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা কু আলাপ করিতে কাম প্রবৃত্তি এত জাগরিত হয় যে তখন থেকে আমি আর তাহা নিবারণ করিতে পারিতাম না। দিনের বেলা এরূপ কাটিয়া গেলে রাত্রিতে শয়ন করিতাম কিন্তু কিছুকাল নিদ্রার পরক্ষণে স্বপ্ন হইয়া বীর্য্য নিস্রবিত হইত। প্রথমতঃ ৫।৬ দিবস অন্তর একদিন এইরূপ হইত। পরে আরও ঐসঙ্গে থাকিতে থাকিতে দুই তিনদিন অন্তর হইতে লাগিল। এমন বেলায়ও এই দোষ নিরাকরণের নিমিত্ত আমি কোন চেষ্টা করিনাই পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এখন দুইবছর যাবৎপ্রায় প্রতি রাত্রেই ২। ১ বার স্বপ্নে বীর্য্য নিস্রাবিত হইয়া থাকে। এখন ইহা নিবারণের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আপনার এই বই খানিতে যে প্রথম কার বেলেডনা প্রভৃতি ঔষধটী ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল

না। আমার হস্তমৈথুনের দোষ কোন কালেও ছিল না এখনও অভ্যাস নাই। প্রস্রাবের সঙ্গেও অল্প পরিমাণ বীর্য নির্গত হয় বোধ হয় শুক্রমেহ হইয়াছে। আর একটী কথা। যখন মনে কোনও কুভাবের উদয় হইয়া থাকে তখন আর আমার বীর্য্যধারণ ক্ষমতা থাকে না। ঢাকা, ২৪শে মাঘ।

১৪। মহাশয়! আমি অতি বিপদগ্রস্থ এবং যার পর নাই হতভাগ্য। এই বিপদ বা স্বোপার্জ্জিত পাপরাশি সমুৎপন্ন ভয়ানক ব্যাধি আমার মৃত্যুকাল নিকটস্থ করিতেছে দেখিয়া অদ্য আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার পাঠ্যাবস্থা, এই অবস্থায় শুধু আপনি কেন, জ্ঞানবান, নীতিজীবন, সাধুচরিত্র ব্যক্তিমাত্রই আমার মুরব্বি স্বরূপ কিন্তু স্বদেশীয় বড়লোকদের মধ্যে (জ্ঞানবান) সকলে সমান অবস্থা কিম্বা সমচরিত্রের লোক নন; আর সকলের সদিচ্ছাও নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহারাও সকলে আবার সাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত নন। এই অসুবিধা সহায় করিয়াই রোগ আমার শরীরে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং আমাকে উৎসন্ন প্রায় করিয়াছে। আমি নিরুপায়, আমাকে এই বিপদ হইতে যিনি ত্রাণ করিবেন, তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। আমি মরিব তজ্জন্য আমার একটুকু ও চিন্তা বা ভয়ের কারণ নাই; ইহা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি। যদি আমি একাকী থাকিতাম, আমার কেহ না থাকিত তবে বোধ হয় কোন বিপদেই ভীত হইতাম না, বা মৃত্যুর জন্যে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও চিন্তা করিতাম না, কিন্তু অদ্য চিন্তার কারণ এই যে (১) আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, আমার বিরহ দুঃখ ব্যতীত আর কোন সাংসারিক দুঃখ তাহাদিগকে দুঃখিত করিতে না পারিলেও তাহারা একমাত্র এই দুঃখেই যারপর নাই কষ্ট পাইবেন, আর এই রোগে মৃত্যু হইলে যখন তাহা আমার দোষেই হইবে তখন তাহাদের বিন্দুমাত্র অশ্রুজল আমার চিরনরকবাসের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। (২) যাহা বাস্তবিক নৈতিক বা উন্নত জীবন গঠনের বাধা, যদিও আমার অনিচ্ছা থাকুক; তথাপি তৎসমস্তই আমার

কপালে পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে! যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বশিক্ষিতসম্মত অবনতির প্রধান কারণ, তাহা অপ্রাপ্ত বয়সে আমার ন্যায় হতভাগার কপালে ঘটিবে আশ্চর্য্য কি? অতএব আমার অকালমৃত্যু একটী নির্দ্দোষীকে চিরকাল ভয়ানক দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিবে, এবং আমি ও আমার কর্ত্তব্যপালন ত্রুটিতে ভয়ানক নিরয়যন্ত্রণাভোগী করিব। (৩) এই অবস্থায় মৃত, কেবল একটী ঘোর নারকীর আদর্শমাত্র। জীবনের অল্পাংশ ব্যতীত, কতটুকু জীবন প্রকৃত সাধুজীবনরূপে অতিবাহিত করিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার এই সকল চিন্তা মুমূর্ষু ব্যক্তির চিন্তাস্বরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাই বটে; আপনি এই পত্রখানার এক পংক্তির একটী অক্ষরও অত্যুক্তি মনে করিবেন না। অবিমৃশ্যকারিতা বা ইন্দ্রিয়শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার ফলস্বরূপ যে অপ্রকাশ্য অনির্ব্বাপ্য আন্তরিক দুঃখ দহনে নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছি, আজ সত্রাস-নয়নে সেই সকল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সজলনয়নে তাহার আভাসমাত্র আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমি যারপরনাই বিপদে পড়িয়াছি, তাই আজ অনন্যোপায় হইয়া নিতান্ত নির্লজ্জ ও নরাধমের ন্যায় একবারে যেন, অসঙ্কুচিতভাবে নিতান্ত অশ্লীল বিষয়গুলি আপনার নিকট লিখিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তির নিকট, আমার নিকৃষ্ট আত্মার পরিচায়ক একখানা যারপরনাই কলঙ্ক-কুৎসিৎ পত্র উপস্থিত করিতে যেন আমার মাথা কাটা যাইতেছে, কিন্তু কি করি। অগ্নি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা মূর্খতামাত্র। কালমৃত্যু আজ পলাইলে কি হইবে? মৃত্যুই বরং না হইল এরূপ জড়সর দেহে জীবনযাপন করা যে কত সুখের, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন, পূর্ব্বে জানিতাম না আত্মহত্যা লোকে কেন করে, কিন্তু তাহার দুঃখের পরিণামটা জানিতে পারিলাম।

"আমি যখন আমার তের কি চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় গ্রাম্যস্কুলে পড়িতাম, তখন আমা অপেক্ষা প্রায় দুই বৎসরের বড় একটী সঙ্গীর সহিত একত্রে থাকিতে হয়। সেই দুরাচার শত্রু সেই সময় হইতেই আমাকে অস্বভাবিকরূপে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে শিক্ষা দেয়; তখন এমন কেহ ছিল না যে ইহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেয় এবং বিশেষ শাসন করে। আমিও

কোন পুস্তক বা সাধুলোকের নিকট জানিতে পারি নাই, ক্রমে এই আশু-সুখ পাপাসক্তি আমার বাল্যজীবন কলঙ্কিত করে এবং ভবিষ্যদুন্নিতির পথ কণ্টকাবৃত করে। অব্যবহিত পরহইতেই তাহার নিকট হইতেই হস্ত 'আমি আবার হস্তমৈথুন অভ্যাসে অভ্যস্ত হই, আজি প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল আমি এই দোষে লিপ্ত ছিলাম। বলাবাহুল্য যে তখন শুক্র অতি তরল, এবং মধ্যেং একটুকু একটুকু ঘনকণিকা সংসৃষ্ট ছিল। শুক্রনিঃসরণ প্রাক্কালে সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হইত এবং নিঃসৃত হইলে অবসন্ন হইয়া পড়িত। প্রায় ৬।৭ মাস পরে যে দিন দিবানিদ্রাতে হঠাৎ শুক্র ক্ষয় স্বপ্ন কি অজ্ঞানিকভাবে স্মরণ নাই।

সেই হইতে দিনে নিদ্রা হইলে প্রায়ই ওরকম হইত, পরে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু বহুকাল অভ্যস্ত হস্তমৈথুন ত্যাগ করিতে এক একবার চেষ্টা করিতাম, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। একদিন রাত্রিতে মনেপড়ে স্বপ্নাবস্থায় শুক্রক্ষরণ হয়, গণিয়া দেখিলাম একমাস পরে আবার ঐ রকম হইল। ক্রমে কয়েক মাস ঐ রকম হইয়া ১৫ দিন অন্তর শুক্র ক্ষরিতে লাগিল। তখন সৌভাগ্যক্রমে একজন বন্ধু আমাকে "যৌবন-সুহৃদ" নামক একখানা পুস্তক পড়িতে দেন, ঐ পুস্তকখানা পড়িয়া কয়েক দিন মন দৃঢ় করিলাম। কিন্তু ব্যারাম পূর্ব্ববৎ রহিল, তখনও হস্ত-মৈথুন হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইতে পারি নাই, ক্রমে যখন ক্ষরণের পালা ১৫ দিন ছাড়িয়া ৭ দিনে পরিণত হইল, তখন আমি দেখিলাম শরীর এক-বারে খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল; তখন স্বপ্নাবস্থায় শুক্র একবারেই ক্ষরিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, রাত্রে নিদ্রা যাইতাম, পরে কিছুকাল গত হইলে অজ্ঞাতসারে শুক্র ক্ষরিত, এবং অব্যবহিত পরেই জাগ্রত হইতাম, এবং যারপরনাই অনুতপ্ত হইতাম। মস্তিষ্ক শুষ্কপ্রায় বোধ হইত, শিরা সকল যেন শিথিল হইয়া পড়িত, মাথা ঘুরাইত এবং গতানুশোচনার দুর্ব্বার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া একাকী নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতাম সময়ং ঈশ্বরকে ডাকিতাম, এমন কি তখন জীবন আমার নিকট এত ভার ও এত কষ্ট বলিয়া বোধ হইত যে আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা হইত। কিন্তু হায়। কুপ্রবৃত্তি ও কদভ্যাসের কতদূর অনিষ্টকারী প্রলোভন লোক-

গণ মৃত্যুকে সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়াও সাবধান থাকিতে পারে না, কুহকিনী কলঙ্কিনী, দারুণ দুষ্প্রবৃত্তিনিচয়ের ভয়ানক মুখব্যাদনে সৎপ্রবৃত্তি ও বিবেক যে কোথায় যেন চলিয়া যায়। পূর্ব্বের দুঃখ আর দেখা যায় না। মোটকথা মানুষ মনুষ্যত্বহারা হয়, যে ব্যক্তি এই কুপথের প্রদর্শক, বুঝিলাম তার চেয়ে আর শত্রু নাই, আর যিনি সেই পথহইতে ফিরাইয়া আনেন তিনিই পরম বন্ধু। এই সময় বিনামা করিয়া বর্ণনকরতঃ একখানা প্রিস্কি-পসন আনয়ন ও তদনুসারে কিছু ঔষধ সেবন করি, বোধকরি তাহার নাম ফস্‌ফরিক এসিড কি অন্য কিছু হইবে। আর একটী ঔষধ সেবন করি তাহার নাম স্মরণ নাই, তাহার গুণ বোধ হয় এইরূপ যে প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে শুক্র নির্গত হয় অর্থাৎ প্রমেহ ব্যারামের সৃষ্টি করে, আর অস্বাভাবিকরূপে শুক্রপতন নিবারিত হয়। পরে আবার প্রমেহ ব্যারামের যথারীতি চিকিৎসা করাইতে হয়। কিন্তু ইহার কোনটাতেই উপকার হয় নাই। পরে প্রায় ১।০ বৎসর অতীত হইল ঢাকায় আসিয়াছি, এখানে আসিলে ব্যারাম ৭ দিন পালা ছাড়িয়া ৩ দিন পর পর হইতে লাগিল। তদানুসঙ্গিক ভয়ানক পেটের পীড়া আরম্ভ হইল, প্রায় এক বৎসরে শরীর ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইল।

ক্রমে ১ দিন পরে একদিন রাত্রে অজ্ঞাতসারে শুক্রক্ষরিতে লাগিল; এবং ভয়ানক মনঃপীড়া হইতে লাগিল, নিতান্ত ক্লান্তহইয়া পড়িলাম। আবার প্রকারান্তরে অন্যের নাম দিয়া একজন ছোট ডাক্তারের নিকট অবস্থা জানাইলাম তিনি বলিলেন যে, যে ব্যক্তির এই রকম অবস্থা হয়, তাহার এই অস্বাভাবিক শুক্রক্ষারণ ক্রমে স্বাভাবিকেতে হইবে, তজ্জন্য তাহাকে স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চালন করিতে হইবে, এই আদেশ গতবন্ধের পূর্ব্বেই, এবং বন্ধের মধ্যে আদেশানুযায়ী কার্য্য করাতে লাভের মধ্যে এই হইল যে বন্ধের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষরণ হয় নাই কিন্তু ফল প্রায় সমানই হইয়াছে, লাভের মধ্যে এই হইল যে আজ প্রায় ৮। ৯ দিন যাবত ঢাকা আসিয়াছি, কিন্তু প্রায় ৫। ৬ দিন যাবত প্রতি রাত্রেই শুক্র ক্ষরিতেছে, আমি যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত ও নিরাশ হইয়াছি, আপনার বোধ হয় এখন আর বুঝিতে বাকি নাই। এখন কি করি, কাহার

কাছে যাই, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, আমার শরীর একান্ত শীর্ণ; অস্থিচর্ম্মসার কপালের কপাটীত পূর্ব্বেও বয়েস ফোড়া উঠিত এখনও উঠিতেছে। এক আশ্চর্য্য এই যে ৪। ৫ দিন পর্য্যন্ত শুক্রক্ষরণ না হইলে সবগুলি মজিয়া যায়। শরীর একান্ত দুর্ব্বল হয়, কার্য্যে উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। আমার মনের ধারা এই যে আমি কাজ করিতে অত্যন্ত ভালবাসি এখন দৈনিক পড়া পর্য্যন্ত পড়িতে ইচ্ছা হয় না। শরীরের জ্বালা পোড়া হয়, মাথা ঘুরায় ও মস্তিষ্ক শুষ্ক বোধ হয়। ছোট বেলায় আমার স্মৃতিশক্তি বেশ ছিল। কিন্তু এখন যেন কমিয়া যাইতেছে। চরিত্র বিশুদ্ধ ও মন বিমল রাখিবার নিমিত্ত প্রায়ই ভাল২ পুস্তক পাইলে পড়িয়া থাকি। আমার শরীর গঠন ভাল ছিল, কিন্তু অধুনা খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। নিদ্রা এক রকম মন্দ হয় না। কিন্তু শুক্রক্ষরণ হইলে তাহার পর হইতে পরের দিন পর্য্যন্ত যারপর নাই কষ্টে থাকি। প্রস্রাব সন্তবরকম হয়, কিন্তু শরীর না কসিলে জ্বালা পোড়া হয় না। শরীর সাধারণতঃ কসা। কোষ্ঠ শুদ্ধি ঢাকা আসিলে পরিষ্কার হয় না প্রস্রাবের সঙ্গে মিশিয়া শুক্র পড়ে কিনা তাহা বলিতে পারিনা; কিন্তু পৃথকরূপে পড়েনা। বাহ্য করিবার সময় বেগ দিলে সময়২ অপেক্ষাকৃত তরল শুক্র নির্গত হয়।

১৫। *Dear Sir!* অযথা ইন্দ্রিয়সেবনে যে ফলভোগ করিতেছি মহাশয়ের নিকট তাহা প্রকাশ করিলাম। আমার এক্ষণ ১৮। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম, ১১। ১২ বৎসর হইতেই অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়সেবন প্রবৃত্ত হই প্রায় দুই বৎসর যাবত অনেকটা কমাইয়াছি আপনার নিকট অপ্রকাশ রাখা উচিত নয় এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি এখন পর্য্যন্ত পাণীগ্রহণ করি নাই। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, হাত পা জ্বালা আছে। মধ্যে২ শরীরের বেদনাও হইয়া থাকে, মনের উত্তেজনা (Excitement) খুব কম লজ্জার মাথা খেয়ে লিখি মাপ করিবেন শুক্র অপেক্ষাকৃত পাতলা হইয়া গিয়াছে। পুংলিঙ্গ সোজাভাবে কচিৎ দাড়ায়, দাড়াইলেও অল্পক্ষণ পরেই সঙ্কোচ হইয়া পড়ে, স্বপ্নদোষ একাকার বৎসরে দুবার হইলেই যথেষ্ট কিম্বা ইহাও কম বলিলে হয়;

প্রস্রাবদ্বার সময়ে২ জ্বালা হইয়া থাকে। মধ্যে২ একটু পুঁজও পড়িয়া থাকে বলব কি মহাশয়! যখন শরীরের অবস্থারদিগে চাই তখন আর চক্ষে জল ধরে না। ঢাকা—২১শে এপ্রিল ১৮৮৪।

১৬। মহাশয়! আমার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর ধাতুরুক্ষ, শরীর কৃষ এবং কোষ্ঠশুদ্ধি ভাল নহে। বাল্যকাল হইতে হস্তমৈথুনে অধিক দিন অবধি আমার বিশেষ আসক্তি ছিল; এখন সেই কুঅভ্যাসের ফল ভোগ করিতে হইতেছে। শুক্র তরল হইয়াছে, বলিলেই হয় স্ত্রীসহবাস মাত্র শুক্র নির্গত হয়। মেদনীপুর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫।

১৭। মহাশয়! আমি আপনার প্রণীত দাম্পত্যপ্রণালী পাঠে প্রভূত উপদেশ ও উপকারলাভ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য মহাশয়ের স্বপ্রণীত পুস্তকে যে সমুদয় নরাধম কামুক অত্যাচারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এ হতভাগ্যও তাহাদের মধ্যে একজন। মহাশয়! আমি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক। আপনার নিকট স্বকীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু কি করি না লিখিলে মারা যাইব তাই বাধ্য হইয়া আপনার নিকট আত্মকাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাশয়। অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক এ হতভাগ্যের ধৃষ্টতা বোধ হয় মার্জ্জনা করিবেন। পিতঃ! আমি কখন কোনও স্ত্রীসহবাস করি নাই বটে কিন্তু হায়। লিখিতে হস্ত অবশ হইয়া আসে যে আমার ৮। ৯ বৎসর বয়সহইতে আরম্ভ করিয়া আমি এপর্য্যন্ত প্রায় ২৫০০ বার হস্তমৈথুন করিয়াছি। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে আমার কামবৃত্তি যেরূপ প্রখর ছিল এখন আর সেরূপ নাই, পূর্ব্বে আমার যতদূর লিঙ্গোদ্রেক হইত এখন আর ততদূর হয় না কেবল কতকদূর উঠে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর তত অদম্য তেজ নাই। পূর্ব্বে হস্তমৈথুনে যতদূর সুখানুভব হইত এখন আর তত হয় না। আপনার প্রণীত দাম্পত্যপ্রণালী ও জীবনসঞ্চার নামক অপর একখানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও উপরোক্ত কারণবশতঃ আমার মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু পিতঃ! আমি এতদূর গরিব যে আপনার নিকট পত্র লিখিবার টিকেট ক্রয় করিয়াছি উহার মূল্যও আমার পেনসিলটী বিক্রয় করিয়া পাইয়াছি। সুতরাং কিরূপে আমার পীড়া দূর হইবে এই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে আপ-

ব্যাপার হইয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব নিলাম, বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহাদ্বারা অমৃতরস আনিয়া সেবন করিলাম। প্রায় একমাস পনর দিবস অতীত হইল, আমি অমৃতরস সেবন করিয়াছি। ইতিমধ্যে আমার পীড়া কতদূর ভাল হইয়াছে, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত চারিবার হস্তমৈথুন করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু হায়! এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুখানুভব হয় না দেখিয়া ও লিঙ্গ পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজিত হয় না দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা ভয় হইয়াছে।*
ধুবড়ী ৯ই মে, ১৮৮৫।

১৮। মহাশয়! বাল্যকালে আমার স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল, এমন কি একদিনে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় করিয়াছিলাম। **

আমি আমার ১১ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে একটী ভয়ানক পাপের বশীভূত হইয়াছি, তাহারই বিষময় ফলে অদ্য আমি ব্যাকুলিত। কোথা হইতে সে পাপ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল জানি না, সে পাপটী কি বোধ হয় জানিয়াছেন। এক্ষণকার বালকদিগের মধ্যে যেটী একান্ত প্রবল তাহাই। এগার বৎসরে প্রথম আরম্ভ করি, তখন তাহার বিষময় ফল জানিতে পারি না, এবং শরীরের অবস্থাবও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাবপর দ্বাদশ বৎসব বয়সের সময়ে শরীর কিছু খারাপ বোধ হইত, তাহা অন্যান্য জ্বর ইত্যাদিতে হইতেছে ইহাই বুঝিতাম; আমার শরীরে যে পাপ প্রবেশ করিয়া আমাকে এরূপ করিতেছে তা জানিতাম না। ক্রমাগত দুই বৎসরকাল এইরূপ করার পর যখন দেখিলাম যে শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে সেই কারণ অনুসন্ধানে মনে যত্ন হইল। তখনও স্কুলে পড়াশুনা বেশ পারিতাম, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। এইরূপ সময়ে আমার অনৈক বন্ধু আমাকে জীবন-রক্ষক পড়িতে দেন, আমি সেখানি পড়িয়া কারণ জানিতে পারিলাম। আমাব কেন যে এরূপ অবস্থা হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম, তখনও যদি সাবধান হই তাহাহইলে আমার আজ এ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত না, আজ এরূপ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতেও হইত না। তখন প্রত্যহ দুইবার, গড়ে একবার করিয়া বীর্য্যপাত করিতাম। আমার শরীর বাল্যাবধিই ভাল নয়, তাহাতে এই আচরণে ক্রমেই মন্দ, দুর্ব্বল এবং নিতান্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। এইরূপে ১৭ বৎসর

পর্য্যন্ত গত হয়, এখন আমার বয়স ১৯ বৎসর, গত দুই বৎসর হইতে হস্ত-মৈথুনের বিষময় ফল যাহা তাহার শেষ সীমাতে উঠিয়াছি। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমহইতে শরীর একবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এখন আমার বর্ত্তমান অবস্থা লিখি, যদি ভাল হইবার কোনউপায় থাকে লিখিবেন; আপনাকে পত্র লিখিতে লেখনি কম্পিত হইতেছে, গত বৎসর আমার বিবাহ হইয়াছে, আমার মত বিবাহে ছিল না, কিন্তু আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র, তাঁহারা বিবাহ দিতে নিতান্ত ব্যগ্র, আমি নিষেধ করিতে পারি না, এবং কি বলিয়া করিব। আমি গত বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ করিয়াছিলাম না কিন্তু এখন জানিতেছি সেরূপ ইচ্ছাও হয় না। আমার শরীর এখন নিতান্ত দুর্ব্বল। পূর্ব্বে এক বৎসর আগে রাত্রে স্বপ্নদোষ হইত, এখন আর হয় না, হইলেও জানিতে পারি না। সর্ব্বদা মাথা ঘোরে। দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল, এমন কি ১৫। ২০ হাত দূরের মনুষ্য হঠাৎ চিনিতে পারি না। গায়ে রক্তের অংশ খুব কম। স্মরণশক্তি একবারে গিয়াছে। মন অস্থির, ব্যাকুল, দুশ্চিন্তাময়, ধ্বজভঙ্গরোগ কাহাকে বলে জানিনা, জানিলে পরে তাহা হইয়াছে কি না বলিতে পারিতাম। বীর্য্য জলের ন্যায় এবং নিতান্ত অল্প। মনে নিতান্ত ভয় হইতেছে, জানিনা আমার এরূপ অবস্থা ভাল হইবে কিনা, বিবাহ না হইলে, বরং আমার কোন চিন্তার বিষয় হইত না, কিন্তু যখন বিবাহ হইয়াছে তখন সম্পূর্ণ চিন্তার বিষয়। আমার স্ত্রীসঙ্গে এখন কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না। ইতি ১২৯০। ৭ই চৈত্র। মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজার।

ঐ দ্বিতীয় পত্র। মনের মধ্যে যে কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে তাহা খুলিয়া লিখিতে পারিনা। যে দোষে দোষী সে দোষ প্রায় বৎসরাবধি ত্যাগ করিয়াছি, রীতিমত ত্যাগ ৫।৬ মাস হইল, ইহার পূর্ব্বে ২।১ মাস অন্তর ২।১ দিন করিতাম কিন্তু এদিকে আর করিনি তথাচ শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, পাঠাভ্যাসাদি মানসিক শ্রম ধরিতে গেলে একবারেই ত্যাগ করিয়াছি, স্কুলের পড়া প্রত্যহ ১ ঘণ্টার অধিক করিতে পারিনা এখন ★ শ্রেণীতে পড়িতেছি, এখন কিছু পরিশ্রম করা উচিত কিন্তু শরীরে সে শক্তি নাই, একক্ষণ পড়িলেই অস্থির হইয়া পড়ি কাজেই পুস্তক বন্ধ করি, মন কোন বিষয়েই স্থির রাখিতে পারি না। ধ্বজভঙ্গ পীড়ার যে ভয় করিয়াছি সেটা

মনহইতে যায় নাই, কারণ তাহার একটী লক্ষণ যদিও জানি না তথাচ স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা প্রভৃতি, যায় মনে যে সন্দেহ হইতেছে। আমার মত এ পাপ অনেকেই করে তাহা স্বীকার করি কিন্তু তাহা করিয়া সকলেই এরূপ অনিষ্ট হয় না, আমার কিছু অধিক হইয়াছে। স্বপ্নদোষ প্রায় ২।৩ বৎসরহইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে হইত তাহা জানিতে পারিতাম এবং ৮।১০ দিন অন্তর হইত, এখন সেরূপ হয় না, কখন কখন প্রত্যহ হয়, আবার কখন ২।১ দিন অন্তর হয়, যখন হয় বেশ জানিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, মাথা ঘুরিতে থাকে, পাতলা জলের ন্যায় নির্গত হয়, আবার কোন কোন দিন কিছুমাত্র জানিতে পারি না। মনে যে কি চিন্তা করি তাহার স্থিরতা নাই। নিদ্রা ভাল হয় না, প্রায়ই সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখি, মস্তিষ্ক এতদূর খারাপ হইয়াছে যে তদ্দরুণ আকাশেরদিকে তাকাইলে যেন কুদকি উড়িতেছে বোধ হয়। পুস্তক পড়িতে পড়িতে আঁধার বোধ, এটিও ২ বৎসর হইতে হইয়াছে। আমার বিবাহের পর অবধি মন অধিক খারাপ হইয়াছে। কারণ বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই, স্ত্রী যদিও বালিকা তথাপি তাহার যে বিবেচনা শক্তি হয় নাই এরূপ বোধ হয় না, সে যদি কোনরূপে আমার এরূপ অবস্থা জানিতে পারে তাহাহইলে আমার অধিক কষ্টের বিষয় হইবে। এই সকল ভবিষ্যৎ চিন্তায় মন সময় সময় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। শরীরে সাহস কিছুমাত্র নাই সামান্য শ্রমে শরীর নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। ১২৯০। ১৯শে চৈত্র।

১৯। মহাত্মন্। গত কল্য মহাশয়ের "বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী" পাঠ করিয়া এহতভাগার নৈরাশপূর্ণঅন্তরে যে কত আশারসঞ্চার হইয়াছে বলিতে পারিনা। এ হতভাগার বয়স ২০ বৎসর। আমি উপস্থিত যে রোগাক্রান্ত হইয়াছি তাহাতে মানসিক পরিশ্রমের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এ হতভাগ্যের সাংসারিক অবস্থাসম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা ভ্রাতা পত্নী প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয়স্থল ;—এ হতভাগার শুভাশুভের উপর তাহাদের শুভাশুভ অনেক অংশেই নির্ভর করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যেরোগ এ হতভাগার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, লজ্জা ও ঘৃণার অনুরোধে মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাহা অপর কা-

হার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না ও বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় রোগ শরীর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া ক্রমে শরীর ধ্বংস করিয়া ফেলুক, অথবা চির জীবন যন্ত্রণা ভোগ করি এবং পরকালে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিতে হয়, এসকলের মধ্যে কিছুতে হৃদয় তত ব্যাকুল করিতে পারে না এবং এ সকলগুলিই ঈশ্বর সমীপে নিদারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিতে যতকেন ক্লেশ হউক না কেন সমস্ত সহ্য করতে পারি, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতা আমা বিহনে অথবা আমার রোগোৎপন্ন অকর্ম্মণ্য অবস্থার বর্ত্তমানে, যে নিদারুণ, নিঃসহায় শোচনীয় অবস্থা ঘটবেক তাহা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রম হইতে প্রায় অষ্টাদশ কি উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক উপায়ে অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন প্রভৃতি মহাশয়ের নিকট সমস্তই স্বীকার করিতেছি। শারীরিক স্বাস্থ্য প্রায় ভাল বলিয়া এতদিন পরে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর * মাসে এ হতভাগা বা আমি বাটী যাই (আমার নিবাস * জেলাস্থ কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, অধ্যয়ন জন্য কলিকাতায় থাকি) তথায়, বলিতে লজ্জা বোধ হয়, না বুঝিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে কোন কুলটা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করি। তাহার ৩। ৪ দিবস পরে মূত্রনালীর অগ্রভাগ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহার ২। ১ দিন পরে একদিন প্রস্রাবকালে ভয়ানক যাতনা অনুভব হয় এবং একবিন্দু পুঁজের ন্যায় পদার্থ প্রস্রাবের সহিত বাহির হয় তাহার পর প্রায় প্রতিদিন প্রস্রাবকালে ভয়ানক যাতনা অনুভূত হয় এবং প্রস্রাব নির্গমনের ঠিক পূর্ব্বে প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে দুই এক বিন্দু রক্ত ও পুঁজের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। পরে ২। ১ দিন মধ্যেই পুরুষাঙ্গ ও মূত্রনালীতে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় এবং ঠিক মনে হইল যেন মূত্রনালীর ভিতর ফোড়া হইয়াছে। তদপর কাপড়ে ২। ৩ দিন বেশী পরিমাণে রক্ত ও পুঁজের ন্যায় পদার্থ লাগিতে থাকে এবং দুই পার্শ্বে কুচকী বা বাঘীর স্থানে বেদনা অনুভব করি, কিন্তু গুড়চুণ একত্রে মিশাইয়া উক্ত কুচকীর স্থানে ৩। ৪ দিবস দেওয়াতেই তথাকার বেদনা দূর হয়। তাহার পর প্রায় মাসাবধিকাল পরে প্রস্রাবকালে যাতনা আর অনুভূত হইত না কিন্তু পুঁজের ন্যায় পদার্থ কাপড়ে দেখিতে পাওয়া যাইত। এবং এক্ষণে যদিও প্রস্রাব-

কালে যাতনা হয় না এবং মূত্রনালীতে কোনরূপ বেদনা নাই কিন্তু পুঁজের ন্যায় পদার্থ পরিধান বস্ত্রে সামান্যরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমি শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এবং কখন কোন সময়ে মনে প্রফুল্লতা কি আমোদ প্রায় অনুভব করিতে পারিতেছি না, মনে কোনরূপ আশার উদ্রেক কথা লক্ষিত হয় না, মন সর্ব্বদাই নিরাশার ভীষণআধারে মগ্ন ও নিদারুণ অনুতাপানলে সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছে। মহাশয়! উঃ—নিদারুণ অনুতাপানলে দগ্ধহৃদয় অপেক্ষা আর কি কিছু বেশী যন্ত্রণা পরকালে আছে? মানুষের পূর্ব্বপাপের স্মৃতি বোধ হয় কখন হৃদয় হইতে দূর হয় না; ঈশ্বরপ্রেমে মন বিগলিত না হইলে হৃদয় কিছুতেই নির্ম্মল হয় না। অনবরতঃ নির্ম্মলহৃদয়ে ঈশ্বরোপাসনা পবিত্র প্রেমলাভের একমাত্র উপায় বটে কিন্তু সময়ে ঈশ্বরোপাসনার সময়েও মন চঞ্চল হয় কেন?

মহাশয়! আমি এক্ষণে অকূল ভাবনায় পড়িয়াছি? প্রায় ১ বৎসর কাল হইল আমার এই ব্যারাম হইয়াছে। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল যে যতদিন না সম্পূর্ণ আরোগ্য হই ততদিন বিবাহ করিব না, কিন্তু পিতা মাতার অভিমত হওয়ায় অধুনা নির্ব্বন্ধাতিসায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল বড় মেয়ে বিবাহ করিব না, কিন্তু পিতা মাতার অভিমত বড়কন্যার পানিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পিতামাতার মনে দুঃখ দিয়া বিবাহে অমত করিতে প্রাণে বড় কষ্টবোধ হইল। এক্ষণে উপায়হীন। কলিকাতা—১৮ই সেপ্টেম্বর।

২০। লজ্জাবরণ এতদিন কোনমতেই উন্মোচন করিতে পারি নাই, কিন্তু যখন রোগের দারুণ প্রতিঘাতে জীবন দুর্ব্বিসহ হইল তখন আর সে আবরণ অনুন্মোচিত রাখিতে সক্ষম হইলাম না এমন কি একবার পত্র লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করি, কি জানি সেসময় লজ্জা কিরূপভাবে আসিয়া আক্রমণ করিল পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিলাম। তবে যে রোগের প্রতিবিধানার্থে অপর কোন উপায় করি নাই তাহাও নহে। পেটেন্ট হোমিওপেথিক, এলোপেথিক সর্ব্বরূপ ঔষধই সেবন করা হইল। কিন্তু অতি গোপনে এসব সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার

না হওয়ায় অবশেষে এক কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলাম। প্রায় দুই মাস ঔষধ সেবন করিলাম কোন উপকার দর্শিল না। তিনি মধ্যে২ স্ত্রীসঙ্গম করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কিপ্রকারে সম্ভবে? একব্যাধি প্রশমিত করিতে গিয়া হয়ত নূতনরূপ কোন ভয়ঙ্কর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইব।

বহুকালের রোগ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন করিয়া বা না করিয়াও রেতঃস্খলন হয়। প্রথমটী প্রায়ই হয় কিন্তু তৎকালে জানিতে পারি না। পরে জাগ্রত হইলে বস্ত্রাদির আর্দ্রতা প্রভৃতি কারণে জানিতে পারি। পূর্ব্বে প্রত্যহ হইত এমনকি রাত্রির মধ্যে ২। ৩ বার পর্য্যন্তও হইয়াছে সম্প্রতিক তাহাই হইতেছে তবে মধ্যে২ দুই এক দিন হয় না শুক্র অতিশয় তরল হইয়াছে। বস্ত্রাদিতে পূর্ব্বে চিহ্ন হইত সম্প্রতি তাহা হয় না। বেগও অতিশয় কম। জননেন্দ্রিয় কিছু শিথিল হইয়াছে। মূত্রের বেগ অতিশয় অল্প মূত্র হরিদ্রাবর্ণ, মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালী জ্বালা করে। অপরাপর সময়েও জ্বালা করে, কখন২ মূত্রের সহিত স্বল্পপরিমাণে শুক্রও নির্গত হয়। বাল্যকালে শয্যামূত্র দোষ ছিল। * মূত্রাশয়ে প্রায়ই বেদনা অনুভব হয়। শুদ্ধ আত্মবিকৃতিই যে ইহার কারণ তাহা বোধ হয় না। কারণ দেহে শুক্র সঞ্চারের পরই দুই রোগের আরম্ভ। পূর্ব্বাপেক্ষা দেহ অতিশয় ক্ষীণ ও বলহীন হইয়াছে। মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, অধিকক্ষণ কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিনা, সময়ে২ মাথা ঘোরে। সময়ে২ শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে— কিছুই ভাল লাগে না। স্ত্রীসঙ্গম করিয়াও দেখিয়াছি। সে সময় কিছু উপকার বোধ হয়। এমনকি ৪। ৫ দিন কিছু হয় না। স্ত্রীসঙ্গমের পরও সেই রাত্রেই স্বপ্নবিকার হইয়াছে। সুতরাং তাহাতেই বা কি প্রকারে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা? *

লিঙ্গমুণ্ড আবরণহীন করিয়া রাখিলে স্বপ্নবিকার নিবারিত হয় এই আশায় সেরূপ করিয়া রাখি, তাহাতে স্বপ্নবিকারের কোন উপকার হয় নাই। রোগ বড় ভয়ানক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা—৭ই জুন। ১৮৮৬।

২১। মহাশয়! যখন আমার বয়স ১২। ১৩ সেই সময় হইতে কুঅভ্যাস শিক্ষা করিয়া প্রায় ছয় মাস বৎসরেক পর্য্যন্ত তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া ইহার

ফল প্রতিফল যখন জানিতে পারিলাম তখনই উহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়া-ছিলাম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই আবার আমার বিবাহ হয় এবং সপরিবারের বৎসর দেড়এক বিদেশে থাকি সুতরাং সেই অপক্ক অবস্থাতেই জলবৎ তরল শ্বেতধাতু নির্গত হইতেছিল। তাহার পর যখন পৃথক পৃথক (স্ত্রীপুরুষে)বাস করিতে লাগিলাম সেই স্বপ্নদোষাক্রান্ত হইলাম। আবার এই সময়ের পর একত্র হইলে পর অমনেই আবার অত্যাচার--সে ভয়ানক রকম আরম্ভ করিয়া এপর্যন্ত আসিতেছিলাম। কিন্তু যখন দাম্পত্যপ্রণালীতে এই সকলের পরিণাম দেখিয়া মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় যেই মিতাচারী হইতে প্রয়াস পাইলাম আর যেন সর্ব্বাঙ্গ সির সির করিতে লাগিল, মাথা খুবভারবোধ হইতে লাগিল। বক্ষে বামপার্শ্বে ও কক্ষের ডা-হিন পার্শ্বে একটা বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল এবং জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য বোধ হইতে লাগিল যেন একপ্রকার সমাধা হইয়া গেল এখনও এই অব-স্থায় আছি আর যখন স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইত তখন সপ্তাহে দুইতিনবার হইত যে তার কোন কথাই ছিল না কোন২ সময়ে দিনে হইত এবং ক্রমাবয়ে উপর্য্যুপরি পাঁচ সাতদিনও হইত। ঢাকা—৩রা জুলাই ১৮৮৫।

২১। আমি ১৭ বৎসর বয়সে কু-অভ্যাস আরম্ভ করিয়া ২বৎসর কার্য্য আ-সক্ত থাকি এইকালমধ্যে কোন দিন দিবারাত্রে তিনবার, কোন-দিন ফাঁকও গিয়াছে। এই সময় কখন কখন সহবাস করিতাম দ্বিতীয় বৎসরে প্রা[illegible] সপ্তাহে একবার স্বপ্নদোষ হইতে আরম্ভ হয়, প্রথম বৎসরে কোন অসু[illegible] ছিল না, দ্বিতীয় বৎসরে মাথা ঘুরাণ, স্মরণশক্তি হ্রাস, নিদ্রা অল্প, মনচঞ্চ[illegible] হইত, তৃতীয় বৎসর বা বর্ত্তমান বৎসরে প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে ধাতু নি-র্গত হইত, ঘণ্টায় ১০। ১২ বার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বদাই মূত্র-নালী হইতে জলের মত ধাতু পড়ে, মূত্রনালী একটু টিপিলে ধাতু বাহির হয়। সহবাসে শীঘ্র বীর্য্যস্খলন হয়, সহবাস আরম্ভে লিঙ্গোদ্রেক হয় কিন্তু সঙ্গম শেষ না হইতেই শীঘ্র শিথিল হইয়া যায়। অণ্ডকোষ অল্প টিপিলে বেদনা বোধ হয়। মাথা ঘুরায়, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুধা ভাল আছে, স্মরণশক্তি কম। এখন কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি কিন্তু সহবাস সময় সময় রাত্রে ২। ৩ বার হইয়া থাকে। ঢাকা—১লা জুলাই [illegible]